বিজয়। এই খড়্গে তোর মুণ্ড করিব ছেদন। [খড়্গ উত্তোলন]

[অনন্ত-মাহাত্ম্য, ৪র্থ অঙ্ক, ২য় দৃশ্য—১৪৯ পৃষ্ঠা।

E. A. P. Syndicate,—Calcutta.

অনন্ত-মাহাত্ম্য

ধর্ম্মমূলক নাটক

অনন্ত-মাহাত্ম্য

নাটক

শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত

(শ্রীযুক্ত সত্যম্বর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের
নবদ্বীপ বঙ্গনাট্য-সমাজে অভিনীত)

কলিকাতা ;
শীল ব্রাদার্স এণ্ড কোং
৭ নং শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, জোড়াসাঁকো
১৩২৩ ।

মূল্য ১।০ মাত্র

Published by H. P. Dey for PAUL BROTHERS & CO.
7, Shibkrishna Daw's Lane, Jorasanko, Calcutta.

Printed by H. P Dey, Indian Patriot Press.
70, Baranashi Ghose's Street, Calcutta.

The Copy Rights of this Drama are the property of
P. C. DEY, Sole Proprietor of PAUL BROTHERS & Co.

Rights Strictly Reserved.

1916

যাঁহার অনুষ্ঠিত অনন্তব্রত দর্শনে

এই "অনন্ত-মাহাত্ম্য" বিরচিত

সেই

স্বর্গাদপি গরীয়সী জননীদেবীর

পবিত্র করকমলে

এই নাটকখানি

ভক্ত্যুপহার স্বরূপ

প্রদত্ত হইল।

ভূমিকা

অনন্তব্রত-কথা নানা ভাবে প্রচলিত আছে, কিন্তু এই 'অনন্ত-মাহাত্ম্য' নাটক স্বর্গীয় কবিবর কাশীরাম দাস কৃত মহাভারতান্তর্গত অনন্তব্রত উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। নাটকের পারিপাট্য বিধানার্থে অবশ্যই ইহাতে আমাকে কল্পনাদেবীর শরণাগত হইতে হইয়াছে; তিনিও তাঁহার এই অকৃতী সন্তানকে যথেষ্ট অনুকম্পা করিতে ত্রুটি করেন নাই। সেই সাহসের বশবর্ত্তী হইয়া আমি কতকটা ঘটনা-পরিপুষ্টির জন্যও বটে, এবং কতকটা মূল চরিত্রগুলির পরিপুষ্টির জন্য কয়েকটি নূতন চরিত্রেরও সমাবেশ করিয়াছি; তবে তাহা অপ্রাসঙ্গিক না হয়, সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেও ত্রুটি করি নাই। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, সে বিষয়ের ভার আমার সহৃদয় পাঠকবর্গের উপরেই ন্যস্ত করিয়া আপাততঃ নিশ্চিন্ত রহিলাম।

২০শে আশ্বিন, ১৩২৩, সাল
বিজয়া-দশমী

বিনীত
গ্রন্থকার।

কুশীলবগণ।

পুরুষ।

অনন্তদেব	... ...	নারায়ণ।
চিত্রাঙ্গদ	... ...	কোশলাধিপতি।
সুধীর	... ...	ঐ পুত্র।
বিজয়সিংহ	... ...	ঐ সেনাপতি।
সমবকেতন	... ...	মন্ত্রীর প্রতিপালিত।
দ্বাপর	... ...	যুগপতি।
দুর্ব্বুদ্ধি	... ...	ঐ সখা।
উচিতরাম	... ...	স্পষ্টভাষী।
চন্দ্রকেতু	... ...	কলিঙ্গ-রাজ।
নীলধ্বজ	... ...	ঐ সেনাপতি।

মন্ত্রী, কঞ্চুকী, বিষ্ণুদূত, যমদূত, মদন, বিবেক, কর্ম্ম, মোহ, পাপ, তাপ, রোগ, শোক, মৃত্যু, কলি, পাপানুচর, জহ্লাদ, দাদাঠাকুর, রাম-চরণ (ঐ ভৃত্য), খঞ্জ পথিক, ঝাড়ুওয়ালা, শান্তি-রক্ষক, প্রতিহারী, অনুচর, ব্রাহ্মণদ্বয়, প্রহরিদ্বয়, ঋষি-বালক-গণ, অনাথবালকগণ, কোশল-সৈন্যগণ, কলিঙ্গ-সৈন্যগণ, নাগরিকগণ প্রভৃতি।

স্ত্রী।

লক্ষ্মী	...	নারায়ণী।
করুণা	... ...	চিত্রাঙ্গদ-মহিষী।
মোহিনী	... ...	ঐ ছোট রাণী।
চন্দ্রাবতী	... ...	মন্ত্রি-কন্যা।
দুলালী	... ...	ভীল-কন্যা (ছদ্মবেশে একা)।

কণ্ঠউক্তি, রতি, মায়া, পরিচারিকা, ঝাড়ুওয়ালী, বনবালাগণ, মায়াবিনীগণ, নাগরিকাগণ, নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি।

অনন্ত-মাহাত্ম্য।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কোশল—নগর-তোরণ।

বেগে বিষ্ণুদূত ও পশ্চাৎ বেগে যমদূতের প্রবেশ।

বিষ্ণুদূত। [গমনে বাধা দিয়া]
বৃথা চেষ্টা শমন-কিঙ্কর!
নাহি যম-অধিকার কোশল নগরে;
এ নগরে পরম বৈষ্ণবগণ করেন বসতি।
পরম বৈষ্ণব রাজা চিত্রাঙ্গদ নাম,
এ রাজ্যের অধীশ্বর ভুবনবিদিত;
অনন্ত-সেবক নৃপ, নিজ রাজ্য মাঝে
অনন্ত-অর্চ্চনা বিধি করিয়ে প্রচার,
প্রজাপুঞ্জে করিলা বৈষ্ণব।
না করিয়া অনন্তের পূজা,
না শুনিয়া অনন্ত-মাহাত্ম্য,
নাহি করে বারিবিন্দু পান কেহ।
ঈর্ষ্যা, হিংসা, প্রতারণা, পাপ,
এ রাজ্যেতে না করে প্রবেশ।

BENGAL LIBRARY

ধর্ম্মের প্রতাপে পাপ পেয়ে মনস্তাপ,
বহুদিন গিয়াছে চলিয়া।
চৌর্য্য নাম শ্রবণ ব্যতীত,
কার্য্যে কেহ করেনি প্রত্যক্ষ।
শুদ্ধাচারে রাজ্যবাসী
ভাসে সদা আনন্দ-সাগরে।
অনন্ত-সেবক এই পুরবাসিগণ,
জীবনান্তে যায় চলি' অনন্ত-নিবাসে ;
বিষ্ণুদূত বিনা হেথা
নাহি যম-অধিকার আত্মার উপরে।
তাই তোমা, যমদূত,
নিষেধি সম্প্রতি,
এ নগরে প্রবেশ নিষিদ্ধ তব,
যাও চলি ফিরিয়া এখনি।
বহুক্ষণ করিলে বর্ণনা,
কর্ণপাতি শুনিলাম তাহা।
কিন্তু তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ,
বিষ্ণুর কিঙ্কর হ'য়ে
কিছুমাত্র নাহি বুদ্ধি তব।
জান না কি, বচন সর্ব্বস্ব।
বিধির সৃজিত বিধি নির্দ্দিষ্ট যেমন,
তেমনি পালন করে এই ত্রিসংসার।
নিয়মিত রূপে, সেই বিধি করিয়ে পালন
জীবের নিয়ন্তা যম মৃত্যুপতি নাম।

একমাত্র মৃত্যুপতি বিনা,
মৃতের উপরে কারো নাহি অধিকার।
বিষ্ণুদূত, শিবদূত, যত দূত থাক্,
যমদূত-অধিকারে হস্তক্ষেপ করা
কখনই তাহাদের না হয় উচিত।
অনুচিত নহে শুধু,
যতদূর হ'তে হয় ধৃষ্টতা-প্রকাশ,
যতদূর হ'তে হয় গর্ব্ব-প্রদর্শন,
ততদূর করিতেছ তুমি, বিষ্ণুদূত।
তাই বলি, বৃথা কালক্ষয় ক'রো না আমার,
পুরী প্রবেশের দ্বার কর পরিত্যাগ ;
যাই আমি কর্ত্তব্য সাধিতে।

বিষ্ণুদূত। বুঝিলাম স্থির,
বাক্য মাত্রে তুমি না হবে নিরস্ত ;
যেমন স্বভাব যার,
সেইরূপ কার্য্য করা অভ্যাস তাহার।
সে কেবল তব দোষ নহে,
সংসর্গ জনিত দোষ, কি করিবে তুমি ?
বীভৎস্য পূর্ণমূর্ত্তি একে ত নরক,
তাহে পুনঃ
শত শত ঘৃণা নীচ অস্পৃশ্য নারকী,
ইহাদের সহবাসে
এরূপ স্বভাব হওয়া সম্ভব তোমার,
তারই পরিচয় তুমি করিছ প্রদান।

যেমন হয়েছে প্রভু,
তেমনি কিঙ্কর তার জুটেছে সুন্দর !

যমদূত। ইচ্ছামত বাক্‌শক্তি,
যদি কারে না দিতেন বাগ্মী,
তা' হ'লে, হে বিষ্ণুদূত !
জড়পিণ্ড সম,
মূর্ত্তিমাত্র এতক্ষণ দেখিতাম তোমা।
'বচন-সর্ব্বস্ব' নাম সার্থক দিয়েছি।
বাক্য আর কার্য্য—দু'য়ে বহু ব্যবধান ;
অসার বাক্যের ঝড় তুলিয়া সহসা,
পার বটে প্রতিপক্ষে করিতে নির্ব্বাক্ ;
কিন্তু শোন, দূত,
কার্য্যক্ষেত্র বিষম সমস্যা-স্থল,
সে সমস্যা-স্থলে,
প্রকৃত শক্তির শুধু হয় প্রয়োজন।
নতুবা সে শরতের মেঘ,
করে মাত্র নিস্ফল গর্জ্জন।

বিষ্ণুদূত। চেয়ে দেখ্, নহে মূর্খ, শরতের মেঘ,
ভীষণ বিদ্যুদগর্ভ কৃষ্ণমেঘ হ'তে,
ভীম-বজ্র এইবার হইবে পতিত ;
ভস্মীভূত হবি তুই তৃণমুষ্টি প্রায়।
ডাক্ তোর মৃত্যুপতি শমন রাজারে,
দাঁড়াক্ শিয়রে এসে মরণ সময়ে ;
যমের কর্ত্তব্য কার্য্য করুক্ সাধন।

যমদূত। যমের কর্ত্তব্য যমে হয় না শিখাতে,
কর্ত্তব্য বুঝিলে,
তখনি কর্ত্তব্য যম করিবে পালন।
তার জন্য জেনো, তারে হবে না ডাকিতে।
বরঞ্চ বিষ্ণুরে তুই পারিস্ ধরিতে,
মৃত্যুকালে বিষ্ণু দরশনে,
লভিতে উত্তম গতি পারিবি, বর্ব্বর।

বিষ্ণুদূত। সাবধান, মৃত্যুর কিঙ্কর!
রসনা সংযত কর্, নির্লজ্জ পামর!
ত্রিলোকের পতি সেই
ব্রহ্মা আদি চিন্তা করে যাঁহার চরণ,
যাঁর চরণের দাস তোর প্রভু যম,
তাঁর নাম শ্লেষপূর্ণভাবে,
আমারি সম্মুখে করিস্ উচ্চারণ তুই?
এখনি রসনা তোর করিয়ে ছেদন,
করিব আহুতি দান নরক-অনলে।
তাই বলি এখনও তোরে,
প্রাণ ল'য়ে পলায়ন কর্, দুরাচার।

যমদূত। বাক্যবীর!
বৃথা বাক্য-আড়ম্বর,
নারিবি কর্ত্তব্যে বাধা করিতে প্রদান।
ত্রিলোকের পতি বিষ্ণু, যমের উপাস্য,
হ'ক্ তাতে মোর কিবা প্রয়োজন।
আমি জানি প্রভু মোর মৃত্যুপতি যম,

তাঁরই পদে এ জীবন করেছি বিক্রয়।
তাঁহারি আদিষ্ট কার্য্য করিয়ে সাধন,
নিজের কর্ত্তব্য আমি করিব পালন।
প্রাণ দিয়ে কর্ত্তব্য সাধিলে,
শত বিষ্ণু অর্চ্চনার ফল,
জানিবি রে মূর্খ, হবে মম করতলগত।

সহসা উচিতরামের প্রবেশ।

উচিত। কথাটা ঠিক্ উচিত মতই ব'লে ফেলেছ, তাই বাপ্। না এসে আর থাক্‌তে পার্‌লেম না। উচিত কথা শুন্‌লেই এই উচিতের মাথার টনক্ পড়ে, তাই উচিতরাম এখানে সশরীরে এসে উপস্থিত। ঐ যে বাবা! কৃ ধাতুর উত্তর তব্য প্রত্যয় ক'রে যে কথাটা বল্‌লে, সেটাকে পালন ক'রে ওঠা এই দ্বিপদের ভিতর খুব কমই দেখা যায়। সে কেবল যা' আছে—সে ঐ আমার এক শমন দাদার শাসনের মধ্যেই আছে। যখনি জীবের নাভি-শ্বাস দেখা দেয়, অমনি তখনি তোমরা ঊর্দ্ধশ্বাসে এসে সেখানে দেখা দাও; তাতেই বল্‌ছিলেম যে, কৃ ধাতুর উত্তর তব্য প্রত্যয়ের সার্থকতা রক্ষা তোমরাই করেছ। তা' বাবা! তুমি উচিত কথাও বলেছ, উচিত কার্য্য কর্‌তেও এসেছ; কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তোমার উচিত কার্য্যটী সম্পাদন কর্‌তে যে পেরে উঠ্‌বে, সে বিষয়ে কিছু সংশয় আছে। কেননা, আরও কিছুদিন এখন এ রাজ্যের মৃতব্যক্তির আত্মার উপর ঐ বিষ্ণুদূতেরই অধিকার এক চেটে হ'য়ে থাকবে।

যমদূত। স্বয়ং বিধানকর্ত্তা বিধাতাই ত মৃত্যুপতির উপর মৃত্যু বিধানের সম্পূর্ণ অধিকার অর্পণ করেছেন, তবে কেনই বা কিছুদিন সে বিধানের ব্যতিক্রম সংঘটন হবে?

উচিত। হ্যাঁ, বিধাতার বিধানটা তুমি যা' বল্লে, ঠিক ঐ রকমই বটে, তবে কি জান, সময় বিশেষে, কারণ বিশেষে, সে নিয়মের ব্যতিক্রমও ঘ'টে থাকে; সেটাও একটা আবার তাঁরই বিধান, বিধান থাকলেই তার সঙ্গে নিষেধ-বিধিও আছে। শুধু এ কাজটা ব'লে নয়, বিধাতার যত রকম সৃষ্টি আছে, তার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ ব্যভিচার ভাবটা লেগেই আছে। এই চোখের উপর দেখ না কেন, তাপের জন্য আগুনের সৃষ্টি, কিন্তু আবার সেই সঙ্গে সঙ্গেই তাহা নিবারণের জন্য জলেরও সৃষ্টি করেছেন; সূর্য্যের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আবার তার অস্তটাও রেখে দিয়েছেন; সুখের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখটাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন; যার যে কাজ সে প্রাণপণে সেই কাজ করতেই চেষ্টা করুক, না পেরে ওঠে যখন, তখন মনে করতে হবে যে, এই না পেরে ওঠাটাও সেই বিধাতার একটা নিষেধ-বিধান। অধিক কথার প্রয়োজন কি, বাপু! এই আমাকে দিয়েই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কর না। যত উচিত কথা বল্‌বার জন্যই আমাকে উচিত রূপে সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু আমার উচিত কথা কয়জনে শোনে? সংসারের অধিকাংশই উচিতের উপর চটা। যেখানে উচিতের জায়গা হয় না, সেইখানেই অমনি অনুচিত এসে হাজির; তা' ব'লে কি আমি উচিত কথা বলতে কসুর করব? তা' নয়, আমার কর্ত্তব্য আমি পালন করতে চেষ্টা করবই, তা'তে কেউ শোনে আর না শোনে। এই এতক্ষণ ধ'রে তোমাদের কাছে এসে যে, ভ্যানর্ ভ্যানর্ করছি, এতে কি তোমাদের থামাতে পারলুম? তা' নয়, তবে আমার যা' বল্‌বার, সে উচিত কথা ব'লে গেলাম। এখন যা' খুসী, তোমরা ব'সে ব'সে কর। আমি বিদায় হ'লেম।

[প্রস্থান।

বিষ্ণুদূত। উচিত কথা শুনলি ত? এখন মানে মানে এ রাজ্য থেকে বিদায় হ'।

যমদূত। আমার কর্ত্তব্যের শেষ চেষ্টা এখনও অবশিষ্ট আছে।

বিষ্ণুদূত। সেটুকু আর কেন থাকে, এস—শেষ কর।

যমদূত। নিশ্চয়ই।

বিষ্ণুদূত। এ নিশ্চয়েরই শেষ নিশ্চয় কি, সেটা স্থিরনিশ্চয় আছে ত?

যমদূত। তার উত্তর বাক্য দ্বারা হয় না, কার্য্যক্ষেত্রে তার পরীক্ষা।

বিষ্ণুদূত। পরীক্ষার ফল তোমার, আমি বিশেষরূপে স্থির ক'রে রেখেছি।

যমদূত। আচ্ছা দেখা যাক্।

[উভয়ের যুদ্ধারম্ভ ও যমদূতের পলায়ন ও বিষ্ণুদূতের তৎপশ্চাৎ ধাবন।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কৌশাম্বী—রাজপথ।

নাম-সংকীর্ত্তন করিতে করিতে নাগরিকগণের প্রবেশ।

নাগরিকগণ।—

গান।

ভজ অনন্ত, কহ অনন্ত, লহ অনন্তের নাম রে।
যে জন অনন্ত ভজে, পায় সে অনন্ত ধাম রে॥
দিন গেছে—দিন পাবিনে ভাই, দিনের খবর নাও,
দিন থাকতে সেই দীনবন্ধুর কর শ্রীচরণ ধ্যান রে॥
গেল বেলা মিছে খেলায় মেতে রইলি ভাই,
যাবার বেলা ভবের খেলা সাঙ্গ ক'রে চল্ রে॥
ভবনদীর তুফান ভারি, কিসে হ'বি পার,
যদি হবি রে পার, কর্ না এবার নামের তরী সার রে॥

[প্রস্থান।

নাগরিকাগণের প্রবেশ।

নাগরিকাগণ।—

গান।

বেঁচে থাকুন বেঁচে থাকুন, আমাদের ওই রাজা।
চারদিকেতে উড়ুক্ উড়ুক্ পুণ্য-কীর্ত্তিধ্বজা॥
ধনধান্যে থাকুক ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা,
শান্তি দিয়ে আছে ঘেরা, নাইকো দুখের সাজা।
ধন্য রাজার ধন্য রাজ্য, ধন্য রাজার প্রজাপুঞ্জ,
জন্মে জন্মে এমন রাজার হই যেন সব প্রজা॥

[প্রস্থান।

ব্রাহ্মণদ্বয়ের প্রবেশ।

১ম ব্রাহ্মণ। ভায়া হে! অপর দিনের চেয়ে, আজকার আয়োজনটা কিছু বেশী রকমের ব'লেই বোধ হচ্ছে, কি বল?

২য় ব্রাহ্মণ। নিশ্চয়ই, তার আর কথা, আজ হ'ল অনন্ত-চতুর্দ্দশী! যে অনন্তের কৃপায় মহারাজের অনন্ত ঐশ্বর্য্য, অনন্ত নাম, অনন্ত কীর্ত্তি, সেই অনন্তদেবের আজ ব্রতদিন, আজ কি আর কথা আছে, ভায়া?

১ম ব্রাহ্মণ। বিশেষতঃ আমরা যখন মহারাজের নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ, তখন আমাদের ভোজন-দক্ষিণা সম্বন্ধেও বিশেষভাবে বিবেচনা হবে।

২য় ব্রাহ্মণ। তা' আর হবে না, বল কি? যারা বিনা নিমন্ত্রণে রবাহুতভাবে এসে উপস্থিত হয়, তারাই যখন কখনো কোন বিষয়ে বঞ্চিত হয় না, তখন আমাদের ত কথাই নাই।

১ম ব্রাহ্মণ। দীর্ঘজীবি হ'য়ে থাকুন মহারাজ, অনন্তদেবের কৃপায় মহারাজের আরও অতুল ঐশ্বর্য্য হ'ক্, দেব দ্বিজে আরও অচলা ভক্তি হ'ক্; তা' হ'লে আর আমাদের মত ভিক্ষাজীবি ব্রাহ্মণের ভিক্ষা ক'রে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করতে হবে না।

২য় ব্রাহ্মণ। ভায়া হে! রাজ্য ঐশ্বর্য্য ভগবান্ অনেক রাজাকেই দিয়েছেন; কিন্তু বল দেখি, আমাদের এই রাজার মত কি আর কোন রাজার এত দেবতা-ব্রাহ্মণের প্রতি বিশ্বাস ভক্তি আছে?

১ম ব্রাহ্মণ। শুধু কি তাই, ভায়া? আপামর সাধারণ সকলের উপরেই মহারাজের অপার কৃপা। কোশল-রাজ্যে বাস ক'রে, বল ত একটী পিপীলিকাও দুঃখ কষ্ট কা'কে বলে তা' জানে না। রোগ নাই, শোক নাই, অকাল মৃত্যু নাই; হিংসা বল, দ্বেষ বল, মিথ্যা বল, প্রতারণা বল, চৌর্য্য বল, দস্যুতা বল, এ সব কোন কিছুই নাই। কোশল-রাজ্যবাসিগণ যেন মর্ত্তে থেকে স্বর্গসুখ উপভোগ করছে। আহা! কেমন

চারিদিকে একবার চেয়ে দেখ দেখি, পুরবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই যেন কেমন এক শান্তির স্রোতে ভেসে বেড়াচ্ছে! সকলের মুখ দেখে কেমন এক আনন্দ জ্যোতিঃ ফুটে ফুটে উঠ্‌ছে! মানুষ ত দূরের কথা—পশু পক্ষী পর্য্যন্ত এ রাজ্যে নির্ব্বিঘ্নে বিচরণ ক'রে বেড়াচ্ছে। এমন শান্তির রাজ্য আর কোথাও নাই, ভায়া!

২য় ব্রাহ্মণ। একবার বৃক্ষশ্রেণীর দিকে চেয়ে দেখ দেখি, শ্যামশ্রীর শোভিত শ্যামল তরুরাজি কেমন ফলভারে নত হ'য়ে মানুষকে নম্রতা শিক্ষা দিচ্ছে! শস্যশ্যামলাভূমি কেমন যথাসময়ে অজস্র শস্য প্রদান ক'রে সকলকে নিষ্কাম ব্রত শিক্ষা দিচ্ছে! কলস্বনা, স্বচ্ছসলিলা তটিনী সকল কেমন কুলু কুলু নাদে অনন্তের দিকে ছুটে যাচ্ছে! সুদীর্ঘ সরসী-বক্ষঃ কেমন কুমুদ-কহ্লারে পরিপূর্ণ হ'য়ে প্রকৃতির শোভা সংবর্দ্ধন করছে! যেদিকে চাও, সব দিকেই কেমন শান্তি; কেমন পবিত্রতা, কেমন তৃপ্তি, কেমন নিবৃত্তি! ঠিক যেন এ আমাদের রাম-রাজত্ব!

১ম ব্রাহ্মণ। তাই ত অনন্তদেবের কাছে প্রার্থনা করি যে, অনন্তদেব আমাদের এমন রাজাকে সুখী ক'রে রাখুন।

২য় ব্রাহ্মণ। চল এখন ভায়া! একটু সত্বর সত্বর চল, বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত হ'য়ে গেছে; ব্রাহ্মণ-ভোজনের সময় উপস্থিত হয়েছে।

ছদ্মবালকবেশে অনন্তদেবের প্রবেশ।

অনন্ত। এই যে ঠাকুর! তোমরা দু'জন এখনো পেছিয়ে আছ? এস এস, ব্রাহ্মণ-ভোজনের সময় উপস্থিত হয়েছে, আমি তোমাদের ডাক্‌তে এসেছি। এস এস, আর দেরী করো না।

১ম ব্রাহ্মণ। ছেলেটি কেমন সুন্দর, কেমন চটপটে দেখেছ, ভায়া!

২য় ব্রাহ্মণ। বেশ ছেলেটি! তোমার নামটী কি, বালক?

অনন্ত। আমার নাম অনন্ত গো, আমার নাম কি তোমরা শোননি?

১ম ব্রাহ্মণ। এই ত তোমাকে সবে দেখ্‌লেম, আর ত কখনো দেখিনি। তুমি কি রাজবাড়ীতে থাক ?

অনন্ত। শুধু কি রাজবাড়ীতে ? একেবারে রাজার কোলে ব'সে থাকি ! হাঁ, আমি কি যেমন-তেমন ছেলে ?

২য় ব্রাহ্মণ। কেন, মহারাজ তোমাকে কোলে করেন কেন ?

অনন্ত। বাঃ রে, তা' কর্‌বে না ? আমাকে যে রাজা মশায় ভাল-বাসে। কোলে না ক'রে থাক্‌বার যো আছে কি ?

১ম ব্রাহ্মণ। তুমি কি মহারাজের কেউ হও ?

অনন্ত। হইনে ? বাঃ রে, তোমরা দেখ্‌ছি কিছু জান না, ঠাকুর !

২য় ব্রাহ্মণ। তুমি তাঁর কে হও তবে ?

অনন্ত। কি যে তাঁর হই, তা'ত আমি মুখ দিয়ে তোমাদের বল্‌তে পার্‌লুম না।

১ম ব্রাহ্মণ। সে কি, বালক ? তুমি তাঁর কে হও, তা' তুমি বল্‌তে পার না ?

অনন্ত। আচ্ছা আমি সম্পর্কের ভাবটা তোমাদের ব'লে দিচ্ছি, তোমরা তাই শুনে কি সম্পর্ক সেটা বুঝে নাও। এই যে পুকুরে জল থাকে না ? তার উপর ঐ সূয্যি ঠাকুরের ছবি এসে পড়্‌লে তখন সেই জলের সাথে আর সূয্যি ঠাকুরের সাথে যে সম্বন্ধ হয়, আমার সাথে আর রাজার সাথেও তাই। এখন বুঝে নাও, কি সম্বন্ধ হ'ল।

২য় ব্রাহ্মণ। তুমি যা' বল্‌লে, বালক! তাতে ত কোন সম্পর্কই বোঝা গেল না। ও যেন একটা আজগুবি সম্পর্ক।

অনন্ত। না বুঝ্‌লে আর আমি কি কর্‌ব বল ?

১ম ব্রাহ্মণ। সূর্য্যের সঙ্গে আর জলের সঙ্গে ত কোন সম্পর্কই নাই, কেননা সূর্য্য রইল আকাশে আর জল রইল পাতালে।

অনন্ত। জল কি তোমার আগেই পাতালে থাকে? জল ঐ আকাশেই আগে থাকে; দেখ্‌তে পাও না, মেঘ থেকে জল পড়ে, আর সেই জল পাতালে চ'লে যায়? আবার সূর্য্য ঠাকুর তাই টেনে নিয়ে মেঘ তৈরী ক'রে রাখে। ঐ টেনে নেয় কেন জান? ভালবাসে ব'লে; ভাল না বাস্‌লে কি কেউ কারে টেনে নেয়? এই রাজা মশায় যেমন আমাকে টেনে এনেছে।

২য় ব্রাহ্মণ। রাজবাড়ীতে থেকে থেকে নানা রং-বেরংএর লোক দেখে তুমি বেশ চালাক হয়েছ; কথা বল্‌বার ভঙ্গিটাও বেশ শিখেছ, দেখ্‌ছি।

অনন্ত। হাঁ, বল্লেমই ত, আমি কি কম ছেলে! আমাকে চেনে ওঠা তোমাদের মত ব্রাহ্মণের কর্ম্ম নয়।

১ম ব্রাহ্মণ। তুমি যে এলো-মেলো কথা কও, তাতে তোমাকে যেন একটু পাগ্‌লা-পাগ্‌লা ব'লে বোধ হয়।

অনন্ত।—

গান।

ওগো আমি পাগলদের ছেলে।
আমার বাপ পাগল আর মা পাগ্‌লী সকলে বলে॥
আমি তাদের পাগল ছেলে পাগ্‌লামি খেলি,
যত পাগল জুটে 'পাগল' ব'লে দেয় করতালি,
তাই ছুটে ছুটে বেড়াই খালি পাগ্‌লা খেয়ালে॥
পাগল ভেবে যারা মোরে ক্ষেপাতে আসে,
আমিও তাদের পাগল ক'রে তুলি গো শেষে,
আমি পাগল ছেলে, পাগল নিয়ে বেড়াই গো খেলে॥

এখন এস গো তোমরা! থাকিলে সময় ব'য়ে যায়। আমার উপরেই সব ডেকে নেবার ভার। [সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

দ্বাপর-ভবন।

চিন্তিত ভাবে দ্বাপরের প্রবেশ।

দ্বাপর। চিন্তার অকূল স্রোতে চলেছি ভাসিয়া!
কিন্তু, কোথা যাব? কতদূরে যাব?
কতদূরে এ চিন্তার হবে অবসান?
হায় ভাগ্য! কেন মোরে এত প্রতিকূল?
অনুকূল হ'লে তুমি,
চিন্তা বিষে জরে কি দ্বাপর?
বিধির বিধান,
সত্য ত্রেতার হ'লে অবসান,
দ্বাপরের সিংহাসন পড়িবে সংসারে।
পড়িল সে সিংহাসন,
বসিলাম করিতে রাজত্ব,
আয়ত্ত করিতে জীবে
করিলাম কতই যতন;
কিন্তু যে কেমন
দৈব-বিড়ম্বনা-জালে হইনু জড়িত!
কেহ না শুনিল হায়, বচন আমার!
যুগধর্ম্ম দ্বাপরের নির্দ্দিষ্ট যেমন,

সেই ভাবে সে ধর্ম্মেতে কেহ নাহি চলে;
দ্বাপর যুগের ধর্ম্ম করিয়ে লঙ্ঘন,
সত্যযুগ ধর্ম্ম সবে করিছে পালন।
সত্যকথা বিনা,
মিথ্যা কথা কেহ নাহি কহে;
সত্য ধর্ম্ম বিনা
প্রাণান্তেও পাপপথে না চলিল কেহ।
এইরূপে নাম মাত্র দ্বাপরের যুগ,
নাম মাত্র আছি আমি যুগের ঈশ্বর।
কোনো স্বাধীনতা, কোনোও ক্ষমতা,
কোনো অধিকার না রহিল যদি,
তবে কেন বৃথা নাম করেছি ধারণ?
অকারণ মনঃক্লেশ পাই নিরবধি,
বিধি বাদী, কি করিতে পারি আমি?

দীনহীন বেশে বিষণ্ণবদনে কলির প্রবেশ।

কলি। ভিখারী কলির প্রণাম গ্রহণ কর, দাদা! [প্রণাম]

দ্বাপর। একি ভাই কলি! তোমার এই অবস্থা? তোমাকে দেখে যে আর চিনে উঠ্‌তে পারা যায় না।

কলি। তাই আজ শেষ দেখা দিতে এসেছি, দাদা; তাই আজ শেষ প্রণাম কর্‌তে এসেছি, দাদা! যে দুর্দ্দশার করে লাঞ্ছিত হ'য়ে কলির আজ এই শোচনীয় অবস্থা দেখ্‌তে পাচ্ছ, সেই দুর্দ্দশার কর হ'তে আর বুঝি নিষ্কৃতি পেলেম না, দাদা! যে আশাকে হৃদয়ে পোষণ ক'রে আজ এই তিনটি যুগ শত দুঃখ-দৈন্যের দারুণ কশাঘাত সহ্য ক'রে আসছি, সে আশাকে এতদিনে বুঝি জন্মের মত পরিত্যাগ কর্‌তে হ'ল!

দ্বাপর। ভাই! তোমার দুঃখের কাহিনী শ্রবণ ক'রে আজ এই চিন্তাক্লিষ্ট ভগ্ন হৃদয়ে আরও ব্যথা পেলেম।

কলি। তুমি যে আমাকে প্রাণাধিক ভালবাস, সে কথা আমি জানি; আর তুমি যে আমার দুঃখ-ক্লেশ সহ্য করতে পার না, সে কথাও আমি জানি; আমার দুঃখের লাঘব হবে ব'লে, তুমি তোমার অধিকার-কাল পূর্ণ হবার পূর্ব্বেই আমাকে সেখানে তুমি স্থান দিয়ে আস্‌ছ, এমন স্বার্থ-ত্যাগের নিদর্শন তুমি ভিন্ন, দাদা, আর কে কলিকে দেখাতে পেরেছে? কিন্তু কি কর্‌বে, দাদা, দৈব আমাদের প্রতিকূল!

দ্বাপর। দৈব প্রতিকূল না হ'য়ে যদি অনুকূলই হতেন, তা' হ'লে কি আজ আমাদের এই ভাবে কুলহারা হ'য়ে অকুলপাথারে ভাস্‌তে হ'ত, ভাই? তুমিও যেরূপ শোচনীয় অবস্থায় পতিত, আমিও প্রায় তেমনি অবস্থায় পতিত হয়েছি; শীঘ্রই তোমার ন্যায় হতাশ প্রাণে দুঃখ দৈন্যের প্রবল পীড়নে আমাকে নিপীড়িত হ'তে হবে। সকলেই জানে যে, ত্রেতার অবসানে দ্বাপরযুগের অধিকার, তাই আমার নামের অস্তিত্বমাত্র সংসারে আছে, তা' ভিন্ন আর কোনও অধিকার আমার নাই। দ্বাপরযুগের ধর্ম্মই হচ্ছে যে, কোটী প্রাণীর মধ্যে দুই একজন মাত্র ধর্ম্মপরায়ণ হ'য়ে হরিসাধন কর্‌বে, এবং সহস্রের মধ্যে অন্ততঃ একজন মাত্র মহাজন পদবাচ্য হ'তে পার্‌বে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মর্ত্তলোকে একটী প্রাণীও হরিনাম উচ্চারণ ব্যতীত বারিবিন্দু পর্য্যন্ত পান করে না। এই হরিনাম বিস্তার দ্বারা পৃথিবীকে এইরূপ পুণ্যভূমি কর্‌বার একমাত্র কারণ কোশলরাজের অধীশ্বর চিত্রাঙ্গদ রাজা। সে একজন পরম বৈষ্ণব, প্রজারঞ্জক রাজা, অনন্তব্রত নামে মহাব্রতে দীক্ষিত হ'য়ে চিত্রাঙ্গদ আমার যুগধর্ম্ম নষ্ট ক'রে সত্যযুগেরই মহিমা বৃদ্ধি কর্‌ছে, তার এই ব্রতধারণ এবং দৃঢ় ভক্তি গুণে স্বয়ং অনন্তদেবও সেই

কোশলরাজ্যে বাঁধা রয়েছেন; তবেই বল দেখি, কলি, দ্বাপর সেখানে আধিপত্য বিস্তারপূর্ব্বক নিজের যুগধর্ম্ম কিরূপে রক্ষা কর্‌বে?

কলি। এই কথা শুনে অবধি আমিও এইরূপ নিরাশ হয়েছি, দাদা। দ্বাপর যুগের শেষ সময় না এলে ত আর কলির আবির্ভাব কাল উপস্থিত হবে না; তা' যখন দ্বাপরেরই এই অধিকার লোপ, তখন কলির আর কি আশা আছে?

পাপ, তাপ, রোগ, শোক, মৃত্যু প্রভৃতির বিষণ্ণবদনে প্রবেশ।

সকলে। অভিবাদন, যুগনাথ। [অভিবাদন]

দ্বাপর। এস এস, সকলে উপবেশন কর।

পাপ। আজ আমরা সকলে বিশেষ মর্ম্মাহত হ'য়ে আপনার কাছে এসেছি; আপনি ভিন্ন এ মর্ম্মপীড়ার প্রতীকার আর কে কর্‌বে?

দ্বাপর। তোমরা যে জলের আশায় আজ মেঘের নিকট এসে উপস্থিত হয়েছে, সে মেঘ আজ অন্তঃসার শূন্য শরতের মেঘ; এ মেঘের নিকট জলের আশা করা আজ বিড়ম্বনা মাত্র।

পাপ। কোথায় দাঁড়াব তবে? কার কাছে আর যাব তবে? আমাদের আর কে আশ্রয় দেবে, যুগনাথ? এ যুগে যে আপনিই আমাদের আশ্রয়দাতা প্রতিপালক, আপনি আশ্রয় না দিলে যে, আমরা আর কোথায়ও আশ্রয় পাব না। তাই বল্‌ছি হে যুগনাথ! আমাদের আশ্রয় দিয়ে আপনার যুগধর্ম্ম পালন করুন।

দ্বাপর। দেখ পাপ! তুমি যা' বল্‌ছ, সে সবই আমার করা কর্ত্তব্য, তা' জানি; কিন্তু জান্‌লে কি হবে? যুগধর্ম্ম পালন কর্‌বার ক্ষমতা আমার এখন কিছুমাত্র নাই; আমি নিজেই এখন এক প্রকার নিরাশ্রয়।

পাপ। তা' হ'লে আমাদের উপায় কি হবে, যুগনাথ? আমাদের অবস্থার দিকে একবার চেয়ে দেখুন দেখি। আমি পাপ, যে পাপের

প্রতাপে সংসার একদিন কম্পমান্ হয়েছে, আজ সেই পাপ আমি, সংসারে আমার গমন-পথ আজ রুদ্ধ হয়েছে, পুণ্যের প্রবল প্রতাপে আমি সংসারে প্রবেশ পর্য্যন্ত করতে পারছি না; একি সামান্য দুঃখের কথা!

তাপ। যুগনাথ! তা' হ'লে আমার অবস্থাটা বুঝতে পেরেছেন, আমার নাম তাপ, পাপীগণকে মনস্তাপ দেওয়াই আমার কাজ, তা' যখন স্বয়ং পাপেরই কোন শক্তি থাকল না, পৃথিবীতে যখন পাপী ব'লেই কেউ থাকল না, তখন আর আমার প্রতাপ কার উপর প্রকাশ করব?

রোগ। প্রভু! আমি রোগ। পাপিগণকে রোগ দ্বারা রুগ্ন ক'রে মৃত্যুর কাছে পাঠানই রোগের কার্য্য। তা' এই যুগে তার কোন কার্য্যই দেখাতে পারলেম না; পাপের অধিকার না হ'লে সেখানে রোগেরও প্রবেশ অধিকার থাকে না; এখন আমি অধিকার চ্যুত পথের ভিখারী। কষ্টের কথা আর কত বর্ণন করব!

শোক। যুগেশ্বর! আমি শোক, মানুষের হৃদয়ে শোকের অনল প্রজ্জ্বলিত করাই আমার একমাত্র কর্ত্তব্য; কিন্তু আপনার আশ্রয়ে আমি সে কর্ত্তব্য পালন করতে পারলেম না; সত্যযুগের ন্যায় এ যুগেও মানুষের হৃদয় দেখলেম সুখ-শান্তিতে পরিপূর্ণ; সে হৃদয়ে শোকের দাঁড়াবার তিলমাত্রও আর স্থান নাই। কি করব, কাজেই শোকের আজ এই শোচনীয় অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন।

মৃত্যু। যুগপতি! এ মৃত্যুর অবস্থা আরও শোচনীয়, একে ত মৃত্যুর অধিকার সকল সময়ে সকলের উপর চালনা করবার নিয়ম নাই, তার উপর যখন আমার আশ্রিত পাপ প্রভৃতির পৃথিবীর উপরে আর কোন ক্ষমতাই থাকল না। তখন আর আমার অধিকার বিস্তার কিরূপে করব বলুন? মৃত্যু এখন নিজেই মৃত্যুর দ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছে।

দ্বাপর। শুনলে, কলি! সকলের শোচনীয় অবস্থার কথা? বল দেখি, আমি এখন এর কি ব্যবস্থা করব? আমার কি সাধ্য আছে যে, সেই দেবারাধ্য অনন্তদেবের চিত্রাঙ্গদের বিরুদ্ধে নিজের শক্তি সঞ্চালন করি। হায়, আমার মত দুর্ভাগ্য আর কে আছে!

দুর্ব্বুদ্ধির প্রবেশ।

দুর্ব্বুদ্ধি। তুমি যদি সখ্ ক'রে দুর্ভাগ্য হও, তা' হ'লে সে রোগের ঔষধি তোমায় কে দেবে বল?

দ্বাপর। এসেছ দুর্ব্বুদ্ধি? এস সখা! তোমাকে ডাক্‌তে পাঠাব মনে করছিলেম।

দুর্ব্বুদ্ধি। আমাকে ডেকে আর কি করবে বল? আমার বুদ্ধি মত তুমি ত চলবে না? আমার মতে চল্‌লে আজ কি আর তোমার এমন দশা ঘটে!

দ্বাপর। না সখা! আর তোমার অমতে চল্‌ব না; এতদিনে আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, এতদিনে আমার চোখ ফুটেছে। এক তুমি ভিন্ন আর আমার হিতাকাঙ্ক্ষী কেউ নাই।

দুর্ব্বুদ্ধি। বুঝে থাক ত ভাল, আর না বুঝে থাক, তাতেও আমার কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই; তবে তোমার সঙ্গে বাল্যকাল হ'তেই প্রণয়, সখা ব'লেও সম্বোধন ক'রে থাক, তাই তোমার দুঃখ-কষ্ট দেখ্‌লে প্রাণটা কেমন ক'রে ওঠে, নতুবা সংসারে তোমার অধিকার থাক্‌ল কি না থাক্‌ল, তাতে আমার স্বার্থটা কি বল ত? তোমাকে যে এইরূপে পস্তাতে হবে, তা'ত অনেকদিন থেকেই তোমায় ব'লে আসছি—দ্বাপর! তুমি তখন পর ব'লে আমার কথামত কাজ করতে চাওনি, আমি তার কি করব বল?

দ্বাপর। যাক্ সে কথা, সখা। গত বিষয়ের অনুশোচনায় এখন আর কোনও ফল নাই, এখন আমার বর্ত্তমান অবস্থা দেখে, বন্ধুত্বের অনুরোধে, যা' ভাল হয় তাই কর। আমার মস্তিষ্ক কিছুমাত্র স্থির নাই, তুমিও আমার এই সঙ্কটে একমাত্র রক্ষক, তুমি যা' বলবে, তাই করতে প্রস্তুত হব। এক আমার জন্য আমার আশ্রিতগণও বিরূপে কালাতিপাত কর্‌ছে, তা' এই স্বচক্ষেই দেখ্‌তে পাচ্ছ? আজ আমার এই সকল অনুজীবিগণের আর্ত্তনাদ শ্রবণ ক'রে প্রাণে বড় ব্যথা অনুভব করেছি। এখন তুমি এর যা' হয় একটা উপায় কর, সখা!

দুর্ব্বুদ্ধি। যখন অতটা আত্ম-সমর্পণ ক'রে ফেলেছ, তখন অবশ্য যথাসাধ্য উপায় উদ্ভাবন কর্‌তে হবে বই কি। তবে পূর্ব্বে হ'লে আর এতটা বেগ পেতে হ'ত না; এখন তোমাকে একটু বেগ পেতে হবে।

দ্বাপর। তা' হ'ক্ সখা! শত বেগ পেয়েও যদি এই হৃদয় বেগের উপশম হয়, তা' হ'লেও আমি মৃতদেহে জীবন পাই।

দুর্ব্বুদ্ধি। তবে শোন, দ্বাপর, মন দিয়ে আমার কথা শোন। প্রথমতঃ কোশল-রাজ চিত্রাঙ্গদকে ধর্ম্মভ্রষ্ট কর্‌তে হবে; যে অনন্তদেবের আরাধনা ক'রে চিত্রাঙ্গদ তার রাজত্ব ধর্ম্মরাজ্য ক'রে তুলেছে, তার সেই অনন্তের ব্রত যাতে ভঙ্গ হয়, তাই কর্‌তে হবে। রাজা যদি ব্রত ভঙ্গ ক'রে বসে, তা' হ'লে পাপাদির প্রবেশ-দ্বার আপনা হ'তেই উন্মুক্ত হ'য়ে যাবে; রাজাকে পাপাসক্ত কর্‌তে পার্‌লেই রাজ্য তখন পাপাচারে পূর্ণ হবে, তা' হ'লেই তোমার অধিকার অক্ষুণ্ণ থাক্‌ল।

পাপ। নিশ্চয়ই, একবার কোন রূপে একটু ছিদ্র ক'রে দিতে পার্‌লে, তখন একা এই পাপই সব সিদ্ধ কর্‌তে পার্‌বে।

তাপ। পাপের অধিকার হ'লেই তাপের প্রতিপত্তি আপনা হ'তেই বেড়ে উঠ্‌বে।

রোগ। তাপ উপস্থিত হ'লে রোগের তখন অপ্রতিহত গতি হবে।

শোক। রোগের সঙ্গে সঙ্গেই তখন এই শোকের গমন অনিবার্য্য হ'য়ে উঠ্‌বে।

মৃত্যু। তা' হ'লেই আর এই মৃত্যুর প্রতাপে হাসি কবে কার সাধ্য?

দ্বাপর। এই সব সুযোগ উপস্থিত হ'লেই আমার প্রণয় পালন করা কিছুমাত্র কঠিন হবে না।

কলি। আমার দুর্দ্দশারও শীঘ্রই শেষ হবে।

দ্বাপর। তবে এখন কথা হচ্ছে, সখা, চিত্রাঙ্গদ যেরূপ ধর্ম্মপরায়ণ, তা'তে তাকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করাই যে প্রথমতঃ কঠিন সমস্যা।

দুর্ব্বুদ্ধি। সমস্যা তোমাদের কাছে যতটা কঠিন ব'লে বোধ হচ্ছে, আমার কাছে ততটা বোধ হচ্ছে না।

দ্বাপর। বল সখা, কি উপায় করলে চিত্রাঙ্গদকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করা যায়?

দুর্ব্বুদ্ধি। উপায়ের কথা বল্‌ছি শোন, বিশ্বকর্ম্মাকে ব'লে তদ্দ্বারা একটী অসাধারণ সুন্দরী রমণী সৃষ্টি করিয়ে লও; তার পর তাকে মর্ত্ত-লোকে পাঠাও, আর সেই সুন্দরী রমণীর সঙ্গে যাতে চিত্রাঙ্গদ রাজার সাক্ষাৎ হয়, কৌশলে সেই কার্য্য কর্‌তে হবে; একমাত্র সেই রমণীর কটাক্ষেই চিত্রাঙ্গদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম সব দূর হবে। রূপমুগ্ধ চিত্রাঙ্গদ তখন সেই রমণীকে পরিণয় না ক'রে কিছুতেই থাক্‌তে পারবে না; পরিণয় হ'লেই ঐ রমণীর দ্বারা সেই অনন্তব্রত ভঙ্গ অতি সহজেই সম্পন্ন হবে।

দ্বাপর। তেমন জিতেন্দ্রিয় পুরুষ কি রমণীর কটাক্ষে মুগ্ধ হবে?

দুর্ব্বুদ্ধি। দ্বাপর! তুমি দেখ্‌ছি আশ্চর্য্য কর্‌লে, রমণীর কটাক্ষে মুগ্ধ না হন, রমণীর সৌন্দর্য্যে প্রলুব্ধ না হয়, এমন জিতেন্দ্রিয় পুরুষ ত সংসারে দেখ্‌তে পাই না। যে উগ্রতপা মহর্ষি জিতেন্দ্রিয় বিশ্বামিত্র এক-

দিন উর্ব্বশীর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হ'যে যোগভ্রষ্ট হয়েছিল, তার কাছে এ রাজা ত কিছুই না বল্লেই হয়। সংসারে যত রকম অসাধ্য সাধন আছে; সে সবই ঐ এক রমণীর কটাক্ষ দ্বারা সিদ্ধ হ'তে পারে। সংসারে এরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তের অভাব নাই। রমণীর নয়ন কটাক্ষের এমনি বৈদ্যুতিক আকর্ষণ যে, নিতান্ত স্থাণুকেও একবার বিচলিত হ'তে হবে।

সহিস্না উচিতরামের প্রবেশ।

উচিত। এই যে একেবারে অষ্টবজ্র একসঙ্গে মিলিত হয়েছেন? এবার কার মস্তকে না জানি পতিত হবেন। ঐ যে বাস্তু ঘুঘুও বর্ত্তমান? তাই ত বলি যে, হঠাৎ আমার মাথায় টনকটা এমন ন'ড়ে উঠ্‌ল কেন? বাবা দ্বাপর! এদ্দিন ছিলে ভাল, যখন ঐ ঘুঘু মশায়কে এনে দলে মিশিয়েছ, তখনি জেনে রেখো বাবা, শেষকালটা নাকের জলে, চোখের জলে হ'তে হবে। ও দাদাটী বড় যেমন-তেমন নন্, ওঁর বুদ্ধিতে একবার বিনি পড়েছেন, তাঁর আর কিছুতেই উদ্ধার নাই। তুমি ত তুমি, কত শত ত্রিলোকবিহারী মহা মহা দৈত্যগণ যে ঐ মূর্ত্তিটীর বুদ্ধি শুনে আপন-আপন বাস্তু ভিটেয় ঘুঘু পক্ষীর নৃত্য দর্শন করেছেন, তার আর ইয়ত্তা নাই। মহাত্মার নামটিও যেমন দুর্ব্বুদ্ধি, কার্যটীও ঠিক সেই রকমের।

দ্বাপর। তোমাকে ত এখানে কেউ ডাকেনি, কেন এসে বিরক্ত করছ?

উচিত। উচিতকে কারুর ডাক্‌তে হয় না, বা কেউ ইচ্ছা ক'রে তাকেও না; কিন্তু কি জানি বাবা! কেমন যেন এই মাথাটার টনক ন'ড়ে ওঠে, আর থাক্‌তে না পেরে ছুটে আসি। ওটা আমার স্বভাবের দোষ, কি ক'রব বল!

দুর্ব্বুদ্ধি। যাও ত বাপু! আস্তে আস্তে এখনি থেকে এখন পথ দেখগে!

উচিত। পথ দেখাটা বড় কঠিন হবে না, তার জন্য তোমাকে বিশেষ চিন্তা করতেও হবে না; তবে এখন কথা হচ্ছে—চিরকালটাই এক ভাবে কাটালে, দাদা! দেখে দেখে চুল পাকালে, তবুও আক্কেল ব'লে যে একটা পদার্থ আছে, সেটা তোমার একেবারেই লাভ হ'ল না।

দুর্ব্বুদ্ধি। আমি যা' করি, তাতে আমার কোন স্বার্থই থাকে না, কেবল পরের স্বার্থের জন্যই করি।

উচিত। তা' যা' ব'লেছ দাদা! এমন নিঃস্বার্থপুরুষের অপকার-ধর্ম্মটা এক যা উইপোকা, আর ইন্দুর ভায়া আর তুমি, এই তিনজনের মধ্যে ভিন্ন কই—আর ত কোথায়ও দৃষ্টিগোচর হয় না! আমার বোধ হয়, উই আর ইন্দুরের নিষ্কাম ধর্ম্মটা তোমার নিকট থেকেই শিক্ষা করা।

স্বাপর। দেখ উচিত, তোমার উচিত কথা শুনতে আমরা চাইনে, তুমি বৃথা আমাদের কাজের ক্ষতি না ক'রে অন্যত্র প্রস্থান কর।

উচিত। তা' তুমি কেন বাপু! উচিত কথাটা—ও কেউই শুনতে চায় না, ওটা সকলেরই কাণে গিয়ে কেমন বাজে! তবে ঐ কাজেই যখন আছি, কাজেকাজেই কেউ শুনুক বা না শুনুক, আমাকে সেটা বলতেই হবে। আমার কথা শুনে যে তোমরা চ'টে লাল হচ্ছ, তাও বুঝতে পারছি; কিন্তু কি করব বাপু! বিধাতার ওটা গোড়া থেকেই একটা মস্ত ভুল থেকে গেছে, এখন আর শুধরে নেবার কোন উপায় নাই। আমি যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিন এই ভাবে ব'লেই যাব, তোমরাও যতদিন বেঁচে থাকবে, আর শ্রবণশক্তি যতদিন থাকবে, ততদিন কাজে কর বা না কর, এই উচিতের উচিত কথা কাণে শুনে যেতেই হবে। তা' থাক্ বাপু! আজ কার মত তোমাদের কাছ থেকে বিদায় হ'লেম, মাঝে মাঝে আবার এসে এমনি ক'রে জ্বালাতন করব।

[প্রস্থান।

দুর্ব্বুদ্ধি। বাঁচা গেল! ব্যাটাকে দেখ্‌লে গায়ের রক্ত শুকিয়ে যায়।

দ্বাপর। তা' হ'লে সখা! এখনি আমি বিশ্বকর্ম্মার কাছে চল্‌লেম, তুমি যেন ও উচিত ব্যাটার কথা শুনে আমাকে পরিত্যাগ ক'রো না।

দুর্ব্বুদ্ধি। সে কি কথা? আমি কি ঐ একটা পাগলের কথা শুনে তোমাকে ত্যাগ কর্‌তে পারি? এই দুর্ব্বুদ্ধির স্বভাবই ত জান, একবার যাকে ভালবেসে ধরে, তাকে আর সহজে ত্যাগ করে না। এখন যাও, তুমি বিশ্বকর্ম্মার নিকটে যাও, যাতে সত্বর-সত্বর কাজ সমাধা কর্‌তে পার, তার চেষ্টা কর। আমার বুদ্ধি আর তোমাদের চেষ্টা।

দ্বাপর। আর একটা কথা, সখা! একবার না হয় আমি নিজেই গিয়ে চিত্রাঙ্গদকে শেষকথা ব'লে আসি যে, 'তুমি কেন আমার যুগধর্ম্ম নষ্ট করছ, এখনও তুমি সাবধান হও, নতুবা তুমি শীঘ্রই এর প্রতিদান প্রাপ্ত হবে।' যদি আমার কথা শুনে নিরস্ত হয় ভালই, সহজে কাজ মিটে যাবে, আর না শুন্‌লেও তাতে আমাদের একটা দোষও কাটান হবে; কেন না অনন্তদেব যখন নিজেই সেখানে উপস্থিত আছেন, তখন তিনিও এ কথা নিশ্চয়ই শুন্‌বেন; শুন্‌লে আর পরিণামে আমার প্রতি কোনও দোষারোপ কর্‌তে পার্‌বেন না; সব দিকেই তা' হ'লে আমরা খালাস থাক্‌লেম, কি বল, সখা? এতে তোমার মত কি?

দুর্ব্বুদ্ধি। তা' একবার যেতে ইচ্ছা হয় যেতে পার, না গেলেও বিশেষ ক্ষতি ছিল না; তবে যা' বল্‌লে, আমার সেই চক্রী ঠাকুরটী সেখানে হাজির আছেন, তাঁর কাজই হচ্ছে, ছিদ্র খুঁজে বেড়ান; তা' ভালই ব'লেছ, যাও একবার, সেখানে কি হয়-না-হয় এসে আমাকে ব'লো। মর্ত্তলোক থেকে এসে শেষে বিশ্বকর্ম্মার কাছে গেলেও চল্‌তে পারে।

দ্বাপর। তাই হবে সখা! তবে অদ্যকার মত সভা ভঙ্গ হ'ক।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজপথ।

নৃত্য করিতে করিতে ঝাড়ুদার ও ঝাড়ুদারণীর প্রবেশ।

গান।

ঝাড়ুদার। কিয়া খোপ্‌সুরত্‌ মেরা সর্দ্দারণীকি মুখ্‌।
লালি ছ' ঠোঁট্‌ কিয়া টুক্‌ টুক্‌ টুক্‌ টুক্‌॥

ঝাড়ুদারণী। তুঁ মেরা আসমান্‌কা চাঁদ,

ঝাড়ুদার। তুঁ হাঁমার জান্‌কা উপর জান্‌,
তুঁ ধরম্‌ করম্‌ মেরা, কিয়া বিল্‌কুল্‌ সুখ্‌॥

ঝাড়ুদারণী। তুঁ হাঁমার কসম্‌ খাস্‌ সরদার,
কোভি দোসরী ছুকরীকো পাশ্‌ না যাস্‌ খবরদার :

ঝাড়ুদার। বড়ি মুসকিল্‌কা এ বাত্‌
হাঁমি কি এ্যায়ছা বজ্জাত্‌?

ঝাড়ুদারণী। জানে দে বাত্‌ মেরা মিকাজ্‌ দে সব্‌ দুখ্‌।

ঝাড়ুদার। এ সরদারণি! তুঁ হাঁমারে ও বাত্‌ শুনালি কেনে রে? তুঁ হাঁমার কোল্‌জেটা লাথি মারিয়ে ভাঙ্গিয়ে ফেল্‌—ভাঙ্গিয়ে ফেল্‌, না হ'লে হাঁমার সে দুখ্‌ কিছুতে যাবে না।

সর্দ্দারণী। যানে দে সর্দ্দার! তুঁ কিছু মনে দুখ্‌ করিস্‌ না।

সর্দ্দার। হাঁমি তুঁহার চিনিপানা মুখ দেখিয়ে ভুলিয়ে আছি। হাঁমি কি তুঁহারে ছাড়িয়ে দোসরী সাত্‌ পিরীত্‌ করিবে? তুঁহার বাত্‌ শুনিয়ে হাঁমার কান্না আসিয়েছে রে! [ভেউ ভেউ রবে রোদন]

সর্দ্দারণী। ওরে হামার সর্দ্দার রে! তুঁ কান্না করিস্‌ না, কান্না করিস না, তুঁ কান্না করিলে হামার পরাণটা ফাটিয়ে যায় রে—ফাটিয়ে যায়!

সর্দ্দার। না সর্দ্দারণী! তুহার পরাণটা তুঁ ফাটিয়ে ফেলিস্ না রে, ফাটিয়ে ফেলিস্ না--[রোদন]

সর্দ্দারণী। তব্ তুঁ আর কান্না করবি না বোল্?

সর্দ্দার। তুহার মিঠা হাতে হামার চোখের জল তব্ মুছিয়ে দে।

সর্দ্দারণী। [তথাকরণ] সর্দ্দার, তুঁ দুখ্ করিস্ না, ছুক্রীকী কথা তুলিয়ে পরখ্ করিয়ে দেখ্লাম্, তুঁ হামারে কেমন ভালবাসিস্।

সর্দ্দার। তুহারে হামি কেমন ভালবাসি, তাই পরখ্ করিয়ে দেখ্লি? হামি যে তুহার তরে এখনি গর্দ্দান ছিঁড়িয়ে দিতে পারি। আচ্ছা তুঁ এক কাম্ কর্, একটা ছুরি নিয়ে আয়, দেখ্ তুহার সাম্নে হামি কেমন করিয়ে সেই ছুরি হামার বুকে বসিয়ে দি।

সর্দ্দারণী। ওরে—না রে, না রে সর্দ্দার! তুঁ ওমন্ ধারা কথা কহিস্ না, হামি পরখ্ কর্তে চাহি না। তুহার বাত শুনিয়া হামার জান্টা বেরিয়ে গিয়েছে রে! তুঁ হামার সাম্নে বুকে ছুরি মারিয়ে মরিয়ে যাবি, সে ত হামি দেখ্তে না পার্বে রে। তুঁ বাঁচিয়ে থাক্লেই হামার সকল্ সুখ হোবে। রাজার দোয়ারে হামাদের ত কিছু দুখ্ দরদ্ নাই রে, এমনতর রাজার রাজ্যি ছাড়িয়ে তুঁ কেন মরিয়ে যেতে চাস্, রে সর্দ্দার? আয়, এখন্ হামরা রাস্তার ময়লা জোঞ্জাল সাফা করিয়ে ঘরে চলিয়ে যাই।

উভয়ে।— গান।

বহুত ময়লা জোঞ্জাল্ বহুত ময়লা জোঞ্জাল্।
এ্যায়সা ঠিক্ নেহি হায় রাস্তাকা হাল্।
বহুৎ লোক্কা আনাগোন্,
সহর ভরপুর হরদম্,
থোড়া পিলেনে দারু, জোর্সে চালাব ঝাড়ু,
ময়লা জোঞ্জাল যো কিছু হায় সব্‌কো দি নিকাল্।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কোশল—রাজসভা।

চিত্রাঙ্গদ, মন্ত্রী, সেনাপতি বিজয়সিংহ ও চারণগণ।

চারণগণ।—

গান।

জয়তি জয়তি নরকুলপতি মঙ্গলমূরতি, হে কোশলেশ্বর।
রজনী প্রভাত, তব সুপ্রভাত, প্রতিভাত প্রভাত-গগনে দিবাকর ॥
তব, শুভ্র তুষার-হার ধবল, যশোরশ্মি সুনির্মল,—
দশদিশি বিভাসিত, দিবানিশি সুভাষিত,
কিবা শোভিত শারদ-কৌমুদী-পূরিত সুন্দর শশধর ॥
যার, স্বচ্ছ হৃদয়াকাশে, চিদানন্দ পরকাশে,
যার, মানস-সরসে, শতদল বিকাশে,
তাহে হরষে বিহরে পরমাত্মা-পরাৎপর ॥

চিত্রাঙ্গদ। চমৎকার অনন্তের লীলা!
অনন্ত সংসারে যে দিকে নেহারি,
সেইদিকে হেরি,
কি সুন্দর অনন্তের অনন্ত মাধুরী!
প্রতি তরুপত্রে, প্রতি দুর্ব্বাদলে,
প্রতি বালুকণা কিংবা পরমাণু মাঝে,
অনন্ত সাগর কিংবা অনন্ত আকাশে,
অনন্তের অন্তহীন অনন্ত বিকাশ!

ঘটাকাশ, পটাকাশ, মহাকাশ কোলে,
পাই নিত্য অনন্তের অনন্ত আভাস।
পাপচিন্তা, পাপচিন্তা করি পরিহার,
চিন্তা কর, নিরবধি অনন্ত স্মরণ।
পাপ-আঁখি। হ'য়ে নিমীলিত
পান কর্ নিরন্তর অনন্ত-মাধুরী।
মূঢ় মন। বৃথা কাজে—
বৃথা ভাবে মজিলি কেবল!
বঞ্চিলি বৃথায় আয়ুঃ বৃথা স্বার্থ তরে।
যায় দিন—একে একে হ'য়ে অবসান,
না সাধিলি কোনও সাধনা,
না ভাবিলি পারের ভাবনা।
ঐ কাল নিশিথিনী আসে ধীরে ধীরে,
কেমনে দুরন্ত সিন্ধু পার হ'বি বল্?

যষ্টিহস্তে বৃদ্ধ কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চুকী। বাবা চিত্রাঙ্গদ। বৃদ্ধ কঞ্চুকীর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর।

চিত্রাঙ্গদ। আসুন—আসুন মহাত্মন্। [প্রণাম করণ]

কঞ্চুকী। এই যে সভাস্থলে মন্ত্রী, সেনাপতি সকলেই উপস্থিত আছ; আমি মহারাজকে যা' বলি, তোমরাও মনোযোগ দিয়ে শোন, আমি এখন অশীতিপর বৃদ্ধ; শারীরিক সামর্থ্য, তেজঃ এ সব কিছুই আর আমার এখন নাই; বার্দ্ধক্যের প্রভাবে জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক এ সকলেরই এখন ক্রমে ক্রমে হ্রাস হ'য়ে আসছে; যা' এখন, বলি বা যা' এখন করি, সে সব যে নিঃসন্দেহ ভাবে ঠিক হয়, এ বিশ্বাস আমার নিজেরি নাই, তবু স্নেহের বশবর্ত্তী হ'য়ে রাজাকে আমি একটী কথা বলতে এসেছি।

মন্ত্রী। আপনি বৃদ্ধ হ'লেও আপনার বহুদর্শিতা এবং বিজ্ঞতালব্ধ সারবান্ উপদেশ বাক্য কথনই হিতকর ভিন্ন কারো পক্ষে অহিতকর হ'বার সম্ভাবনা নাই, অতএব আপনি যা' বল্‌তে মনস্থ করেছেন, তা' ব্যক্ত করুন, আমরা তাই শ্রবণ ক'রে শিক্ষালাভ করি।

কঞ্চুকী। বাবা চিত্রাঙ্গদ! তোমাকে কি বল্‌তে এসেছি জান? দিন্ দিন্ তোমার সাংসারিক ব্যাপারে যেরূপ ঔদাসিন্য ভাব দেখ্‌তে পাচ্চি, তাতে আমার বড়ই আতঙ্কের সঞ্চার হয়েছে। ক্রমে এই ঔদাসিন্য হ'তে তোমার কর্ত্তব্যচ্যুতি ঘটাও অসম্ভব নয়; কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হ'লেই রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে, বিশৃঙ্খল রাজ্যের পরিণাম দেখ বড়ই বিষময়, বাবা! কেন বৎস! তোমার এ বয়সে এতদূর সংসার বিরাগ কেন? শুনলেম তুমি নাকি আবার সংসারকে অসার ক্ষণস্থায়ী মনে ক'রে এবং রাজ্য ঐশ্বর্য্যকে মায়ার প্রহেলিকা জ্ঞান ক'রে, অসময়ে সেই বানপ্রস্থ-ধর্ম্ম গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেছ? কেন বাবা, তোমার ত সে বানপ্রস্থ ধর্ম্ম পালন কর্‌বার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। এখন তোমার সংসার-আশ্রমের সময়। কেন বাবা! সংসার থেকে কি ধর্ম্মসাধন হয় না? চতুরাশ্রমের মধ্যে প্রধান আশ্রমই গার্হস্থ্যাশ্রম; জনকাদি রাজর্ষিগণও এই সংসার-আশ্রমে থেকেই মহাধর্ম্ম সাধন ক'রে গিয়েছেন। প্রজারঞ্জনই রাজার প্রধান ধর্ম্ম, কেন তুমি সে ধর্ম্ম ত্যাগ কর্‌তে ইচ্ছা করেছ, বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। বিশেষতঃ রাজকুমার এখন নিতান্ত শিশু, তুমি এই বিশাল রাজ্যভার কা'র উপর দিয়ে যাবে বল দেখি?

মন্ত্রী। এ অতি সার-উপদেশপূর্ণ কথা! মহারাজকে এ সম্বন্ধে আমরাও যথাসাধ্য নিষেধ করেছি, কিন্তু কিছুতেই মহারাজের মনের ভাব পরিবর্ত্তন কর্‌তে পারি নাই। আজ আপনার ন্যায় মহাত্মার বাক্যে যদি মহারাজের মানসিক ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটে।

চিত্রাঙ্গদ। পূজ্যপাদ তাত কঞ্চুকী। আপনার যুক্তিপূর্ণ বাক্যের প্রতিবাদ করতে পারি, এমন শক্তি, এমন জ্ঞান আমার নাই, কিন্তু তাত। আমার হৃদয়ের অনিবার্য্য স্রোতকে কিছুতেই ফিরাতে পারছি না। এই সুবিশাল রাজ্য-সম্পদ আমার কাছে যেন একটা সুবৃহৎ জ্বালাময় স্তূপ ব'লে মনে হয়, প্রাণ পাখী আমার এই অসার সংসার পিঞ্জরের মায়া শৃঙ্খল ছিন্ন ক'রে কোথায় যেন উধাও হ'যে উড়ে যেতে চায়! হৃদয়-বীণায় দিবানিশি কেমন যেন এক মধুর ঝঙ্কার বেজে ওঠে। সে ঝঙ্কারে হৃদয় আমার একবারে উদাস হ'যে পড়ে। প্রাণের নিভৃত স্থানে কিসের যেন একটা বিশেষ অভাব লুক্কায়িত আছে, সে অভাবের পরিপূরণ যেন এ সংসারে কিছুতেই হয় না। এই অনন্ত সংসারে, এই অনন্তের বিরাট রাজ্যে, আমি যেন অতি হীন, অতি ক্ষুদ্র, অতি দরিদ্র, সেই অনন্তের অনন্তত্ব উপলব্ধি করতে না পারলে, আমার এই হীনতা, এই ক্ষুদ্রতা, এই দারিদ্রতা দূরীভূত হবে না। তাই বল্ছি তাত! কেন এই বনের পাখীকে স্নেহের পিঞ্জরে পুরে রাখ্তে চান্, একবার ছেড়ে দিন, বনের পাখী বনে চ'লে যাক্, একবার উন্মুক্ত অনন্ত আকাশ পথে উড়ে গিয়ে তার প্রাণারাম অনন্তের সন্ধান কোথায়ও পায় কি না, দেখে আসুক।

কঞ্চুকী। বৎস! তোমার আবেগপূর্ণ হৃদয়ের উচ্ছ্বাস, যথার্থই দেখ্ছি অনিবার্য্য বেগ ধারণ করেছে, এ বেগকে সহসা ফিরানও যে খুব কঠিন, তাও বেশ বুঝ্তে পেরেছি, কিন্তু বাবা! তা' হ'লেও তোমার এ বেগ নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী, একটা সাময়িক উত্তেজনাই তোমার হৃদয়কে এমন অধিকতর উচ্ছ্বাসপূর্ণ ক'রে তুলেছে। বেশ অভিনিবেশপূর্ব্বক রাজ কর্ত্তব্য প্রতিপালন কর্লেই ঐ সাময়িক উচ্ছ্বাসের লাঘব হ'য়ে আসবে, আর তুমি যে অনন্তের অনন্তত্ব হৃদয়ঙ্গম ক'রতে সংসার ছেড়ে অনন্ত আকাশপথে উধাও হ'য়ে উড়ে যেতে চাও, কিন্তু বেশ ক'রে

ভেবে দেখ দেখি যে, সেই অনন্ত-মহিমা উপলব্ধি করবার জন্য সংসার ছাড়্‌তে হবে কেন? এই রাজ্য সংসার কি সেই অনন্ত হ'তে পৃথক্? সেই অনন্তের অনন্তত্ব রাজ্য সংসারের মধ্যেও বিজড়িত রয়েছে; ইচ্ছা করলেই—সাধন করলেই, এই রাজ্য সম্পদের মধ্যে ব'সেই সেই অনন্তত্ব উপলব্ধি করা যায়। তাই যদি হয়, তা' হ'লে এখন বল দেখি বাবা! এই সর্ব্বধর্ম্মের সাধনক্ষম সংসার আশ্রমকে পরিত্যাগ করা! ইচ্ছা যাতে মন হ'তে দূর হয়, তারই চেষ্টা করা তোমার এখন উচিত কি না?

অনন্তদেবের প্রবেশ।

অনন্ত। কৈ রাজা মশায়! আজ রাজসভাতে আস্‌বার সময় আমাকে ত কোলে ক'রে আনলি, তাই আপনিই এসে উপস্থিত হয়েছি। আবার নিজেই তোমার কোলে এসে বসেছি। [কোলে উপবেশন।] কৈ, আমার সঙ্গে কোন কথা কচ্ছ না যে? আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছ না যে? আমাকে তেমনি ক'রে আদর কর্‌চ না যে? তবে আমি তোমার কোল্ থেকে চ'লে যাই। [প্রস্থানোপক্রম]

চিত্রাঙ্গদ। না অনন্ত! তুমি যেও না, তুমি কাছে থাক্‌লে, তুমি কোলে বস্‌লে, আমার প্রাণটা শীতল হয়।

অনন্ত। হ্যাঁ শীতল হয় বৈ কি? তোমার যত মিছে কথা! এই তুমি আমায় রোজই বল যে, আমারে সঙ্গে ক'রে নেই সেখানে বেড়াতে যাবে, কিন্তু কৈ তা যাও কৈ?

চিত্রাঙ্গদ। যেতে যে পার্‌ছিনে, অনন্ত! দেখ্‌চ না, সকলেই আমাকে যেতে মানা কর্‌ছেন।

অনন্ত। তা' সকলের মানা তুমি শোন কেন?

কঞ্চুকী। তোমার রাজা তোমাকে কোথায় নিয়ে যেতে চেয়েছেন, অনন্ত?

অনন্ত। আমার মিতের খোঁজ কর্‌তে।

কঞ্চুকী। তোমার মিতের নাম কি, অনন্ত?

অনন্ত। মিতের নামও অনন্ত, একনাম না হ'লে কি কখনো মিতেলি পাতান যায়? তাও বুঝি তুমি জান না, বুড়ো দাদা?

কঞ্চুকী। তবে অনন্ত! তুমি এক কাজ কর, ভাই; তুমি তোমার রাজা মশায়কে নিয়ে তোমার মিতের খোঁজ কর্‌তে এখন যেও না, তুমি মানা ক'রে রাখ। তোমার রাজা মশায় চ'লে গেলে যে তোমার এই বুড়ো দাদা ব'সে ব'সে কাঁদ্‌বে।

অনন্ত। হ্যাঁ, বুড়ো মানুষে বুঝি আবার কাঁদে? বুড়ো মানুষ ব'সে ব'সে কেবল মালা জপে, তুমি সেই মালা জপ ক'রো, বুড়ো দাদা!

কঞ্চুকী। শোন বাবা চিত্রাঙ্গদ! বালক অনন্তের কথা শোন, বৃদ্ধ হ'লে যে তাকে ব'সে ব'সে কেবল মালা জপ কর্‌তে হয়, এ কথা বালক অনন্তও জানে। জপ তপ ধর্ম্ম-সাধনা এ সব যে কেবল বার্দ্ধক্য দশারই কর্ত্তব্য কার্য্য, এই ভাবই বালকের কথায় প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু তুমি কেন তবে এই অসময়ে বার্দ্ধক্যোচিত কার্য্য কর্‌তে ইচ্ছা কর্‌ছ? তাই বল্‌ছি, বাবা আমার! বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কথা রাখ, সংসারে মনোনিবেশ কর; এবং কিছুদিন সৈন্যগণ সহ মৃগয়ায় গমন কর; মৃগয়াও একটা রাজাদের কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য; মৃগয়া দ্বারা লক্ষ্য স্থির হয়, শারীরিক কষ্ট-সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পায়, মনের স্থিরতা সম্পাদিত হয়। আর মৃগয়ার ব্যাপারে ব্যাপৃত থাক্‌লে, মানসিক ঔদাসিন্যও ক্রমশঃ দূরীভূত হবে। কি বল, মন্ত্রি! কি বল, সেনাপতি! এই বৃদ্ধের উক্তি কি তোমরা অসঙ্গত ব'লে মনে কর?

মন্ত্রী। সে কি কথা, মহাত্মন্! আপনার সদুপদেশগুলি আমরা অতি আগ্রহের সহিত স্থিরকর্ণে শ্রবণ করছি।

বিজয়। আপনার উৎসাহপূর্ণ উপদেশ বাক্যগুলি, প্রাণে যেন এক নবশক্তি সঞ্চার ক'রে দেয়। মহারাজ! তাই করুন, বৃদ্ধ কঞ্চুকী দেবের উপদেশ মত মৃগয়ায় যাত্রা করুন, তা' হ'লে মনের অপ্রসন্নতা নিশ্চয়ই দূর হবে, আর সৈন্যদিগেরও বহুদিন পর্য্যন্ত প্রয়োজন অভাবে অস্ত্রাদির চালনা না করায়, ক্রমশঃ তাদের ক্ষিপ্রকারিতা শক্তির অভাব হ'য়ে আস্‌ছে। মধ্যে মধ্যে এইরূপ মৃগয়ার আনন্দে মগ্ন থাক্‌লে, তাদের শক্তি-সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহ-শক্তিও বর্দ্ধিত হবে, সন্দেহ নাই।

অনন্ত। বাঃ রে, তোমরা সকলেই দেখ্‌ছি রাজামশায়কে আমার মিতের খোঁজে যেতে মানা কর্‌ছ, তোমরা কেমন ধারা লোক? হাঁ রাজা মশায়! তুমি তবে আমার মিতের কাছে যাবে না?

চিত্রাঙ্গদ। তোমার মিতে যে আমাকে দেখা দিতে চায় না, তাই ত এই সব বাধা পড়্‌ছে।

অনন্ত। এরা তোমাকে নিয়ে কেবল মারামারি কাটাকাটি করাতে চায়। তা' তুমি ক'রো না, রাজা! তোমাদের প্রাণ পরের তরে কাঁদে না, রাজা? একটা হরিণ-ছানা কেমন দেখ্‌তে সুন্দর, চোখ দুটো কেমন ডাগর ডাগর,—কেমন ফ্যাল্ ফ্যাল্ চোখে চায়! দেখ্‌লে ইচ্ছে হয় যে, কোলে করি, তারে তোমরা দেখ্‌লেই বাণ দিয়ে বিঁধে ফেল। পাখীটে কেমন ডালে ব'সে গান ধরেছে, শুন্‌তে কেমন মিষ্টি লাগ্‌ছে; তোমরা দেখ্‌লেই অমনি তাগ্ ক'রে বাণ ছুড়ে দাও, আর সেই পাখীটে ভুয়ে প'ড়ে ছট্‌ফট্ কর্‌তে থাকে; তোমরা তখন বেশ মজা দেখ। কেন রাজা? তখন তোমাদের কষ্ট হয় না? কেন তোমাদের প্রাণ কেঁদে ওঠে না, বল ত?

চিত্রাঙ্গদ। যথার্থই বালক, প্রাণে আমাদের কেঁদে ওঠে না। কেন জান? রাজা হ'লে তাদের হৃদয় পাষাণ ক'রে রাখ্‌তে হয়, তাই সেই পাষাণ ভেদ ক'রে, সেখানে কোনও করুণ সুর পৌঁছিতে পারে না। তা'

যদি পারত, তা' হ'লে বনের হরিণ, গাছের পাখী এরা কখনই রাজাদের বধ্য হ'ত না। দেব কঞ্চুকী! আমি আপনার বাক্য অবহেলা করব না, কিন্তু মৃগয়ায় গিয়ে আমি কোনও পশুপক্ষীর প্রতি শর সন্ধান করতে পারব না। সেই অনন্ত যখন সর্ব্বব্যাপী, সংসারের প্রত্যেক পদার্থেই যখন তাঁর সত্তা বর্ত্তমান, তখন কার অঙ্গে অস্ত্রক্ষেপ করব, তাত? যে অনন্ত আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আমি আবার তাঁরই অঙ্গে ব্যথা দেব? তা' কখনই যে পারব না, দেব?

কঞ্চুকী। বাবা! এটী তোমার নিতান্ত বালকের ন্যায় কথা বলা হ'ল। তুমি অনন্তের অঙ্গে ব্যথা লাগবে ব'লে, মৃগয়ায় শর-সন্ধান করবে না বলছ? কিন্তু বৎস! একটু ভেবে দেখদেখি, সামান্য শরের দ্বারা তুমি কার অঙ্গে ব্যথা দেবে ব'লে ভয় করছ? যিনি শোক দুঃখের অতীত, যিনি নিত্য নির্ব্বিকার, নিত্যানন্দ, তার আবার ব্যথা বেদনা কি? আর সেই ব্যথা যে অস্ত্র দ্বারা প্রদান করবে, সে অস্ত্রেও কি সেই অনন্তের অংশ নাই? যখন তিনি সর্ব্বময়, তখন তিনি অস্ত্রমধ্যেও বর্ত্তমান্ আছেন; এমন কি, তুমি আমি পর্য্যন্ত সেই অনন্তেরই মূর্ত্ত্যন্তর; তবে বল দেখি, বৎস! কেই বা ব্যথা দেয়, আর কেই বা সেই ব্যথা বোধ করে? তিনি নিজেই হন্তা নিজেই হন্তব্য, তিনি নিজেই কর্ত্তা নিজেই কর্ত্তব্য, তুমি আমি যখন যা' করছি, সে সবই সেই অনন্তদেবই করছেন ব'লে জেনো। তোমার কর্ত্তব্য, আমার কর্ত্তব্য সে সবই সেই অনন্ত মহিমময়, অনন্তদেবেরই নিরূপিত। তাঁর সৃষ্টি রক্ষা করবার জন্যই, ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে তিনি ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তব্য প্রদান করেছেন। কেউ ব্রাহ্মণ হ'য়ে বেদের রক্ষা করছে, কেউ ক্ষত্রিয় হ'য়ে অত্যাচারের দমন করছে, এ সবই সৃষ্টিরক্ষার জন্য মাত্র। তবে তুমি ক্ষত্রিয় হ'য়ে তাঁর সৃষ্টি-রক্ষা করবে না কেন, বৎস? প্রকৃত যদি তুমি অনন্তকেই লাভ করতে

চাও, তা' হ'লে তাঁর নির্দ্দিষ্ট প্রিয়কার্য্য সাধন কর। এ সময়ে যদি তোমার কোন আততায়ী শত্রু এসে তোমার প্রজাবৃন্দের প্রতি অন্যায় অত্যাচার করে, আর তুমি প্রজাপালক রাজা হ'য়ে যদি সেই অত্যাচারের প্রতিকার না ক'রে নিশ্চিন্ত মনে অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ ক'রে ব'সে থাক, তা' হ'লে তোমার প্রজাগণকে তখন কে রক্ষা করবে, রাজা? প্রজার প্রাণে কষ্ট প্রদান করলে কি সেই কষ্ট সেই সেই অনন্তের প্রাণে গিয়ে বেজে উঠবে না? তাই বল্‌ছি, এখন প্রাণপণে রাজকর্ত্তব্য পালন কর, তা' হ'লেই অনন্তদেবের তুষ্টি সাধন হবে; অনন্ত তুষ্ট হ'লেই তোমার অনন্ত লাভ করা সহজসাধ্য হবে। কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনই অনন্তদেবের অভিপ্রেত কার্য্য। কর্ম্মময় সংসারে কর্ম্মের মর্ম্ম না বুঝলে কখনই তার ধর্ম্ম সাধন হ'তে পারে না।

সহসা কর্ম্মের প্রবেশ।

কর্ম্ম।—

গান।

ওরে কর্ম্ম ছাড়া নাই কিছু ভবে।
কেবল কর্ম্ম কর্—কর্ম্ম কর্, পাবি কর্ম্মফল তবে।
কর্ম্মশূন্য পুণ্য কভু হয় না রে সাধন,
বীজ ভিন্ন যেক্ষেত্রে তরু জন্মে না যেমন,
আগে কর্ম্মবীজ কর্‌রে বপন, শেষে সেই ধর্ম্মতরুর মধুফল ফল্‌বে
কর্ম্মের মর্ম্ম বুঝে না যে জন,
তার আকাশ-কুসুম কল্পনা হয় ধর্ম্ম উপার্জ্জন;—
যার তরী নাই, সে কিসে বল, অকূল পাথার পার হবে॥

[প্রস্থান।

কঞ্চুকী। শুন্‌লে বাবা চিত্রাঙ্গদ! কর্ম্ম নিজেই এসে কর্ম্মের কি মহিমা তাই ব'লে গেলেন।

অনন্ত। তবে রাজা! তুমি তাই ক'রো; সবাই যখন মিতেব কাছে যেতে এখন মানা করছে, তখন না হয় দিন-কতক পরেই যেও; কিন্তু আমার মিতেকে যেন ভুলে যেও না; এদের কথামত কাজও ক'রো, আর আমার মিতের কথাও মনে রেখো। মিতের কথা ভুলে যদি কেবল কাজ নিয়ে থাক, তা' হ'লে আর মিতের কাছে শেষে যাওয়া হবে না।

কঞ্চুকী। অনন্ত! ঠিক্ কথাই ব'লেছে, বাবা! সেই অনন্তকে হৃদয়ে রেখে কর্ম্ম ক'রে যাও, তা' হ'লেই তাকে প্রাপ্ত হবে; বালক অনন্ত অবশ্য কথাটী যে ভাবেই বলুক, কিন্তু কথাটীর এই ভাবে অর্থ গ্রহণ কর্‌লে আমার বাক্যেরই পরিপোষক হয়।

চিত্রাঙ্গদ। অনন্ত মধ্যে মধ্যে ঐরূপ এমনি ভাবে এক-একটা কথা ব'লে ফেলে যে, সে কথাগুলির অর্থ খুব মূল্যবান্, খুব সারবান্। তখন মনে হয়, এই সামান্য বালক এই সব কথা কিরূপে বলে?

অনন্ত। কেন? আমার মনে আসে, আর মুখ দিয়ে ব'লে ফেলি।

চিত্রাঙ্গদ। তুমি যে সব কথা বল, সে সব তুমি কি ঠিক্ বুঝে বল, অনন্ত?

অনন্ত। বল্‌লেমই ত যে, মনে আসে, আর ব'লে ফেলি, বুঝে-সুঝে বলি কিনা, অত কথা আমি বুঝ্‌তে পারি না।

চিত্রাঙ্গদ। ঐ একবারে আবার অবুঝের ভাব নিয়ে বস্‌ল, আর যেন কিছুই বোঝে না—কিছুই জানে না; এই ভাবটুকুই অনন্তের আরও চমৎকার লাগে!

কঞ্চুকী। ও আমার পাগল ভাই, যখন যা' মনে আসে তাই বলে; বেঁচে থাক্‌লে আর বুদ্ধিটা স্থির হ'লে ও কালে বেশ বুদ্ধিমান্ হবে।

চিত্রাঙ্গদ। আহা—মা নাই—বাপ নাই নিতান্ত অনাথ!

কঞ্চুকী। বেঁচে থাক্—বেঁচে থাক্, যেদিনে প্রথম সেই অনন্ত-পূজার দিন কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে দুটী অন্নের জন্য এসে উপস্থিত হ'ল, সেইদিন ওর মুখখানা দেখে প্রাণটা যেন কেঁদে উঠ্‌ল।

অনন্ত। তাই বুঝি, আমায় পাগল ব'লে নিন্দে কর্‌লে, বুড়ো দাদা? আজ দেখ্‌বে, তুমি ঘুমলে তোমার চৈতন্যটা কেটে ফেলে দেবো।

কঞ্চুকী। চৈতন্য কি আর আছে, রে ভাই। চৈতন্য থাক্‌লে কি আর এখনও তোদের নিয়ে খেলা ক'রে বেড়াই? খেল্‌তে খেল্‌তে যে একবারে বুড়ো হ'য়ে গেলুম, তবুও খেলা ছাড়্‌তে পার্‌লুম না। কবে যে, তোদের সাথের খেলা শেষ ক'রে তোদের খেল্‌তে রেখে নিজে স'রে যেতে পার্‌ব, তাই ভাবি। আর খেল্‌তে সাধ হয় না রে ভাই! আর খেল্‌তে সাধ হয় না! কি জানি, কবে কে কোন্ খেলা খেলে বস্‌বে, শেষকালে প্রাণটায় একটা দাগা লেগে থাক্‌বে।

অনন্ত। তোমার মর্‌তে ইচ্ছে করে, বুড়ো দাদা?

চিত্রাঙ্গদ। ঐ আপনার খেলার কথা শুনে ঠিক্ মৃত্যুর কথাটা বুঝে নিয়েছে। বলিইছি ত অনন্তের এই ভাবটুকু যেমন চমৎকার, তেমনি আবার বিস্ময়ের বিষয়।

কঞ্চুকী। ইচ্ছে কর্‌লেই আর মরণ হয়, রে ভাই? তা' যদি হ'ত, তা' হ'লে কি আর এই জীর্ণদেহ নিয়ে পরের গলগ্রহ হ'য়ে বেঁচে থাক্‌তেম?

প্রতিহারীর প্রবেশ।

প্রতিহারী। অভিবাদন নরনাথ! স্বর্গ হ'তে একজন দেবতা মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে দ্বারে উপস্থিত, কি আদেশ হয়?

চিত্রাঙ্গদ। এখনি বিশেষ সম্ভ্রমের সহিত এখানে নিয়ে এস।

অনন্ত। চল যাই, বুড়ো দাদা। আমরা দুজনে খেলা করিগে।

কঞ্চুকী। চল ভাই। চিত্রাঙ্গদ! এখন যাই বাবা, তুমি মনোযোগের সহিত রাজকার্য্য সম্পাদন কর।

[অনন্ত সহ প্রস্থান।

প্রতিহারী সহ দ্বাপরের প্রবেশ।

চিত্রাঙ্গদ। আসুন—আসুন—এই অধীনের রত্ন-সিংহাসনে উপবেশন করুন।

দ্বাপর। না মহারাজ! আমি তোমার রত্ন-সিংহাসনে বস্‌তে আসি নাই। আমার নাম দ্বাপর, এই যুগের অধিপতি আমি, বিশেষ কোনও কথা বল্‌তে তোমার কাছে এসেছি।

চিত্রাঙ্গদ। আদেশ করুন।

দ্বাপর। তোমাকে আদেশ প্রদান করি, এমন সাধ্য আমার এখন কি আছে? তুমি একজন প্রবল পরাক্রান্ত অধীশ্বর, দেবতার আধিপত্য পর্য্যন্ত বিলুপ্ত কর্‌তে বসেছ!

চিত্রাঙ্গদ। স্পষ্টরূপে প্রকাশ ক'রে বলুন, দেব! দেবতার চরণে অধম চিত্রাঙ্গদ কি অপরাধ করেছে?

দ্বাপর। কি অপরাধ করেছ! তা' তুমি জান না? আশ্চর্য্যের বিষয়! নৃপকুল-সুলভ-শঠতা প্রকাশের কি পাত্রাপাত্র নাই, মহারাজ?

মন্ত্রী। বৃথা ক্রোধ কর্‌ছেন, যুগনাথ! শঠতা কাকে বলে, সে শিক্ষা মহারাজ চিত্রাঙ্গদ কখনও লাভ করেন নাই।

দ্বাপর। ওঃ, তুমি বুঝি মন্ত্রী! তোমার মন্ত্রণাতেই বুঝি মহারাজ পরিচালিত?

মন্ত্রী। মন্ত্রীর কর্ত্তব্য মন্ত্রী যথাসাধ্য পালন করে থাকে।

চিত্রাঙ্গদ। বলুন দেব! কি ব্যাপার উপস্থিত হয়েছে?

দ্বাপর। ব্যাপারটা যা' ক'রে তুলেছ, সে বেশ গুরুতরই হ'য়েছে। সামান্য পৃথিবী-পালক হ'য়ে, দেবতার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা আচরণ কর্‌তে সাহস করেছ? স্ব-ইচ্ছায় তুমি প্রবল হুতাশনের মধ্যে হস্ত প্রদান করেছ; আমি তোমাকে একবার মাত্র সতর্ক কর্‌তে এসেছি; সাবধান হও—উত্তম, নতুবা পরিণাম ফল বড়ই ভয়াবহ হ'য়ে দাঁড়াবে।

বিজয়। সত্ত্বগুণ সম্পন্ন দেবতার মুখে এরূপ ঔদ্ধত্য প্রকাশ কখনই দেব-স্বভাবের পরিচয় নয়। আপনি শান্তভাব অবলম্বনপূর্ব্বক প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করুন।

দ্বাপর। তুমি বোধ হয় সেনাপতি হবে, তাই তার পরিচয়টা দিতে চেষ্টা কর্‌ছ।

বিজয়। এরূপ বিদ্রূপ-উক্তিও দেবতা-স্বভাবের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ।

দ্বাপর। বিরুদ্ধ পক্ষের সহিত কথা বল্‌তে হ'লে, এইরূপ বিদ্রূপ উক্তিরই বিশেষ প্রয়োজন।

বিজয়। দেবতার বিরুদ্ধপক্ষ ত একমাত্র দানব এবং রাক্ষসগণই হ'য়ে থাকে, জান্‌তেম।

দ্বাপর। তোমরা সেই দানব এবং রাক্ষস হ'তেও অধমশ্রেণীভুক্ত।

বিজয়। কার্য্যতঃ না হ'লেও আপনার মুখে ত এখন তাই শুন্‌ছি।

চিত্রাঙ্গদ। যাক্, বৃথা তর্কের প্রয়োজন নাই, বিজয়। বলুন যুগনাথ! আপনার বক্তব্য কি?

দ্বাপর। বক্তব্য আমার এইমাত্র, তুমি আমার যুগধর্ম্ম নষ্ট করেছ?

চিত্রাঙ্গদ। কিসে বলুন, বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

দ্বাপর। তা' এখন পার্‌বেও না।

চিত্রাঙ্গদ। যদি অজ্ঞানতঃ ক'রে থাকি, সে কথা প্রকাশ না কর্‌লে বুঝ্‌তে পার্‌ব না।

দ্বাপর। তুমি বেশ জান যে, দ্বাপরের যুগধর্ম্ম হচ্ছে যে, পৃথিবীর অতি অল্পসংখ্যক লোকেই ধর্ম্মপরায়ণ হবে, এবং রোগ, শোক, অকাল মৃত্যু প্রভৃতির প্রতাপ বৃদ্ধি পাবে; কিন্তু তুমি নিজে অনন্তব্রত গ্রহণ ক'রে এবং রাজ্যবাসিগণকে বাধ্য ক'রে সেই অনন্তব্রত গ্রহণ করিয়ে কোশল রাজ্যকে সত্যযুগের রাজত্বে পরিণত ক'রে রেখেছ; কাজেই পাপাদির প্রবেশ-দ্বার অবরুদ্ধ হয়েছে, এবং সেইজন্যই, আমার নির্দ্দিষ্ট যুগধর্ম্মের প্রচারে ব্যাঘাত জন্মেছে। এখন বুঝ্‌তে পার্‌লে বোধ হয়, তুমি আমার নিকটে কতদূর অপরাধী ?

সহসা উচিতরামের প্রবেশ।

উচিত। একি যে-সে অপরাধ! রাজ্যবাসীকে ধর্ম্মপরায়ণ ক'রে তোলা, পাপাদির প্রবেশ নিষেধ করা, জরামৃত্যুর ভয় নিবারণ করা, একি কম অপরাধের কথা ? এ অপরাধ কি একজন দ্বাপরের ন্যায় মহাশয় দেবতার প্রাণে সহ্য হয়!

দ্বাপর। সাবধান, তুমি এখানে কোন কথা বল্‌তে পার্‌বে না।

উচিত। সাবধান্ কথাটা মুখে উচ্চারণ কর্‌তে পার বটে, কিন্তু সাবধান হওয়াটা ত আমার হাত। উচিতের উচিত কথায় বাধা দিতে পারে এমন দেবতা ত বাপু, তোমার স্বর্গধামেও কাউকে দেখ্‌তে পাইনে। তুমি ত তুমি, স্বয়ং সুরপতি ইন্দ্রকে পর্য্যন্ত আমি ছেড়ে কথা কইনি। পৃথুরাজার শতাশ্বমেধ যজ্ঞে যখন সুরপতি বাধা দিতে উদ্যত হয়েছিলেন, তখন এই উচিত গিয়ে তার পরিণাম-ফলটা মুখের উপর শুনিয়ে দিয়ে এসেছিল। আবার গুরুপত্নী অহল্যার ধর্ম্ম হরণ কর্‌বার সময়েও তাকে এই উচিতের টাট্‌কা উচিত বোল্ শুন্‌তে হয়েছিল। তোমাকে ত কালও বলেছি, আবার আজও বল্‌ছি যে, দুর্ব্বুদ্ধি যখন স্কন্ধে চেপেছে, তখন আর তোমার উদ্ধার নাই।

দ্বাপর। যাক্, ও বাচালের বাচালতায় কর্ণপাত কর্‌বার আবশ্যক নাই।

উচিত। যতক্ষণ নিজে চিৎপাত না হ'চ্ছ, ততক্ষণ কর্ণপাতও কর্‌ছ না।

দ্বাপর। [বিরক্ত ভাবে] কি বিষম উৎপাৎ!

উচিত। শুধু বিষম নয়, বিষম হ'তেও বিষম—মহা বিষম।

দ্বাপর। বল মহারাজ! এখন আমার শেষ জিজ্ঞাস্যের উত্তর দাও, এখন তুমি তোমার অনন্তব্রত ভঙ্গ কর্‌তে চাও কি না?

বিজয়। দেবতারা শুনেছি, মানুষকে ধর্ম্মপথে চল্‌তেই উপদেশ প্রদান ক'রে থাকেন, কিন্তু এরূপ ধর্ম্মভঙ্গ কর্‌তে যে উপদেশ দেন, তা' আজ এই আপনার তুল্য দেবতার মুখেই প্রথম শ্রবণ কর্‌লেম।

উচিত। উনি কি শুধু দেবতা? ওর পূর্ব্বে একটী উপসর্গ যোগ করা আছে, তাই ঐ অপদেবতাটীকে ঐরূপ ভাবে দেখ্‌তে পাচ্ছ।

দ্বাপর। কৈ মহারাজ, আমার জিজ্ঞাস্যের উত্তর দাও?

চিত্রাঙ্গদ। দেব! আপনি একজন বিবেচক—

দ্বাপর। [বাধা দিয়া] সে যা-ই হই, আমি বাজে কথা শুন্‌তে চাই না।

বিজয়। তা' হ'লে আমার কাছেই তার উত্তর শুনুন, মহারাজ কিছুতেই অনন্তব্রত ভঙ্গ কর্‌তে পার্‌বেন না।

উচিত। বেশ, এ স্পষ্ট উচিত কথা।

দ্বাপর। আমি তোমার মুখে উত্তর শুন্‌তে আসি নাই, মহারাজের মুখে শুন্‌তে চাই। বল মহারাজ! আমি আর বিলম্ব কর্‌তে পারি না।

চিত্রাঙ্গদ। যে অনন্তকে লাভ কর্‌বার জন্য আমি পাগল হ'য়ে উঠেছি, যে অনন্তের মহিমা বুঝ্‌বার জন্য আমি অনন্তের ব্রত গ্রহণ করেছি, বলুন দেখি দেব, আমি কেমন ক'রে সেই মহাব্রত ভঙ্গ কর্‌ব?

উচিত। এও বেশ সত্যের ময়ান্ দিয়ে মোলায়েম করা উচিত কথা!

দ্বাপর। তা' হ'লে তুমি কিছুতেই অনন্তব্রত ভঙ্গ করবে না। বলি এই ত তোমার কথা?

উচিত। এখনও কি সেটা বুঝ্‌তে পার্‌ছ না, দেবতা?

দ্বাপর। তা' হ'লে মহারাজ! তুমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রু, আজ হ'তে তুমি বেশ ক'রে জেনে রাখ যে, দ্বাপরও তোমার একজন প্রধান শত্রুরূপে পরিণত হ'ল। এতদিন ক্ষমা করেছি, কিন্তু আর ক্ষমা করব না; নিজে উপযাচক হ'য়ে এসে সাবধান কর্‌লেম, তাতেও যখন শুন্‌লে না, তখন জেনে রেখো, তোমার আর কিছুতেই মঙ্গল নাই। যে ব্রত পালন করে এই দ্বাপরের সম্মান নষ্ট করেছ, যে ব্রতের জন্য তোমার এতদূর গর্ব্ব, তুমি নিশ্চয়ই জেনো মহারাজ, এই দ্বাপর হ'তে তোমার সেই ব্রত ভঙ্গ হবেই হবে। আবার এই রাজ্যকে মহানরকে পরিণত কর্‌বো, আবার তোমার এই শান্তিরাজ্য নিদারুণ হাহাকারে পূর্ণ কর্‌ব। তোমার নিজ গৃহেই পাপের পূর্ণমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ক'রে কত পৈশাচিক অভিনয় প্রদর্শন কর্‌ব। যে মুখে আজ অনন্তের নাম উচ্চারণ কর্‌ছ, জগতের লোক দেখ্‌বে, তোমার সেই মুখে ঐ নামের পরিবর্ত্তে বারাঙ্গনার কুৎসিত নাম উচ্চারিত হয় কিনা। আমি চল্‌লেম, শীঘ্রই আমার বাক্যের সত্যাসত্য বুঝ্‌তে পার্‌বে।

[ক্রুদ্ধভাবে প্রস্থান।

উচিত। দেবতাটী যা' ব'লে গেল, কর্‌বে কিন্তু তাই, তাও তোমাদের আমি ব'লে যাচ্ছি। তোমরা বেশ সাবধান হ'য়ে চ'লো। উচিতের আজকার মত কাজ ফুরল, উচিত এখন বিদায় হ'ল।

[প্রস্থান।

চিত্রাঙ্গদ। মন্ত্রি! সবই ত শুন্‌লে, এখন উপায় কি?

মন্ত্রী। উপায় এক ধর্ম্মকে ভরসা ক'রে থাকা, তিনি যা করেন। দেবতার চক্র—অসুণ্ডর কিছুই নয়, মহারাজ!

বিজয়। আমি জিজ্ঞাসা করি যে, দেবতা হ'লে কি তাঁর জ্ঞান ন্যায় অন্যায়, ধর্ম্ম অধর্ম্ম এ সব কিছুরই প্রয়োজন হয় না? ধর্ম্মের সম্বন্ধ কেবল কি এক মনুষ্যগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ? তা' যদি না হয়, তবে সে দেবতার ক্রোধে ভয়ের কি সম্ভাবনা? যতক্ষণ ধর্ম্ম স্থির থাক্‌বে, ততক্ষণ কোন দৈবচক্রেই কিছু কর্‌তে পার্‌বে না।

চিত্রাঙ্গদ। সেই অনন্তদেবের মনে যা' থাকে, তাই হবে। তাঁর ইচ্ছা যদি এইরূপই হয়, তা' হ'লে তাই হবে। দয়াময় অনন্তদেব! তুমিই ভরসা! শত বিপদ্ উপস্থিত হ'ক্, কিন্তু দেখো, নাথ! তোমাকে যেন ভুলে যাই না। মন্ত্রি! আজ তা' হ'লে সভা ভঙ্গ করা যাক্?

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উপবন।

চন্দ্রাবতীর প্রবেশ।

চন্দ্রাবতী। যাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসা যায়, সে যদি ভাল না বাসে, তা' হ'লে প্রাণ কাঁদে কেন? যে যাকে ভালবাসে, সে তাকে পায় না কেন? যে যার জন্য কাঁদে, সে তার জন্য কাঁদে না কেন? সংসারে এ নিয়ম হ'ল কেন? কেন বিধি, ভালবাসাকে এত কান্না দিয়ে গড়িয়েছ? যাকে পাবার আশা নাই, তাকে পাবার জন্য প্রাণে এত আকুলতা দিয়েছ কেন? ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর বুকে সাগর লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়েছ কেন? এই বিফল আশা নিষ্ফল আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি ক'রে, কেন বিধাতা! ভালবাসাকে এত দুঃখময় ক'রে তুলেছ? যদি মানুষকে ভালবাসাই দিলে, তবে তার সঙ্গে তাকে মুখ ফুটে কথা বল্‌বার ভাষা দাও নাই কেন? লজ্জার বসনাঞ্চলে তার মুখ বেঁধে রেখেছ কেন? যা'কে ভালবাসি, তাকে যদি সেই প্রাণের ভালবাসা বুঝাতে না পার্‌লেম, হৃদয়ের ব্যথা জানাতে না পারলেম, প্রাণের আবেগ আকাঙ্ক্ষা দেখাতে না পার্‌লেম, তবে সে কেমন ক'রে আমার ভালবাসা বুঝ্‌তে পার্‌বে? তবে সে কেমন ক'রে আমার প্রাণের ব্যথা, ব্যাকুলতা জান্‌তে পেরে আমার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ কর্‌বে? এত যে চেষ্টা করি, এত যে প্রতিজ্ঞা করি, বিজয়কে একবার দেখ্‌তে পেলেই তার কাছে আমার হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বার খুলে ধর্‌ব, কিন্তু কৈ, তা'ত পারি না, বিজয় কাছে এলে ত লজ্জায় সে সব কথা কোথায় যেন চ'লে যায়! ভালবাসার কোন কথাই

বলা আর হয় না। আর যদি বিজয়েরও আমার মত ঐরূপ হ'য়ে থাকে, তা' হ'লে—তা' হ'লে বিজয় ঠিক আমারি মত কত দুঃখ পাচ্ছে। দিবানিশি তুষানলে তারও হৃদয় ত তা' হ'লে আমারই মত দগ্ধ হ'য়ে যাচ্ছে। হয় ত দুইজনেই দুই জনের জন্য পুড়ে পুড়ে খাক্ হ'য়ে যাচ্ছি, কিন্তু দুইজনের মধ্যে কেউই আমরা সে কথা জান্‌তে পার্‌ছি না। না, না, বিজয় কেন আমার জন্য ভেবে ভেবে দুঃখ পাবে? বিজয় কেন আমার মত রূপগুণ বিহীনা রমণীকে ভালবাস্‌বে? আমা হ'তে কত লাবণ্যময়ী গুণবতী নারী তার পদ-সেবা কর্‌বার জন্য লালায়িত হচ্ছে, তা' আমি কোথাকার কে।

সমরকেতনের প্রবেশ।

সমর। এই যে চন্দ্রা! তুমি এখানে? আমি তোমাকে কত খুঁজে বেড়িয়েছি।

চন্দ্রা। কেন, তুমি ত জানই সমর দাদা, আমি এমনি সময়ে ঠিক্ এইখানেই থাকি।

সমর। কেন তোমাকে ত কাল মানা ক'রে দিয়েছি যে, তুমি আর এই পুষ্পোদ্যানে বেড়াতে এস না; চন্দ্রা, তাকি ভুলে গেছ?

চন্দ্রা। যথার্থ সমর দাদা! সে কথা আমার একেবারেই মনে ছিল না।

সমর। এত কথা মনে থাকে, আর এই একটা বিশেষ কথা তোমার মনে থাক্‌ল না, চন্দ্রা?

চন্দ্রা। থাক্‌ল না যখন, তখন আর কি কর্‌ব বল।

সমর। হয় কথাটা ততদূর গ্রাহ্য কর নাই, না হয় মনে থাক্‌লেও এখন মিথ্যাকথা বল্‌ছ।

চন্দ্রা। গ্রাহ্য না কর্‌বার কথাটা যা' বল্‌লে, তা' বরং হ'লেও হ'তে পারে, কিন্তু মিথ্যাকথা আমি কখনই বলিনি।

সমর। গ্রাহ্য না করাটা বুঝি আর তোমার কাছে ততটা দোষের মধ্যে গণ্য হ'ল না ?

চন্দ্রা। আমি এখানে না আস্‌বার কথাটা খুব দরকারী কথা ব'লে মনে করিনি।

সমর। তুমি মনে করনি, কিন্তু আমরা খুব করেছি।

চন্দ্রা। আমরা আর কে ? এক তুমি যদি ক'রে থাক, আর কেউ নয়। বাবা ত আমাকে নিষেধ করেননি।

সমর। তিনি প্রাচীন মানুষ, অত কি বোঝেন ?

চন্দ্রা। [সহাস্যে] আর তুমি যুবা মানুষ হ'য়ে সব বুঝে নিয়েছ, নয় ?

সমর। দেখ চন্দ্রা ! তুমি আজকাল আমার সঙ্গে বড় বাড়াবাড়ি কর্‌তে আরম্ভ করেছ, কিন্তু—

চন্দ্রা। বাড়াবাড়ি—যদি সত্য বল্‌তে হয়, তা' হ'লে দাদা, তুমিই আরম্ভ করেছ।

সমর। আমিই করেছি বটে—

চন্দ্রা। তুমি নয় ? এই দেখই না বিকাল হ'লে একটু বাগানে বেড়াতে আস্‌ব, তাও তুমি বন্ধ কর্‌ছ। কেন, বাগান বেড়ালে কি দোষ হয় ? আমি ত কিছুই দোষ দেখ্‌তে পাইনে।

সমর। না, তা' পাবে কেন, চন্দ্রা ? তুমি মনে কর বুঝি, তুমি এখনো সেই ক্ষুদ্র বালিকাটী আছ ? কিন্তু তা' নয়, এখন তোমার এরূপ একাকিনী স্বেচ্ছামত বেড়ান কথনই উচিত নয়, বিশেষতঃ—না যাক্ সে কথা এখন।

চন্দ্রা। না, বল—বল, "বিশেষতঃ" কি ?

সমর। তুমি বিজয়ের সঙ্গে এখানে ব'সে কথা ক'য়ে থাক কি না ?

চন্দ্রা। কেন থাক্‌ব না? বিজয় যখনি এখানে আসে, তখনি আমি তার সঙ্গে এখানে ব'সে কত গল্প করি!

সমর। কেন, বিজয়ের সঙ্গে তোমার এত গল্প কিসের চন্দ্রা? বিজয় তোমার কে যে, তার সঙ্গে অত মাখামাখি ভাব?

চন্দ্রা। বিজয় আমার কেউ নয়, ছেলেবেলা থেকে এক সঙ্গে খেলা ক'রে আস্‌ছি, আর বাবাও তাকে খুব ভালবাসেন, তাই আমিও তার সঙ্গে কথা কই।

সমর। কেবল বাবা ভালবাসেন, আর তুমি বুঝি ভালবাস না?

চন্দ্রা। কেন তুমি আজ ওসব জিজ্ঞেস্ কর্‌ছ, সমর দা? ওতে আমার বড় লজ্জা করে।

সমর। সে লজ্জা ত্যাগ ক'রে বল, তুমি স্পষ্ট বল, তাকে ভালবাস কি না?

চন্দ্রা। সেই ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে খেলা করেছি, একসঙ্গে বেড়িয়েছি, তাই সেই থেকে আমি বিজয়কে ভালবেসে আস্‌ছি।

সমর। সে ছেলেবেলার কথা এখন ছেড়ে দাও, এখন ত আর সে ছেলেবেলা নাই। এখন তুমি বিজয়কে কি ভাবে ভালবাস?

চন্দ্রা। ভালবাসি এই জানি, কিন্তু কি ভাবে, কোন্ ভাবে অত-শত আমি জানি না।

সমর। [গম্ভীরভাবে] হুঁ।

চন্দ্রা। তোমার মুখে অমন রাগের ভাব দেখাচ্ছে কেন, সমর দাদা? কি হয়েছে বল ত।

সমর। হবে আর কি? তুমি বিজয়কে আর ভালবাসিতে পার্‌বে না, বা আজ হ'তে তার সঙ্গে একা যখন থাক্‌বে, তখন কোন কথাও ক'তে পার্‌বে না।

চন্দ্রা। কথা না হয় না বল্‌লেম, কিন্তু ভাল না বেসে পার্ব্ব কি ক'রে, দাদা? এতদিন ভালবেসে এসেছি, আজ হঠাৎ কেমন ক'রে সে ভালবাসা ভুলে যাব? আর এতে যে কি দোষ হয়, তাও ত কিছু বুঝ্‌তে পারছিনে।

সমর। না, তা' পার্‌বে কেন?

চন্দ্রা। যথার্থই আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে, সমর দা। তুমি বুঝিয়ে বলনা।

সমর। তুমি এখন বড় হয়েছ, তোমার আর এখন পর-পুরুষের সঙ্গে কথা বলা ভাল দেখায় না।

চন্দ্রা। কেন, কিসে ভাল দেখায় না?

সমর। লোকে নিন্দা করে।

চন্দ্রা। লোকে কেন মিছেমিছি নিন্দে কর্‌বে? আমি ত কোন নিন্দের কাজ কর্‌ছিনে।

সমর। কর্‌ছ কি না কর্‌ছ, তা' তুমি বুঝ্‌তে পারছ না, চন্দ্রা? আমরা বুঝ্‌তে পার্‌ছি।

চন্দ্রা। আমি কোন নিন্দের কাজ কর্‌ছি ব'লে তোমারও ধারণা?

সমর। যাক্ চন্দ্রা! তোমার সঙ্গে আমি অত তর্ক করতে আসি নাই, তোমাকে মানা কর্‌ছি, তুমি বিজয়কে ভলবাস্‌তে পার্‌বে না।

চন্দ্রা। কেবল মুখে একটা না বল্‌লেই কি ভাল না বাসা হয়?

সমর। বটে, এতদূর গড়িয়েছ, চন্দ্রা?

চন্দ্রা। তোমার আজ সব কথাই যেন কেমন গোল্‌মেলে ভাবের, কোন কথাটাই খুলে বলছ না।

সমর। বিজয়কে ভালবাসা তোমার মহাপাপ।

চন্দ্রা। তুমিও ত আমাকে ভালবাস, তা' হ'লে তোমারও সেটা মহা পাপ?

সমর। আমার অধিকার আছে, তোমাকে ভালবাসি; তোমার কোনও অধিকার নাই যে বিজয়কে তুমি ভালবাস্‌তে পার।

চন্দ্রা। এটা আরও গোল্‌মেলে ক'রে বল্‌লে, অধিকার না থাক্‌লে যদি ভালবাসা যায় না, তবে চাঁদকে সবাই অত ভালবাসে কেন? চাঁদের উপর মানুষের আবার কি অধিকার আছে?

সমর। চাঁদকে ভালবাসা আর তোমার বিজয়কে ভালবাসা এ দু'য়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য, চন্দ্রা! তুমি কাকে কি বুঝাতে এসেছ, চন্দ্রা? চাঁদকে লোকে ভালবাসে কেবল দেখ্‌বার জন্য—পাবার জন্য নয়, কিন্তু তুমি বিজয়কে কিসের জন্য ভালবাস বল ত, চন্দ্রা?

চন্দ্রা। আমি এখান থেকে চ'লে যাচ্ছি, তোমার কোন কথার আর আমি উত্তর দেবো না।

[অভিমান ভরে প্রস্থান।

সমর। [পরিক্রমণ করিতে করিতে] যা' এতদিন সন্দেহ ক'রে আস্‌ছিলেম, তা' আজ চন্দ্রার মুখে সত্যসত্যই শোনা গেল, হোঃ—বিজয়! বিজয়কে চন্দ্রা ভালবাসে, এ কথা যে নিতান্ত অসহ্য! কেন, বিজয় তাকে কতটুকু ভালবাসে যে, চন্দ্রা তাকে ভালবাস্‌বে? আমি যে চন্দ্রার জন্য দিবানিশি দগ্ধ হ'য়ে যাচ্ছি, প্রাণাপেক্ষাও চন্দ্রাকে ভালবাস্‌ছি, তবে আমাকে কেন চন্দ্রা ভালবাস্‌বে না? বিজয় কে? সে না হয় শুধু শৈশবের খেলার সাথী ছিল, কিন্তু আমি যে তা' হ'তেও ঘনিষ্ঠ। যেদিন সেই জলমগ্ন অবস্থা হ'তে এই মন্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক রক্ষিত হ'য়ে, এবং তাঁরই গৃহে আশ্রয় প্রাপ্ত হয়েছিলেম, সেইদিন হ'তেই, সেই অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রম হ'তেই আমি চন্দ্রার সঙ্গে একত্রে বাস ক'রে আস্‌ছি, এবং যৌবনোদ্গম হ'তেই চন্দ্রার রূপলাবণ্যে মোহিত হ'য়ে চন্দ্রাকে ভালবেসে আস্‌ছি, তবে আমি বিজয় সিংহ হ'তে কেন চন্দ্রার ভালবাসা প্রাপ্ত হবার অধিকারী হব না?

বিশেষতঃ মন্ত্রী মহাশয় অপুত্রক, তাঁর মনের ইচ্ছাও আমি জানি, তাঁর ইচ্ছা এবং উদ্দেশ্য আমার সহিত চন্দ্রার বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন ক'রে, আমাকেই তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য্যের একমাত্র অধিকারী কর্‌বেন, এ কথা চন্দ্রাও জানে; কিন্তু তবুও চন্দ্রা বুঝ্‌তে পার্‌ছে না যে, এ অবস্থায় তার আর বিজয়কে ভালবাসা উচিত নয়; আমারও প্রতিজ্ঞা চন্দ্রা আমাকে ভাল না বাস্‌লে কিছুতেই আমি তাকে বিবাহ কর্‌ব না, সে বিবাহে আমার কিছু মাত্র শান্তি হবে না। চন্দ্রার ভালবাসা লাভ কর্‌বার জন্য আমি প্রাণপাত ক'রে দেখ্‌ব, দেখি, চন্দ্রা আমাকে ভাল না বেসে পারে কি না? চন্দ্রার ভালবাসা লাভ কর্‌বার পথে বিষম অন্তরায় এখন বিজয়সিংহ, বিজয়সিংহকে না ভুল্‌তে পার্‌লে চন্দ্রা আমাকে ভালবাস্‌তে পার্‌বে না। কাজেই এখন যাতে বিজয়কে চন্দ্রা ভুলে যায়, তার চেষ্টা, তার কৌশল কর্‌তে হবে? সেইজন্যই বিজয়সিংহের সহিত যাতে চন্দ্রার দেখা-সাক্ষাৎ না হয়, তার জন্য চন্দ্রাকে উপদেশ দিতে এসেছিলেম। দেখি, ধৈর্য্য সহকারে চেষ্টা ক'রে কি ফল দাঁড়ায়। বিজয়কে এখন কোন কথাই প্রকাশ কর্‌ব না। কিন্তু তার এ বাড়ীতে আস্‌বার পথ রুদ্ধ কর্‌তে হবে। দেখি মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন, এর পর যা' হয় হবে।

[নিষ্ক্রান্ত।

তৃতীয় দৃশ্য।

নগর-পথ।

রামচরণ ভৃত্য সহ দাদাঠাকুরের প্রবেশ।

রাম। আর শুনেছ, দাদা ঠাকুর! এই নাকি—নতুন পাঁজিতেও এই নাকি—লেকা আছে যে, এই নাকি—এবারে একটা অবাক্কিত্য কাণ্ড—এই নাকি—উপস্থিত হবে?

দাদা। তুই বিবেচনা ক'রে দেখ্, রামচরণ! তাত হবারই কথা। কেননা—বিবেচনা কর্, স্বর্গ থেকে রাক্কস এসে—বিবেচনা কর্ যে, যখন মহারাজের উপর শাসিয়ে গেছে, তখন—বিবেচনা কর্ যে, পাঁজিতে যা' লেখা আছে, সেটা—বিবেচনা কর্—না ফ'লে যাবে না।

রাম। আর—এই নাকি—সেই রাক্কসটা যখন একটা হাঁ ক'রে হাই তুল্‌লে, তখন—এই নাকি—দাদা ঠাকুর, তার হাঁয়ের মধ্যে - এই নাকি—কত পাহাড়-পর্ব্বত সাগর-নদী দেখা যেতে লাগ্‌লো।

দাদা। তুই বিবেচনা কর্, রামচরণ! সে রাক্কসটাত আর—বিবেচনা কর্—যে-সে রকমের নয়, বিবেচনা কর্—যার বদনটা চ'রে গিয়ে কিনা একটা পাতাল-পুরীর মত, তা' হ'লেই তুই বিবেচনা কর্, রামচরণ! তার হাঁ-টার ভিতর আর পাহাড়-পর্ব্বত থাক্‌তে পার্‌বে না কেন?

জনৈক খঞ্জ পথিকের প্রবেশ।

পথিক। [দাদাঠাকুরের প্রতি]. ধরুন—তা' হ'লে মশায়! এই রাজবাড়ীর ঠাকুরবাড়ীতে যাবার পথটা—ধরুন—একবার আমাকে ব'লে

দিতে পারেন ? এই ধরুন—আমি খঞ্জ মানুষ, আমার চলাফেরা—ধরুন—একটু কষ্টকর।

রাম। [ধরিতে উদ্যত] দাদাঠাকুর ! এগিয়ে এসে ধর, ইনি—এই নাকি—খোঁড়া মানুষ চল্‌তে পার্‌ছেন না।

দাদা। বিবেচনা কর্‌, তা' ধর্‌তে হয় বৈকি।

পথিক। না, আমাকে কারো ধর্‌তে হবে না, এই ধরুন—

রাম। দাদাঠাকুর, ইনি কি বলে শোন, এই নাকি—একবার বল্‌ছেন ধর্‌তে হবে না, আবার—এই নাকি—বল্‌ছেন ধরুন।

দাদা। বিবেচনা কর্‌, রামচরণ, ওটা লজ্জার খাতিরে বল্‌ছেন।

পথিক। ধরুন মহাশয় এই—

রাম। আবার দা-ঠাকুর, এই নাকি ধর্‌তে বল্‌ছেন। [ধরিতে উদ্যত]

পথিক। না—না—ধরুন, আমি ঠিক্ নিজেই যেতে পার্‌ব, ধরুন, কেন আপনারা কষ্ট পাবেন ?

রাম। ইনি কেমন ধারা মানুষ, গো দাদাঠাকুর ! এই নাকি, ইনি 'ধরুন ধরুন' কর্‌ছেন, আবার ধর্‌তে গেলে এই নাকি মানাও কর্‌ছেন।

পথিক। এই ধরুন—

রাম। ঐ আবার—দাদাঠাকুর !

পথিক। ধরুন—আমার কথাটাই আগে শুনুন্।

রাম। এই নাকি—দাদাঠাকুর !

দাদা। তুই বিবেচনা কর্‌, রামচরণ।

পথিক। আ—হা—হাঁ ! আগে এই—ধরুন।

রাম। আ—হা—হাঁ—এই নাকি—

দাদা। আরে বিবেচনা কর্‌।

[তিন জনের বারবার এইরূপ কথন]

শান্তিরক্ষকের প্রবেশ।

শান্তি। একি? তোমরা তিনজনে মিলে রাজপথে গোলযোগ ক'রে শান্তিভঙ্গ কর্‌ছ কেন?

পথিক। এই ধরুন, আমি—

রাম। ঐ আবার সেই—

শান্তি। চুপ কর—কথা শুন্‌তে দাও।

পথিক। এই ধরুন, আমি একজন পথিক ব্রাহ্মণ—ধরুন—

দাদা। বিবেচনা কর, এই 'ধরুন' কথাটাই যত সর্ব্বনেশে, বিবেচনা কর—

শান্তি। [বাধা দিয়া] তুমি ও চুপ কর, ঠাকুর! বল তার পর?

পথিক। ধরুন, আমি এখন এই রাজবাড়ীতে ঠাকুরবাড়ী যাবার কথাটা জান্‌তে চাই, ধরুন—সেখানে অনন্তদেবের প্রসাদ পাব, ধরুন—এখন আমাকে—

রাম। ঐ—

শান্তি। চুপ্। বল তার পর।

পথিক। এখন আমাকে সেই পথ্‌টা দেখিয়ে দিন্।

শান্তি। এই সোজা পথ ধ'রে চ'লে যাও, সাম্‌নেই ঠাকুরবাড়ী দেখ্‌তে পাবে।

পথিক। বেঁচে থাক বাবা! তা' হ'লে—ধরুন—আমি চ'ল্লেম।

[খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে প্রস্থান।

শান্তি। তোমরা কোথায় যাবে?

রাম। এই নাকি—আমি এই দাদাঠাকুরের একজন—এই নাকি—ছিচরণের দাস।

দাদা। বিবেচনা কর, রামচরণ আমার একজন—বিবেচনা কর—ভৃত্য। বিবেচনা কর—আমরা সেই অনন্তব্রতের দিনে—বিবেচনা কর—নিমন্ত্রিত হ'য়ে এসেছিলাম, এখন—বিবেচনা কর—দেশে ফিরে যাচ্ছি।

রাম। হাঁ বাবা, এই নাকি—যা' শুনা গেল, সেটা কি সত্যিকথা ?

শান্তি। কি শুনেছ ?

রাম। এই নাকি—ঐ দাদাঠাকুর বলেছিল সগ্‌গ থেকে—এই নাকি—একটা রাক্ষস রাজবাড়ীতে এসেছে ?

দাদা। বিবেচনা কর, বাবা! সেই রাক্ষসটা নাকি হাঁ ক'রে—বিবেচনা কর, এই রাজ্য সমেত গ্রাস ক'রে ফেল্‌বে!

শান্তি। তোমাদের সে সব কথায় দরকার কি ? ও সব মিছে কথা।

রাম। আর—এই নাকি—রাজা মশায়, এই নাকি রাজ্যি ছেড়ে—এই নাকি—কোন্ বনের মধ্যে চ'লে গেছেন ?

দাদা। বিবেচনা কর, আর নাকি অনন্তদেবের পূজা—বিবেচনা কর—মহারাজ কর্‌তে পার্‌বেন না। বিবেচনা কর, তা' হ'লে আমরা গরীব ব্রাহ্মণ—বিবেচনা কর, এই অনন্তদেবের কৃপায়—বিবেচনা কর—রাজবাড়ী থেকে—বিবেচনা কর—প্রচুর পরিমাণে ধনরত্ন লাভ করি, বিবেচনা কর—তা' দ্বারাই সংসার-যাত্রা—বিবেচনা কর—নির্ব্বাহ করি। এখন যদি—বিবেচনা কর—সেই ব্রত—বিবেচনা কর—বন্ধ হ'য়ে যায়, তা' হ'লে—বিবেচনা কর বাবা! আমরা গরীব একবারে—বিবেচনা কর—মারা যাব। তাই বিবেচনা কর—

শান্তি। কি জ্বালাতন! 'বিবেচনা কর' 'বিবেচনা কর' ব'লে ব'লে যে একেবারে কাণ ঝালাপালা ক'রে তুল্‌লে, ঠাকুর ?

দাদা। বিবেচনা কর, ওটা আমার একটা—বিবেচনা কর—

শান্তি। বিশেষ মুদ্রাদোষ, তা' অনেকক্ষণ বুঝ্‌তে পেরেছি।

রাম। এই নাকি—তা' হ'লে বাবা! যা' শুন্‌লাম, সেটা কি তা' হ'লে—এই নাকি—সত্যি কি মিথ্যে বল ত'।

শান্তি। সব মিথ্যেকথা। মহারাজ এখন বনের মধ্যে মৃগয়া কর্‌তে গিয়েছেন, আর অনন্তব্রত যেমন হ'চ্ছে তেমনই হবে; তোমার কোন ভয় নাই—ঠাকুর। এখন যাও—দেশে চ'লে যাও, পথে গোলযোগ ক'রো না।

[প্রস্থান।

দাদা। তা' হ'লে বিবেচনা কর্, রামচরণ! এ সব সর্ব্বৈব মিথ্যা।

রাম। দাদাঠাকুর! তা' হ'লে—এই নাকি—আর এখানে দেরী ক'রে লাভ কি? এই নাকি—একেবারে চল যাই—দেশে যাই।

দাদা। তবে বিবেচনা কর্, রামচরণ, দেশে যাওয়াই—বিবেচনা কর্—এখন উচিত।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

বনভূমি।

অগ্রে চিত্রাঙ্গদ; পশ্চাৎ নৃত্য গীত করিতে করিতে মদন ও রতির প্রবেশ।

মদন রতি।—

গান।

এস এস গো ওগো রসিক সুজন।
দেখাব তোমারে প্রেমের ভুবন॥
প্রেম কোকিলা কোকিল সনে,
মজাবে তোমারে মোহন তানে,
শুনাবে মধুকর সুমধুর প্রেমের গুঞ্জন।

চিত্রাঙ্গদ। মনোহর, চিত্তবিনোদন—
গাহে প্রেমগাথা-গীতি সুমধুর স্বরে।
হরে প্রাণ মন মরি মোহন সঙ্গীতে!
ঢালে কাণে সুশীতল অমিয়ার ধারা।
আত্মহারা—জ্ঞানহারা—
করিল আমায় এই বালক বালিকা।
অপূর্ব্ব সুষমামাখা যুগল বদনে,
হেরে আঁখি—না পড়ে পলক!
গাও—গাও—প্রেমিকযুগল!
পান করি, সুধাকণ্ঠস্বর।

মদন রতি।— [পূর্ব্ব গীতাংশ]

কিবা ধীর সমীর বহিয়ে যায়,
পরশে পরাণ শীতল হয়,
জুড়াবে হৃদয়, এস রসময়,
র'বে না বিরহ বেদন॥

[অন্তর্দ্ধান।

চিত্রাঙ্গদ। কই, কোথা মিশে গেল সঙ্গীতের স্বর?
কোথা মিশে গেল সে যুগল ছবি?
গাও—গাও—কোথা গেলে?
ঢাল—ঢাল—প্রেম শতধারা!
পিপাসু পথিক প্রাণে
প্রেমসুধা কর বরিষণ।

মদন ও রতির পুনরাবির্ভাব।

মদন রতি।— [পূর্ব্ব গীতাবশেষ]

আমরা পাদপ প্রেমের লতিকা,
দেখাব তোমারে প্রণয়-যূথিকা,
হেরিলে বুঝিবে সে কেমন প্রেমিকা,
নব রসে রসিকা তব হৃদি করিবে রঞ্জন॥

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

মায়া কানন—বাপীকূলে।

মোহিনীর প্রবেশ।

মোহিনী। আমার নাম শ্রীমতী ভুবনমোহিনী মোহিনী। আমি বিশ্বকর্ম্মার মানস-কল্পিত প্রতিমা, সংসারের সমস্ত সৌন্দর্য্যরাশির সার অংশ দিয়ে আমার অবয়ব নির্ম্মিত। চাঁদের হাসি, জ্যোৎস্নার লাবণ্য, কুসুমের সৌকুমার্য্য, খঞ্জনের নয়ন, কোকিলের কূজন, ভ্রমরের গুঞ্জন, মরালের গতি, এ সবই আমার অঙ্গে বিরাজিত। মদনের ফুলধনুঃ আমার ভ্রূদ্বয়ে, কন্দর্পের পঞ্চশর আমার অপাঙ্গে, রতির প্রেম আমার হৃদয়ে, রসের তরঙ্গিনী আমার রসনায়, মোহের উন্মাদনা আমার রূপে, ইন্দ্রিয়ের প্রলোভন আমার এই পীনোন্নত বক্ষে, সন্ধ্যার রক্তিমা আমার এই গণ্ডদ্বয়ে, শত বিদ্যাধরীও আমার পদতলে স্থান পায় না। আমায় এত সুন্দর ক'রে সৃষ্টি করবার কারণ—মর্ত্তপতি চিত্রাঙ্গদকে মুগ্ধ করবার জন্য। তার সেই অনন্তব্রত ভঙ্গ করার নিমিত্ত। যুগপতি দ্বাপরের আদেশে আমিই আজ চিত্রাঙ্গদ রাজাকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করব। সেইজন্যই এই রূপের ভাণ্ডার খুলে দিয়ে এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছি। রাজা এখনি এখানে আসবে, আমার প্রেম-দূতিকা রতিকে মদন সহ পাঠিয়েছি; তারাই সেই রাজাকে মৃগয়া হ'তে ভুলিয়ে এখানে নিয়ে আসছে। তবে এর মধ্যে আমার যেটী দুঃখের কারণ ছিল যে, স্বর্গবাসিনী হ'য়ে মর্ত্তের মানুষের সঙ্গে অনেক দিন পর্য্যন্ত আমাকে একত্র বাস ক'রে প্রেম দেখাতে হবে; যুগপতি দ্বাপর আমার সে দুঃখও দূর ক'রে দিয়েছেন, রাজার সঙ্গে আমার

পরিণত হবার পরেই আর আমার 'আমি কে' এ স্মৃতি থাকবে না। যতদিন রাজার কাছে থাক্‌ব, যতদিন কার্য্য উদ্ধার না হবে, ততদিন আমি আত্মবিস্মৃতা হ'য়ে মানবীর ন্যায়ই থাক্‌ব, তা' হ'লে আর আমার যে দুঃখ থাকল না। ঐ যে শিকারসজ্জে স'রে মদন রতি এসে পড়েছে।

মদন ও রতি সহ আত্মহারা চিত্রাঙ্গদের প্রবেশ।

মদন, রতি।—

গান।

একবার দেখ গো দেখ গো কেমন ওই ভুবনমোহিনী।
ও রতনে যতনে করগো তোমার মনোমোহিনী॥
নয়নে উছলে হের কি মাধুরী,
অধরে ধ'রে না প্রেমের লহরী,
রসে ঢলঢল রসিকা সুন্দরী,
নমিবে রসিকে সুখসভাগিনী।

চিত্রাঙ্গদ। অ্যাঁ! একি কোন মূর্ত্তি না চিত্রিত ছবি?

[স্পর্শ করিতে উপক্রম]

মদন, রতি।—　　[পূর্ব্ব গীতাবশেষ]

ছুঁও না, ছুঁও না, ঢলিয়ে পড়িবে,
লজ্জাবতী লতা সরমে মরিবে,
ওযে, জোছনার ছবি জোছনায় মিশিবে,
প্রণয়-পরশে গলিবে এখনি॥

[অন্তর্দ্ধান।

চিত্রাঙ্গদ। [একদৃষ্টে নিরীক্ষণ]

মোহিনী। কে তুমি সুন্দর নবীন যুবক?
দেখি রূপ অতি অপরূপ!

কুমার কি কাম কহনে না যায় !
না ছিল বিশ্বাস মোর
ধরাতলে ধরে কভু হেন রূপরাশি !
কে তুমি হে পুরুষ-রতন ?
কি লাগিয়া এসেছ এ বনে ?
কেন এই বিরহ-বিধুরা
একাকিনী যুবতীর পানে,
চেয়ে আছ সতৃষ্ণ নয়নে ?
কাহার সন্ধানে আকুল পরাণে,
ফের' বনে বনে বল, রূপবান্ ?
বুঝি বা তোমার হৃদয়-সঙ্গিনী,
কুরঙ্গিনী হ'য়ে গেছে পলাইয়া ;
তাই ধনুর্ব্বাণ করে, মতিমান্,
এসেছ কি তারে সন্ধান লাগিয়া ?
ছিঃ ছিঃ মতিমান্ ! ত্যজ ধনুর্ব্বাণ,
হরিণীর প্রাণে বড়ই বাজিবে।
রয়েছে যে বাণ নয়নে তোমার,
হানি সেই বাণ বিঁধেছ হরিণী,
তবে শরাসন করিয়ে ধারণ,
ভ্রম অকারণ কেন, গুণমণি ?

চিত্রাঙ্গদ। [সবিস্ময়ে] এ আমি কোথায় এসেছি ? আমার সম্মুখে ঐ কিসের ছবি দেখ্ছি ? আমার শ্রবণে এ কিসের অমিয় বর্ষণ হচ্ছে। হৃদয়ের মধ্যে এ কিসের স্রোত ব'য়ে যাচ্ছে! প্রাণের ভিতরে এ কিসের সঙ্গীত বেজে উঠ্ছে! একি কোনও কিন্নরের রাজ্য না কোন মায়ার

মায়াময় নিকেতন? এখানে আমায় কে নিয়ে এলো? কার সঙ্গে এলেম? এমন সুন্দর দৃশ্যময় স্থান ত আর কখনো কোথায় দেখি নাই! এমন সুন্দর লাবণ্যময়ী প্রতিমা আর ত কখনো চর্মচক্ষে পতিত হয় নাই। সুন্দরীর কণ্ঠস্বর শুন্‌ছি, না কোনও গন্ধর্ব্ববালার কোমল করে ঝঙ্কৃত বীণাতে বসন্ত-রজনীর বেহাগ-রাগিণী বিমিশ্রিত মোহন ঝঙ্কার শুন্‌ছি? কিছুই স্থির কর্‌তে পার্‌ছিনে। চির বিয়োগ-স্মৃতির কেমন যেন একটা আবেশময় আপ্লুতভাব আমার প্রাণের মধ্যে জেগে উঠেছে! কি এ! সহসা কি আমি কোনও স্বপ্নময়ী পুরীতে এসে উপস্থিত হ'লেম নাকি? তাই ঐ স্বপ্নময়ী রমণী নিজ স্বপ্নময় সঙ্গীতে আমার স্বপ্নময় জীবনকে যেন এক স্বপ্নময় সুধাহ্রদে নিমজ্জিত ক'রে রেখেছে? শুনি—শুনি—প্রাণ ভ'রে সুন্দরীর ঐ স্বপ্নমাখা সঙ্গীত শুনি।

মোহিনী। একি ভাব হেরি, মহাশয়!
না কহ বচন, বিস্মিত বদন,
নয়নের দিঠি যেন শূন্যপ্রায়,
শূন্য মন, উদাস পরাণ,
কি কারণে হেন ভাব বল, মহাজন!

চিত্রাঙ্গদ। কে তুমি ললনা, করিছ ছলনা?
বুঝিতে না পারি, এ বা কোন্ দেশ!
কেন হেথা ফিরি, কারে খুঁজে মরি,
মুগ্ধ আঁখি ভ'রে কারে চেয়ে দেখি?
লুব্ধ কাণে বল কার গান শুনি?
না জানি কি ছলে ছলিতে আমায়
আনিলে হেথায়, তুমি ছলনা-রূপিণী?
মজালে আমারে তব রূপমোহে,

নাহি দেহে প্রাণ সুধাংশুবদনি ?
কবি কৃতাঞ্জলি, শুনগো ভামিনি,
বাঁচাও আমায়ে এই প্রেম-নেশা হ'তে।
আমি অনন্ত-সেবক,
অনন্তের পাদপদ্ম বিনা
নাহি জানি পরনারী রূপ,
নাহি হেরি পরনারী মুখ ,
কিন্তু মায়াবিনি।
একি মায়াজাল করিয়ে বিস্তার,
মোহিলে আমারে তুমি বুঝিতে না পারি।
তাই বলি কৃতাঞ্জলি করি,
রক্ষা কর এ ঘোর সঙ্কটে।

মোহিনী। আমিও রমণী,
জানি নাই কখনো পুরুষ কেমন।
হেরি নাই কভু পুরুষের মুখ,
শুধু আপন সোহাগে—সোহাগিনী আমি,
আপনার ভাবে আপনি বিভোর!
ছিঃ ছিঃ মনচোরা!
কোথা হ'তে এসে মনঃপ্রাণ মম,
অগোচরে আজি করিলে হরণ।
আসিয়ে হেথায় ঘটালে কি দায়!
কেন হে মজালে অবলায়।
কি হবে উপায়, হায়, ভাবিয়া না পাই।
ছিঃ ছিঃ আমি নারী, কি করিতে পারি!

সর্ব্বাঙ্গেতে মরি, কি করি—কি করি—
নাহি পারি এবে ধৈরয ধরিতে।
কেন আচরিতে আসিলে মৃগাতে?
ছিঃ ছিঃ হে কঠিন পুরুষ রতন।
নাহি লাজ মান কিছু কি হে তব?

চিত্রাঙ্গদ। কিছুই বুঝি না—কিছুই জানি না,
কিবা প্রহেলিকা! কিবা চিত্তভ্রম।
কেবা দোষে কারে?
কার দোষে কে বা,
পড়ি হেন ধাঁধার মাঝারে।
কার রূপে কে বা হইল পাগল।
কার প্রেমে কেবা হয় মাতোয়ারা!
এ সংসারে মীমাংসা কোথায়?
এ সমস্যা কে করে ভঞ্জন?
[উদ্দেশ্যে] বিপদ্বারণ! হে অনন্তদেব!
কি বিপদে ফেলিলে আমায়।
কেন এ প্রবল পাপ-প্রলোভন মাঝে
ফেলিলে হে বল, নারায়ণ?
নাহি বল হৃদয়ে আমার,
দাও বল দুর্ব্বলে, শ্রীনাথ!

মোহিনী। [স্বগত] এখনও দেখ্‌ছি, ওষধ রীতিমত ধরেনি, এখনও দেখ্‌ছি, অনন্তের বুলি মুখে লেগে আছে! আচ্ছা থাক, যাচ্ছ। কতক্ষণ? ও বুলি তোমাকে ছাড়ালুম ব'লে। [প্রকাশ্যে] বলি মহাশয়! মৃগয়াতে এসে শেষে মৃগীর পরিবর্ত্তে দেখ্‌ছি, একজন দুর্ব্বলা নারী

শিকার ক'রে বস্‌লেন! একি আপনার ন্যায় বীরের উচিত কাজ হয়েছে? দুর্ব্বলের উপর অস্ত্রক্ষেপ করাই কি আপনাদের বীরত্বের পরিচয়?

চিত্রাঙ্গদ। আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে, সুন্দরি! আজ এই নূতন মৃগয়ায় এসে কে কাকে শিকার কর্‌লে? আমি শিকারী কি তুমি শিকারী, এ বিষয়ে এখনো সম্পূর্ণ সন্দেহ আছে।

মোহিনী। এ আপনার কেমন কথা হ'ল, মহাশয়? মৃগয়া কি কখনো রমণীকে কর্‌তে দেখেছেন? আপনাদের দেশে তা' হ'লে বুঝি রমণীতে মৃগয়া ক'রে থাকে?

চিত্রাঙ্গদ। আর কোন দেশে ক'রে কি না, কখনো দেখ্‌তে পাইনি, কিন্তু এই নূতন মৃগয়ায় এসে, তোমাকে দিয়ে সেটা আজ প্রত্যক্ষ কর্‌লেম।

মোহিনী। তাই যদি হয়, তা' হ'লে আপনি আমার শিকার; কেমন এ কথা স্বীকার কর্‌ছেন?

চিত্রাঙ্গদ। শিকারের স্বীকার-অস্বীকারে শিকারীর তাতে কি এসে যায় বল?

মোহিনী। শিকার নিজে এসেই যখন ধরা দেয়, তখন শিকারীর পক্ষে এরূপ মৃগয়া করা কিছুমাত্র কঠিন নয়।

চিত্রাঙ্গদ। শিকারী নিজে হাতে শিকার না কর্‌লে কি কখনো শিকার নিজে এসে ধরা দেয়, দেখেছ?

মোহিনী। তাই ত আজ দেখ্‌ছি, নতুবা দুর্ব্বলা রমণীর সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র কোথায় যে, সে শিকার কর্‌তে পার্‌বে?

চিত্রাঙ্গদ। তোমার ন্যায় রমণীর সঙ্গে অন্য অস্ত্রশস্ত্র নাই থাকুক্, কিন্তু তোমার ভ্রূধনুঃ দুখানিতে যে কটাক্ষ-শর যোজনা করা আছে, তাতেই এই শিকার বিদ্ধ হ'য়ে গেছে।

মোহিনী। [বংশীধ্বনি করণ]

চিত্রাঙ্গদা। হীন আমি, কেন মোরে কর বিড়ম্বন?

[অনন্ত মাহাত্ম্য, ২য় অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য – ৬৫ পৃষ্ঠা]

I. A. P. Syndicate—Calcutta

সহসা মায়াবিনীগণের আবির্ভাব।

মায়াবিনীগণ।—　　　গান।

আজি প্রেম-মৃগয়া করিব মোরা।
দেখি,　কেমনে শিকার নাহি দেয় ধরা॥
নয়নের কোণে রেখেছি যে বাণ,
জুড়িয়ে ধনুকে করিলে সন্ধান,
তখনি শিকার হারাইবে প্রাণ,
হইবে মোদের মৃগয়া করা।

[অন্তর্দ্ধান।

চিত্রাঙ্গদ। [সবিস্ময়ে]
একি কারা এলো! কারা চ'লে গেল!
বিদ্যুৎ-রূপিণী রমণী সকল,
কোথা হ'তে এলো কোথা বা মিশাল?
কহ গো সুন্দরি!
কোন্ বিদ্যাধরী তুমি?
হীন আমি,
কেন মোরে কর বিড়ম্বন?

মোহিনী। [পুনঃ বংশীধ্বনি]

মায়াবিনীগণের পুনরাবির্ভাব।

মায়াবিনীগণ।—　[পূর্ব্বগীতাবশেষ]

রূপের ফাঁদ রেখেছি পাতিয়ে,
প্রণয়-শিকলে রাখিব বাঁধিয়ে,
প্রেমের বাঁশরী উঠিবে বাজিয়ে,
হইবে শিকার আপন-হারা॥

[প্রস্থান।

চিত্রাঙ্গদ। হয়েছি—পাগল হয়েছি, আত্মহারা হয়েছি, আর আমার আপনার উপর কোনও অধিকার নাই। মায়াবিনীর মায়ায় মোহিত হয়েছি, রমণীর রূপে মুগ্ধ হয়েছি—নারীর কটাক্ষে বিদ্ধ হয়েছি—প্রেমের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হয়েছি—অনন্তের নাম ভুলে যাচ্ছি—আর উদ্ধার নাই! সুন্দরি! সুন্দরি! কি করলে আমায়? তুমি নিশ্চয়ই কোন মোহিনীমন্ত্র জান, নতুবা আমাকে এমন মুগ্ধ করলে কিরূপে? নতুবা আমায় পাগল করলে কিরূপে? নতুবা আমাকে অনন্তের নাম ভুলিয়ে দিচ্ছ কিরূপে, রমণি? রমণি, আমার সর্ব্বনাশ ক'রো না, অনন্তকে ভুললে আমার মহা পতন হবে—তুমি দয়া ক'রে আমাকে রক্ষা কর!

মোহিনী। [স্বগত] থাক, এইবার তোমাকে ভাল ক'রে রক্ষা করছি। [পুনঃ বংশীধ্বনি]

মদন, রতির আবির্ভাব।

মদন, রতি।—

গান।

হান' ফুলশর—হান' ফুলশর।
হইবে নাগর প্রেমেতে জর্জ্জর॥

চিত্রাঙ্গদ। [উন্মত্তের ন্যায় পদচারণা] না—আর পারি না—আর ধৈর্য্য ধরতে পারি না—আর আত্মদমনের শক্তি থাকল না!

মদন, রতি।— [পূর্ব্ব গীতাংশ]

রসিক নাগর, রসিকা নাগরী,
রসে ভাস, মোরা নয়নে হেরি,
ভালবেসে হেসে থাক নিরন্তর।

চিত্রাঙ্গদ। [বিহ্বলভাবে] ভালবেসে ফেলেছি—আর ফিরতে পারব না! একেবারে গ'লে গিয়েছি—আর ভুলতে পারব না! একেবারে ডুবে

পড়েছি, আর কূলে উঠ্‌তে পার্‌ব না। এস এস সুন্দরি! তোমার ঐ রূপের অনল জেলে কাছে এস, আমি তার মধ্যে পতঙ্গের মত একবার ঝাঁপিয়ে পড়ি।

মোহিনী। এই যে রতন! এই যে মাণিক! রূপের অনল বেশ ক'রে তোমার জন্য জেলে রেখেছি, এস, তুমি পতঙ্গের মত ঝাঁপিয়ে পড়্‌বে এস।

চিত্রাঙ্গদ। জেলেছ—সুন্দরি! জেলেছ? বেশ করেছ, এই আমি ঝাঁপিয়ে পড়্‌ছি, আর কোন দিক্‌ ফিরেও চাইব না। যাক্‌, সব যাক্‌, ধর্ম্ম-কর্ম্ম সব যাক্‌, কিছু চাইনে, রূপে আমায় পাগল করেছে! রূপে আমায় অন্ধ করেছে! দেখ্‌ব—সেই রূপের শেষে কি আছে।

মোহিনী। রূপের শেষে? রূপের শেষে প্রেম আছে—প্রেম আছে! কত প্রেম দেখ্‌তে চাও, তোমাকে দেখাব; প্রেমের ভাণ্ডার খুলে তার মধ্যে তোমাকে ছেড়ে দেবো। এস—এস—আর বিলম্ব ক'রো না।

চিত্রাঙ্গদ। রূপে প্রেম আছে, কি হলাহল আছে, তা' জানি না সুন্দরি! কিন্তু তবুও শেষে দেখ্‌তে হবে, ফির্‌তে আর পারব না।

মোহিনী। না—না—ফির্‌বে কেন? দেখ—দেখ এখনি দেখ, কত প্রেম দেখ্‌তে চাও, প্রেমিক! বল, এখনি দেখাচ্ছি।

মদন, রতি।— [পূর্ব্বগীতাবশেষ]

ডুবে থাক, ডুবে থাক, প্রেমের সাগরে,
চেও না—চেও না—পিছনে ফিরে,
দেখিবে তবে ত প্রেম কি সুন্দর॥

[অন্তর্দ্ধান।

চিত্রাঙ্গদ। জয়—তোমারি জয়, সুন্দরি! চল—চল—দুজনে মিলে প্রেমের সাগরে ডুবে থাকিগে।

[মোহিনীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কোশল—অন্তঃপুর।

রোদনপরায়ণা করুণা আসীনা।

কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চুকী। কাঁদিস্‌নি মা! কাঁদিস্‌নি। কি কর্‌বি বল্? উপায় যখন কিছুই নাই, তখন্ কি কর্‌বি? কেবল ভগবান্‌কে ডাক্, আর সহ্য কর্।

করুণা। সহ্য ত কর্‌ছি, ভগবান্‌কেও ডাক্‌ছি, কিন্তু ভগবান্ যে মুখ তুলে চান্ না, বাবা?

কঞ্চুকী। কে জান্‌ত মা! যে, মৃগয়ায় গিয়ে মহারাজ এমন সর্ব্বনাশ ক'রে আস্‌বে।

করুণা। এমন যে ঘট্‌বে, তা'ত কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি, বাবা!

কঞ্চুকী। তুই স্বপ্নে ভাবিস্‌নি, আমরা কল্পনায়ও আন্‌তে পারিনি। এমন স্থির সাগর যে ন'ড়ে উঠ্‌বে, তা' কেউ কখনো ভাবে নাই, মা!

করুণা। কোন্ পাপে অনন্তদেব এই সর্ব্বনাশ ঘটালেন?

কঞ্চুকী। পাপ ত তোদের এ জন্মে যে কিছু আছে, তা'ত আমার বোধ হয় না; জন্মান্তরের পাপ থাক্‌তে পারে।

করুণা। আমি আমার নিজের দুঃখ-কষ্টের জন্য কিছুমাত্র ভাবি না, বাবা! কুমার সুধীরকে কোলে ক'রে না হয় আমি ভিক্ষে ক'রে খাব; কিন্তু, দেবতার চরিত্রে এমন কলঙ্ক, এ যে আমি কিছুতেই সহ্য কর্‌তে পারিনে, বাবা! যাকে দেখ্‌লে লোকে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম ব'লে মনে কর্‌ত,

আজ তাঁকে দেখে লোকে আড়াল থেকে কত বিদ্রূপ কর্‌ছে, কত কুৎসা কর্‌ছে, এ যে স্বচক্ষে দেখ্‌তে হ'চ্ছে, আর কাণ পেতে শুন্‌তে হচ্ছে।

কঞ্চুকী। তা' ব্যাপার যেরূপ দাঁড়িয়েছে, তাতে লোকের মুখ চেপে রাখ্‌বার ত কোন উপায় নাই, মা ; এর একমাত্র উপায় হচ্ছে, যত না দেখে পার, যত কাণ পেতে না শুনে পার, তাই কর। এ ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, মা ? সন্তানের কাছে সত্যকথা বলিস্ ; মৃগয়া থেকে এসে' এ পর্য্যন্ত কি মহারাজ তোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নাই ?

করুণা। [লজ্জানত মুখে] সে কথা যাক্, তার জন্য আমার কোনও কষ্ট নাই, বাবা।

কঞ্চুকী। [স্বগত] আহা! লক্ষ্মীমায়ের আমার স্বামীর প্রতি অচলা ভক্তি! নিজের শত দুঃখ-কষ্ট চেপে রেখে, স্বামীর মঙ্গলের জন্য একমাত্র চেষ্টা! হায় ভগবান্! এমন লক্ষ্মীর ভাগ্যেও এমন দুঃখ লিখেছিলে! জানি না, তোমার এ খেলায় কি সুখ হয়!

করুণা। লোকে মনে করে, আমি বুঝি নূতন সপত্নী-বিদ্বেষে অহর্নিশ জ্ব'লে মর্‌ছি, কিন্তু বাবা! আমি ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে বল্‌তে পারি যে, সপত্নীর প্রতি আমার বিন্দুমাত্র হিংসা দ্বেষ নাই।

কঞ্চুকী। লোকের মনের ধারণায় কি হয়, মা ? মহারাজের বিশ্বাস কি জান্‌তে পেরেছিস্ ?

করুণা। তাঁর বিশ্বাস কি অবিশ্বাস আমি জান্‌তে চেষ্টা করিনি।

কঞ্চুকী। তা' কি আবার চেষ্টা কর্‌তে হয় বুঝি ? আরে বেটি! কাকে কি ব'লে ভুলাতে চাস্ ? স্বামীর বিশ্বাস অবিশ্বাস স্ত্রীলোকে ছ'মাসের পথথেকেও বুঝ্‌তে পারে। আরে বেটী! ঐ জন্যই ত'— অতটা ভাল মানুষ হ'তে যাস্ ব'লেই ত, তোর এমন দশা ঘটেছে, নইলে

তুই হ'লি মহারাজের প্রথমা পত্নী—পাটরাণী, রাজার উপর তুই যত আব্দার চালাতে পারবি, অপরে দু' দিন এসেই কি অমনি তাই চালাতে পারে? তুই নিতান্ত বোকা মেয়ে, তাই সেই নূতন রাণী এসে তোর উপর চাল্ চাল্‌ছে। তুই যদি একটুখানি কড়া হ'য়ে চলিস্—কড়া মেজাজে থাকিস্, তা' হ'লে—বেটি! কার্ সাধ্য যে তোর উপর কথা কয়?

করুণা। আমি এখনি ত বল্লেম, বাবা, তার জন্য আমার কিছুমাত্র দুঃখ নাই। যদি বুঝ্‌তেম, মহারাজ আমাকে ত্যাগ ক'রে নূতন পত্নীকে নিয়ে সুখে আছেন, তা' হ'লে আমার একবিন্দুও দুঃখের কারণ ছিল না; কিন্তু বাবা! তা'ত তিনি পাচ্ছেন না, সুখ-শান্তি পেলে কি তাঁর চিত্ত অমন চঞ্চল হয়? আমি অন্তরাল হ'তে তার মুখের দিকে চেয়ে দেখেছি, মুখের সে শ্রী নাই, মুখের সে হাসি নাই, যেন কি এক মলিনতার অন্ধকারে মহারাজের মুখখানি এখন ঢাকা আছে। শরীরের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লেম, যেন মহারাজের সেই শরীর সহসা ভেঙ্গে পড়েছে। তাতেই বাবা, আমি বুঝ্‌তে পেরেছি যে, তিনি সুখশান্তি কিছুই পাচ্ছেন না।

কঞ্চুকী। তা' যদি নাই পায়, তবে আর সে ডাকিনী বেটীর জন্য মরে কেন? রাক্ষসী বেটী নিশ্চয়ই কোন মায়াবিনী, নতুবা মানুষ হ'লে এমন ক'রে মহারাজকে অন্ধ কর্‌তে পার্‌ত না।

করুণা। আমার আরও ভয়ের কারণ হ'য়েছে এই, যে মহারাজ অনন্তের নাম স্মরণ ভিন্ন নিঃশ্বাসটী পর্য্যন্ত ছাড়েন নাই, সেই মহারাজ নাকি এখন দিনান্তেও একবার অনন্তের নাম মুখে আনেন না।

কঞ্চুকী। বল্লেমই ত যে, ঐ মায়াবিনী বেটীই মহারাজের সর্ব্বনাশ করেছে; শুধু কি তাই মা? রাজকার্য্যে মন নাই, কচিৎ কখনো রাজসভাতে যাওয়া আছে মাত্র, তাও আবার মন্ত্রী প্রভৃতি কারো সঙ্গে কোনও পরামর্শ করা নাই; প্রজার সুখ-দুঃখের প্রতি আর এখন

কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই। এমন শান্তি-রাজ্যে এখন দিন দিন পাপ দেখা দিয়েছে, দুর্ভিক্ষ মহামারির সূচনাও হয়েছে। প্রতিদিন শত শত প্রজার আবেদন, নিবেদন রাজ-দ্বারে উপস্থিত হয়, কিন্তু রাজার কাণে তা' পৌঁছায় না; যেটা পৌঁছায়—তারও কোনও বিচার হয় না। তবে বল্ দেখি মা! কেমন ক'রে এ রাজ্য রক্ষা হবে? পরিণামে যে আর কি দাঁড়াবে, তা' সেই অনন্তদেবই জানেন; কিন্তু সেই সব দৃশ্য দেখ্বার পূর্ব্বেই যদি এই জরাগ্রস্ত কঞ্চুকীটা মর্‌তে পার্‌ত, তা' হ'লে বুঝি অনেকটা সুখে যেতে পার্‌ত!

করুণা। না বাবা! আপনি অমন প্রার্থনা কর্‌বেন না; আপনারা আছেন ব'লেই এখনও এ রাজ্য টিকে আছে, আর মহারাজও অনেকটা শান্ত আছেন; কিন্তু বাবা, আপনারা যদি আমাদের মায়া কাটিয়ে চ'লে যান, তা' হ'লে আর কিছুই থাক্‌বে না।

কঞ্চুকী। পাগ্‌লী বেটি! নিজেদের সুখের জন্য এখনও আমাকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে চাস্? এ বুড়োর দ্বারা তোদের কেবল অন্ন ধ্বংস বই আর কিছুই হচ্ছে না। এখন মানে মানে স'রে যাওয়াই আমার পক্ষে মঙ্গল। যাক্ এখন, আমার 'সুধু' দাদাকে যে কৈ দেখ্‌তে পাচ্ছিনে যে; সে কোথায় মা?

করুণা। সুধীর আপনার অনন্তের সঙ্গে খেলা কর্‌ছে।

কঞ্চুকী। একটা কথা ব'লে রাখি, সুধুকে আমার একটু সাবধানে রাখিস্, বেটী; সে ডাকিনী বেটীর কাছে যেন যেতে দিস্‌নি!

সুধীরচন্দ্রের হাত ধরিয়া অনন্তের প্রবেশ।

করুণা। ওকি, অনন্ত সুধীরের হাত ধ'রে ওভাবে আন্‌ছে কেন?

সুধীর। [চক্ষু রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে] ওগো মা গো! আমার চোখ দুটো গেল গো—বড় জ্বালা কর্‌ছে—বড় পুড়ে যাচ্ছে—

করুণা। কি হয়েছে, সুধীর? চোখে কি কিছু পড়েছে?

সুধীর। না মা, ছোট মা বিঁধিয়ে দিয়েছে—ওগো মাগো! কৈ তুই?

করুণা। [সুধীরকে ক্রোড়ের কাছে লইয়া] কি হয়েছে, বাবা অনন্ত?

অনন্ত। আমরা দু' ভেয়ে মিলে খেলা করছিলুম, এর মধ্যে রাজা ম'শায়ের ছোটরাণী কোত্থেকে বাঘের মত লাফ মেরে এসে সুধীরের চোখ দুটোর মধ্যে যেন কি বিঁধিয়ে দিয়ে গেল, আর সুধীর যাতনায় কেঁদে উঠ্‌ল, তাই আমি সুধীরের হাত ধ'রে নিয়ে এলুম।

সুধীর। আমি যে আর চোখ চাইতে পারছিনে মা? চোখের ভেতর কি যেন বিঁধ্‌ছে।

করুণা। দেখুন বাবা! সুধীরের আমার চোখে কি হ'ল।

কঞ্চুকী। আমি ত একটু আগেই তোকে বল্‌লেম মা! যে, সুধুকে সে ডাকিনীর কাছে যেতে দিস্‌নে।

অনন্ত। রাজা মশায়কে ব'লে তবে ঐ ছোটরাণীকে আচ্ছা ক'রে জব্দ করব।

সুধীর। কৈ মা? চোখে যে আমি কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছিনে, কেবল আঁধার দেখ্‌ছি। মাগো! তবে কি আমি আর চোখে দেখ্‌তে পাব না? এইরূপ কি তবে অন্ধ হ'য়ে আমাকে থাক্‌তে হবে?

করুণা। হায় অনন্ত! কি করলে? আমার এই একমাত্র অন্ধের নয়ন, তাকে আজ অন্ধ ক'রে দিলে? নারায়ণ! মধুসূদন! আমার চক্ষু অন্ধ ক'রে দিয়ে আমার সুধীরের চক্ষু ভাল ক'রে দাও। পদ্মপলাশ-লোচন! শুনেছি তোমার নাম নিলে জীবের জ্ঞান-চক্ষুঃ পর্য্যন্ত খুলে যায়, তাই তোমাকে পদ্মপলাশলোচন ব'লে ডাক্‌ছি, আমার সুধীরের চক্ষুদান ক'রে দাও।

কঞ্চুকী। কাঁদিস্‌নে মা! স্থির হ'য়ে থাক্, আমি রাজবৈদ্যের নিকটে গিয়ে তাকে নিয়ে আস্‌ছি। যদি বৈদ্যরাজের ঔষধে আজ আমার সুধুর চোখ ভাল না হয়, তবে—তবে—কিন্তু আমি ব'লে যাচ্ছি—বেটি! আজ আমি তোর রাজাকে একবার দেখ্‌ব, কেমন ক'রে রাজা ঐ রাক্ষসীটাকে গৃহে স্থান দেয়! কি! এত বড় যোগ্যতা যে, আমার সুধুর চোখ নষ্ট করে দেয়! এতদিন তোর মত লক্ষ্মীকে কষ্ট দিচ্ছে, তার জন্য আমি কিছুই রাজাকে বলিনি, কেবল সহ্য ক'রে আস্‌ছি। তুই যে লক্ষ্মী আমার এত দুঃখ ভোগ কর্‌ছিস্, সে খবর বুঝি আমি রাখি না? তবুও রাজাকে তার জন্য কিছু বলিনি; কিন্তু আজ আর সহ্য কর্‌তে পার্‌ছিনে। আমি বৃদ্ধ, চলৎ-শক্তিরহিত হয়েছি ব'লে তোরা মনে করিস্‌নে যে, আমার ব্রহ্মতেজের হ্রাস হয়েছে। আজ সুধুর এই অবস্থা দেখে আমার সেই ব্রহ্মতেজঃ জ্বলে উঠেছে, আজ দেখ্‌ব, কেমন ক'রে রাজা তার রাক্ষসী পত্নীকে আমার ব্রহ্মকোপানল থেকে রক্ষা কর্‌তে পারে! আমি চল্‌লেম মা! বৈদ্য আন্‌তে চল্‌লেম, তুই সুধুকে নিয়ে গৃহের মধ্যে যা।

[যষ্টিহস্তে ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে প্রস্থান।

করুণা। হায়! সবদিকেই অমঙ্গলের লক্ষণ। যদি ব্রাহ্মণের ব্রহ্ম-শাপে মহারাজের কোনও বিপদ্ হয়, তাও ত আমি সহ্য কর্‌তে পার্‌ব না। আমার যে কোন দিকেই উপায় নাই, দেখ্‌ছি। [রোদন]

সুধীর। মা!

করুণা। কি বাবা?

সুধীর। তুই কি কাঁদ্‌ছিস্ মা? না মা! তুই কাঁদিস্‌নে, বুড়ো দাদা বদ্যি ডাক্‌তে গেল, এখনি এসে আমার চোখ সেরে দেবে, তোর ভয় নাই মা!

করুণা। অনন্তদেব তাই করুন, বাবা! তুমিও একমনে সেই অনন্তদেবকে ডাক, আমিও ডাকি। আমাদের ডাক্ শুন্‌লে সেই দয়াময়ের দয়া হবেই হবে। সেই দয়াময় অনন্ত ভিন্ন আর আমাদের দয়া কর্‌বার কেউ নাই, বাবা!

সুধীর।—

গান।

কোথা আছ দয়াময় অনন্ত।
এসে কর আমার এই দুঃখ অন্ত॥
আমি কেঁদে তোমায় ডাকি হরি,
আমায় দয়া কর, হে মুরারি,
আমি হয়েছি হে ভয়ে কাতর নিতান্ত॥
আজ নয়নদুটী হ'লেম হারা,
তাই হেরে মা জ্ঞানহারা,
আমায় দিয়ে আঁখি—কমল-আঁখি,
(আমার) পাগলিনী মায়ে কর শান্ত॥

অনন্ত। আহা রাণী মা! সুধুর আমার কি কষ্ট হ'চ্ছে—কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছে না! আমি রাজামহাশয়কে ডেকে নিয়ে আস্‌ব, রাণী-মা?

করুণা। না বাবা অনন্ত! মহারাজকে ডাক্‌তে হবে না, বাবা এখনি বৈদ্য নিয়ে আস্‌বেন।

সুধীর। অনন্ত দাদা! তুমি আমার কাছে থেকো, যেন চ'লে যেওনা।

করুণা। না বাবা! তোমার কাছ ছাড়া হ'য়ে অনন্ত কোথায় যাবে? এস, আমরা গৃহের মধ্যে যাই।

[সুধীরকে কোলে করিয়া করুণা ও অনন্তের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অন্তঃপুর—কক্ষ।

মোহিনীর প্রবেশ।

মোহিনী। বড় রাণীর দর্পচূর্ণ ক'রে ছেড়েছি, তার সাধের কুমারের চোখ দুটী আজ নষ্ট করে দিয়েছি, আর যাদুমণির ও চোখ দিয়ে কিছু দেখ্‌তে হচ্ছে না—জন্মের মত অন্ধ হ'য়ে থাক্‌তে হবে! অন্ধ হ'লেই রাজত্বের দাবী উঠে গেল, এখন আমার গর্ভে যে ছেলে হবে, সে-ই রাজ্যের অধিকারী হবে। যাক্, ও বিষয়ে একরূপ নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এখনও অনেক কাজ বাকী, ক্রমে ক্রমে সার্‌তে হবে। ক' দিনই বা আর এখানে এসেছি! যে দিন এসে রাজার সঙ্গে একটা লোক দেখানো বিবাহ হ'য়ে গেল, সেইদিন থেকেই ত নিজের কৌশল জাল বিস্তার কর্‌তে আরম্ভ করেছি। তার প্রথম জালে সুধীরকে ফেলেছি, এখন এক এক ক'রে অনেককেই এ জালে ফেল্‌তে হবে। রাজা এখন একেবারে আমার কাছে একটী পুতুল, যে পাশে রাখ, সেই পাশেই থাকে। যা' ইচ্ছা কর্‌ব, তাই ক'রে নেব, তার জন্য ভাবনা নেই। ভয় করি এখন—কেবল ঐ সেনাপতি বিজয়কে। বিজয়কে হস্তগত কর্‌তে না পার্‌লে, ঠিক একচ্ছত্রী অধিকার চালাতে পার্‌ছিনে। এখন বিজয়কে হস্তগত করি কিরূপে? বিজয় শুনেছি, খুব একজন বীরপুরুষ, এখনও বিবাহ করেনি, সচ্চরিত্র বলে বিজয়কে দেখ্‌ছি, সকলে ভক্তি শ্রদ্ধাও করে; বিজয় কি তা' হ'লে সুন্দরীর রূপ ভালবাসে না? তার বীর-হৃদয়ে কি ভালবাসার স্রোত প্রবাহিত হয় না? নারীর প্রেম-কটাক্ষে কি তার

বীব-হৃদয়কে কি বিচলিত করতে পাবে না? এমন বীবপুরুষ কি পৃথিবীতে কেউ আছে যে, বমণীব কটাক্ষ-বাণকে পরাস্ত করতে পাবে? বিশ্বাস হয় না। একবাব সেই চেষ্টা ক'রে দেখিনা, বিজয়কে দেখ্‌তেও পবমসুন্দর, মুখখানি যেন আবও সুন্দব! মন্দ কি? একবার দেখিই না। রাজা হ'তেও বিজয় সুন্দব, রাজা হ'তেও বিজয়েব বয়স কম, কেবল এইমাত্র নবযৌবনে বিজয় পদার্পণ কবেছে। লোকে নিন্দে কর্‌বে, হাঃ—হাঃ—হাঃ! কিসেব লোকনিন্দা! কিসের পাপ! সে ভয় মোহিনীর প্রাণে নাই। সুখেব জন্য সংসারে এসেছি, প্রাণে যাতে সুখ পাই, প্রাণে যাতে আনন্দ পাই, তাই কর্‌ব। বিজয়কে ভালবাস্‌লে যদি সুখ পাই, তবে তাই কর্‌ব; আবাব যদি বিজয়কে ছেড়ে আব কাউকে ভালবাস্‌তে সাধ হয়, তখন আবার তাকে ভালবাস্‌ব। দেখি, বিজয়কে লাভ করতে পারি কি না। রাজা এখনি এখানে আস্‌বে, আর তাকে এখন ভাল লাগে না, দু'দিনের মধ্যেই সে সুখ মিটে গেছে, এখন আবার নূতন সুখ চাই। আসুক্ রাজা, অসুখের ভাণ ক'রে প'ড়ে থাকি।

[গৃহতলে শয়ন]

ধীরে ধীরে চিত্রাঙ্গদের প্রবেশ।

চিত্রাঙ্গদ। [দেখিয়া] একি। শরতের পূর্ণশশী আজ আকাশ ছেড়ে ভূতলে পতিত কেন? প্রাণময়ী জীবন-রূপিণী মোহিনী আজ এমন আলুথালু বেশে ধূলায় প'ড়ে কেন? বল বল মানময়ি! আমার কোন্ ত্রুটি দেখে তুমি আজ এমন অভিমান করেছ? যদি কোন অপরাধ ক'বে থাকি, তা' হ'লে সুধাংশুবদনি! তার জন্য অপরাধীকে যে শাস্তি প্রদান কর্‌তে ইচ্ছা কর, তাই প্রদান্ কর। কৈ, তবু কথা কইছ না? ওঠ, ওঠ, প্রাণেশ্বরি! ওঠ ওঠ প্রাণাধিকে! তোমার ঐ বরবপুতে ধূলা মাখা শোভা পায় না।

মোহিনী। উঃ—হুঃ—হুঃ—হুঃ—যাই গো মা! উঃ—কি, যন্ত্রণা! এ যন্ত্রণা যে আর সইতে পারি না গো!

চিত্রাঙ্গদ। এ কি মোহিনি! তোমার কি কোনও অসুখ করেছে? আমি এতক্ষণ অন্যরূপ মনে ক'রে পরিহাস কর্‌ছিলেম।

মোহিনী। উঃ—হু—হুহু, তা' করবে বৈকি? পরের দুঃখে—পরের কষ্টে, পরের তাতে কি বল? উঃ হু—হু—হু গেলাম গো—

চিত্রাঙ্গদ। যথার্থ বল্‌ছি, মোহিনি! আমি তোমার অসুখের কথা কিছু জান্‌তে পারি নাই।

মোহিনী। তা' জান্‌বে কিরূপে? যে যার কাজ নিয়েই ব্যস্ত, তাতে পরের খবর রাখ্‌বার কি দরকার প'ড়েছে? উঃ হু হু হু—মাগো! মলেম গো!

চিত্রাঙ্গদ। কেন মোহিনি! তুমি আমাকে সংবাদ দাওনি, আমি তা' হ'লে শতকার্য্য ফেলে তখনি চ'লে আস্‌তেম। যাক্, এখন এই ভূমিতল ত্যাগ ক'রে নিজের শয্যার উপরে এস। তোমার কোমল অঙ্গে ব্যথা লাগ্‌বে যে!

মোহিনী। তা' কি করব? যাকে দেখ্‌বার কেউ না থাকে, তার এইরূপ দশাই ঘ'টে থাকে, তা' ব'লে কি করা যাবে! উঃ-হু-হু-হু—মাথাটা গেল গো—

চিত্রাঙ্গদ। তা' হ'লে মাথার ব্যথা? আমি তবে মাথা টিপে দিই।

মোহিনী। না—না—তোমার অমন কড়া হাতে আমার মাথা টিপো না, তা' হ'লে আরও ব্যথা বাড়্‌বে গো।

চিত্রাঙ্গদ। তবে কোন পরিচারিকাকে ডাকি?

মোহিনী। না, কাউকে ডাক্‌তে হবে না, পরে কি মন দিয়ে পরের কিছু করে? উঃ-হু-হু-হু যাই যে মা!

চিত্রাঙ্গদ। ও কি কথা, মোহিনি! তোমার এখানে আবার পর কে? তোমারই যখন সব, তখন কে না তোমার শুশ্রূষা করবে?

মোহিনী। থাক্—থাক্—আর আমাকে অত বাড়াতে হবে না! আমি তোমাদের কে? একটা দাসীও আমার চাইতে সুখী। হায়, আমি না জেনে, না বুঝে যেমন কাজ করেছিলেম, আজ তেমনিই ক্লেশ পাচ্ছি! উঃ-হু-হু-হু গো—আর যে পারি না মা!

চিত্রাঙ্গদ। মোহিনি! আর আমাকে দগ্ধ করো না, তুমি একবার মুখ ফুটে বল যে, কি করলে তোমার শান্তি হয়, কি করলে তোমার এই আকস্মিক রোগের উপশম হয়, আমি এই মুহূর্ত্তেই তাই করছি। মোহিনি! আমি তোমার জন্য কি না করছি? তোমার জন্য আমি রাজ্য ঐশ্বর্য্য সবই একরূপ ত্যাগ করেছি; বড়রাণী করুণার ছায়া পর্য্যন্ত দেখ্‌তে যাই না; নিজের পুত্র সুধীরচন্দ্রকে পর্য্যন্ত কোলে করি না। আজ আবার তুমি তাকে অন্ধ ক'রে দিয়েছ, তার জন্যও কিছুমাত্র আমি মনে করি নাই। বৃদ্ধ কঞ্চুকীদেবের তিরস্কার কাণ পেতে শুনে সহ্য করেছি, তবুও তুমি আমাকে পর মনে ক'রে ব'সে আছ?

মোহিনী। [ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়া] কথা শুনে আর না উঠে ব'সে আর পারলেম না; যে কথাগুলো বললে তা' শুনে মরা-মানুষও চুপ ক'রে থাকতে পারে না। উঃ-হু-হু-হু—মাথা কি তুলবার সাধ্য আছে! পোড়া যমও ত চোখে দেখ্‌তে পায় না! একে ত এই অসুখ, তার উপর আবার এইরূপ বাক্যবাণ! হায় হায়! আমার কোমল হৃদয়ে কি ও সব কড়া কথা সহ্য হয়? উঃ-হু হু-হু—মাগো! তুমি কোথায় আছ গো, দেখে যাও—আমার কি দশা হচ্ছে গো! [রোদন]

চিত্রাঙ্গদ। মোহিনি! প্রাণের মোহিনি আমার! তুমি কেঁদ না, কেঁদ না; আমি তোমাকে কোন অন্যায় কথা ব'লে থাকি ত আমার মস্তকে

এখনি বজ্রাঘাত হ'ক্। মোহিনি! একবার আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টিতে চাও।

মোহিনী। না তুমি নিজের মুখেইত এইমাত্র ব'লে যে, আমি তোমাকে রাজকাজ ছাড়িয়েছি, বড়রাণীকে ছাড়িয়েছি, আবার তার ছেলেকে আমিই নাকি অন্ধ ক'রেও দিয়েছি; ওমা একি ভয়ঙ্কর কথা গো! আমি যাবো কোথা? লোকে শুন্‌লে আমাকে কি বল্‌বে? এতক্ষণ হয় ত শতমুখীরা শতমুখে রাজ্যময় আমার নিন্দা ক'রে বেড়াচ্ছে! আমি তোমাদের ছেলের চোখ নষ্ট ক'রে দিয়েছি, এই কথা শুনে তুমিও যখন বিশ্বাস করেছ, তখন আর কি? উঃ-হু-হু হু—গেলেম গো! আমায় এত কথাও আজ শুন্‌তে হ'ল! পোড়া যম! তুই কোথায়? তুই আমাকে নিয়ে যা—আর আমার এ যন্ত্রণা সয় না গো!

চিত্রাঙ্গদ। না মোহিনি! তুমি যমকে ডেক না, ও কথা শুন্‌লে আমার প্রাণ কেঁপে ওঠে। তুমি এখন বল, কি কর্‌লে, তোমার মনের কষ্ট দূর হয়। এই তোমার হাত ধ'রে দিব্য কর্‌ছি, আমি নিশ্চয়ই সে কথা পালন কর্‌ব।

মোহিনী। আমি আর কিছু বল্‌তে চাইনে, আমিই তোমার কাছে মিনতি ক'রে বল্‌ছি, আমাকে তুমি যেখানে ছিলুম, সেখানে পাঠিয়ে দাও; আমি কারো সুখের পথের কাঁটা হ'য়ে থাক্‌তে চাইনে। দিনরাত হিংসুটে মাগীরা হিংসে কর্‌বে, আর শাপ্‌বে-তাপ্‌বে, তা' আমি সইতে পার্‌ব না। শেপে-শেপেই ত মাগীরা আমার এই অসুখ বাড়িয়ে দিয়েছে; কবে হয় ত গলাটিপে ধর্‌বে, না হয় তো বিষ খাইয়ে মেরে ফেল্‌বে। কাজ কি আমার সে অপঘাত মৃত্যুতে? তার চেয়ে আমার স্বস্থানে প্রস্থান করাই মঙ্গল।

চিত্রাঙ্গদ। কারা তোমাকে অভিশাপ দেয়, মোহিনি? একবার তাদের নামটা আমার কাছে বল দেখি; দেখি—তার প্রতিবিধান করি কি না। কি—এতদূর স্পর্দ্ধা যে, সাপিনীর পুচ্ছ ধারণ ক'রে ক্রীড়া কর্‌তে চায়!

মোহিনী। থাক্, আমি কারো নাম বল্‌তে চাইনে, সে কারো বিশ্বাসও হবে না ; তারা সতী-সাবিত্রী—তাদের কথা কি কেউ বিশ্বাস কর্‌বে ?

চিত্রাঙ্গদ। মোহিনি! তোমার হাত ধরি, একবার বল—তাদের নাম বল। [হস্ত ধারণ]

মোহিনী। তারা আর কে ? তোমার বড় সাধের বড়রাণী—করুণা সুন্দরীই ত আমার মাথার অসুখ বাড়িয়েছে। যেদিনে এখানে এসেছি, সেইদিন থেকেই ত আমার সর্ব্বনাশের চেষ্টায় ফির্‌ছে ; কত ছল—কত চাতুরি—কত ফিকির-ফন্দি, যে আঁট্‌ছে, তা' আর কি বল্‌ব ? এই ত আজই আমার নামে একটা অপবাদ রটিয়ে দিলে! সে নিজেই আমার সুধীরকে অন্ধ ক'রে আমার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে তোমার মন ভাঙাতে চায়, এ আর আমি বুঝি না ? আমি তার ছেলেকে অন্ধ ক'রে দিয়েছি ? আমি বরং কত ভালবেসে আমার সুধীরচন্দ্রকে কোলে ক'রে আদর করি, আর মিথ্যাবাদিনী মাগী তার উল্টোটা লোকের কাছে গেয়ে বেড়ায়! এইরূপে তোমার পাটেশ্বরী একটা দল জুটিয়ে নিয়েছে ; তারা সব রাস্তা-ঘাটে পথে-মাঠে কেবল আমার কুৎসা ক'রে বেড়ায় ; এই রকম ক'রে একজন ভাল মানুষের পিছনে যদি রাজ্যি-সমেত লোক লাগে, তা' হ'লে সে কেমন ক'রে সেখানে টিক্‌তে পারে ? তাতেই ত বল্‌ছি, আমি কারো নিন্দে-বান্দা কর্‌তে চাইনে, আমি নিজেই মন্দ—সেই ভাল! আমাকে তুমি স্বস্থানে পাঠিয়ে দাও, পেটে অন্ন না জোটে—নগরে ভিক্ষে ক'রে খাব। তবে তোমাকে দেখ্‌তে পাব না, সেই এক কষ্ট ; নির্জ্জনে ব'সে ব'সে না হয় তোমাকে মনে মনে ভাব্‌ব, আর চোখের জল ফেল্‌ব।

চিত্রাঙ্গদ। মোহিনি! তুমি কি বল্‌ছ ? তুমি ভিক্ষে ক'রে খাবে ? এ সব রাজ্য-ঐশ্বর্য্য তবে কার জন্য ? আমার এ রাজ্যের অধিশ্বরী তবে কে ?

মোহিনী। কেন তোমার আদরিণী করুণা?

চিত্রাঙ্গদ। কখনই না, করুণাকে আমি দাসী হ'তেও হীনভাবে রেখেছি; মাত্র দুই বেলা তার জন্য দুটী অন্নের ব্যবস্থা আছে; আজ হ'তে তার সে অন্নও বন্ধ হবে। যখন সে তোমার সরল প্রাণে বেদনা দিতে আরম্ভ করেছে, তখন তার নিজের পায়ে সে নিজেই কুঠার আঘাত ক'রেছে। মোহিনি, আজ আমি তোমার অঙ্গ স্পর্শ ক'রে প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি যে, আজ হ'তে বড়রাণী নিজের পুত্রের সহিত এক বস্ত্র পরিধান ক'রে অনাহারে কাল যাপন কর্‌বে। দেখি তোমার প্রতি কেমন ক'রে সে অত্যাচার করে!

মোহিনী। ও ত একটা বালক ভুলান কথা বলা হ'ল; তুমি মুখে তাদের অন্ন বন্ধ ক'রে দিলে; আর তার দলের পাঁচ জন যারা আছে, তারা গোপনে গোপনে যোড়শোপচারে তার সেবা কর্‌বে-এখন। লাভের মধ্যে দুর্নামের ভাগী আমরাই হলুম; আর আমার যে কষ্ট সেই কষ্টই থেকে গেল। হাঁ, তবে যদি তাকে বাড়ী-ছাড়া ক'রে বনে তাড়িয়ে দিতে পার, তা' হ'লে বরং কতকটা বাঁচা যায়; 'তা' সে তুমি পার্‌বেও না— কর্‌বেও না। তার চেয়ে আমারই এই বাড়ী ছাড়া এখন উচিত।

চিত্রাঙ্গদ। একেবারে বাড়ী হ'তে তাড়িয়ে দেওয়াটা, কেমন যেন বোধ হয়, মোহিনি!

মোহিনী। সে ত আমি জানিই যে, তা' তুমি পার্‌বেও না, কর্‌বেও না; তুমি তাকে যখন ভালবাস, তখন একেবারে চোখের অন্তরাল কর কি ক'রে! এ ত তুমি সত্যকথাই ব'লেছ। যাকে ভালবাসা যায়, তাকে কেউ কখনো চোখের অন্তরাল কর্‌তে পারে। তবে আবার তার জন্য অত প্রতিজ্ঞা করা কেন? এইমাত্র যে আমি যা বল্‌ব, তাই কর্‌বে ব'লে লম্ফ-ঝম্ফ করা হ'ল, বলি তার দরকার ছিল কি? আমি ত আর

কাউকে জোর ক'রে দিব্যি গাল্‌তেও বলিনি, আর আমি জোরই বা কর্‌ব কা'র উপর? আমার জোর কর্‌বার লোক যদি এখানে কেউ থাক্‌ত, তা' হ'লে সে জোর চল্‌ত, তা' হ'লে সে আমার দুঃখ কষ্ট বুঝ্‌ত, তা' হ'লে সে আমার এই সব অপমান দেখে কখনই সহ্য কর্‌তে পারত না। তা' যখন নাই, তখন আর আমার সে ক্ষোভ ক'রে লাভ কি? তার চেয়ে আমি যেমন ছিলুম, তেম্‌নি থাকাই উচিত; আমি দরিদ্রের কন্যা, আমার এ রাজরাণী হওয়া সাজ্‌বে কেন? ভিক্ষা ক'রে খেয়ে যাদের দিন কাটাতে হয়, তাদের পেটে অতিরিক্ত ঘৃত সহ্য হবে কেন? আমরা বনের মানুষ, বনের ফলই আমাদের কাছে ভাল; এ রাজ-ভোগ, রাজ-অট্টালিকা, এ সব আমাদের মানাবে কেন? তাই দাও মহারাজ! আমি যেখানকার মানুষ, আমাকে সেইখানে পাঠিয়ে দাও। কেন আমার জন্য তোমাদের সুখ-শান্তির ব্যাঘাত কর? উঃ-হু-হু-হু— আবার গেলেম গো—[কৃত্রিম রোদন]

চিত্রাঙ্গদ। মোহিনি! মোহিনি! আর না, আর তোমার মর্ম্ম-বিলাপ সহ্য কর্‌তে পারি না! তোমার চোখে জল দেখে আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে। তাই বলি প্রাণময়ি! আর কেঁদ না, তুমি জান্‌তে পার্‌ছ না—প্রিয়ে! তুমি বুঝ্‌তে পার্‌ছ না—প্রাণেশ্বরি! তোমার কষ্ট দেখে আমার অন্তরের মধ্যে কি হ'য়ে যাচ্ছে; তোমাকে দেখাতে পার্‌ছি না চন্দ্রাননে! যে, এই চিত্রাঙ্গদের হৃদয়পটে কার চিত্র অঙ্কিত ক'রে রেখেছি! তোমাকে আমি কতখানি ভালবাসি, তা' আমি তোমাকে ভাল ক'রে বুঝাতে পারি না, মোহিনি! তুমি শীঘ্রই দেখ্‌তে পাবে—মোহিনি! তোমার চিরশত্রু এবং আমার সুখের পথের কণ্টক করুণাকে নিশ্চয়ই বনবাসিনী কর্‌ব। এখন এস, আমি তোমার হাত ধ'রে শয়ন-গৃহে নিয়ে যাই।

[মোহিনীর হস্ত ধরিয়া প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজপথ।

গীত নৃত্য করিতে করিতে মোহ ও মায়ার প্রবেশ।

গান।

উভয়ে।— আমরা 'মোহ' 'মায়া' দুইজনে হাওয়ার সনে রই।
লোকের প্রাণের সনে কাণে কাণে প্রাণের কথা কই॥
মোহ।— আমি 'মোহ' আমার মোহন বাঁশরীর তানে,
মুগ্ধ ক'রে রাখি কত আকুল লুব্ধ প্রাণে,
মায়া।— আমি 'মায়া' আমার মায়ায় হই গো জগৎ-জয়ী।
উভয়ে।— জগৎ-জোড়া নাম আমাদের, জানে গো সবাই,
ভালবেসে হেসে হেসে সবার পাশে যাই,
মোরা, বিষ ঢেলে দি' সুধা ব'লে, আমরা দুটী যেমন-তেমন নই॥

মোহ। ক'দিন বেশ আছি, কিন্তু মায়া! রাজার প্রাণটা কেমন খোলা-খালা, যেন ফাঁকা মাঠ, শুতে বসতে বড় হাপ্‌সে উঠ্‌তে হয় না।

মায়া। আমিও সত্যি বল্‌ছি, মোহ! ছোটরাণীর কাছে আমি বেশ আছি, সে-ও আমাকে একবার সঙ্গ-ছাড়া করে না। আমাকে নিয়েই তার অত জারিজুরি।

মোহ। অনেক দিন পরে দু'জনে একসঙ্গে এসে মিলেছি; কতদিন তোর চাঁদমুখখানা দেখিনি! এতদিন তোর মুখখানা না দেখে মায়া, বড়ই কষ্টে ছিলুম।

মায়া। আমারি কি কম কষ্টটা হ'য়েছিল? তুইও ভালবাসিস্, আমিও ভালবাসি, কাজেই দুজনের বিরহ দুজনের প্রাণে অতটা বাজে।

মোহ। বেচে থাক্ আমাদের দ্বাপরযুগ! তারি জন্যই ত আমরা দুজনে একসঙ্গে মর্ত্তে এসে মিল্‌তে পেরেছি।

মায়া। দ্বাপর গেলে কলি আস্‌বে, তখন আরও দুজনে ব'সে মজা লুঠ্‌তে পারব।

মোহ। সত্যি বল্‌ছি মায়া! তোর ঐ চাঁদপানা মিছ্‌রির সরবৎ মাখা, মুখখানা দেখ্‌লে প্রাণটা আমার বড়ই ফূর্ত্তিতে থাকে।

গান।

মোহ।— ওলো আমার মায়া লো তোর মুখখানি খাসা।
চিনিপানা হাসি লো তোর, দেখ্‌লে যায় লো পিয়াসা॥
মায়া।— তোর রসে ভরা প্রাণ, তোর রসে ভরা প্রাণ,
তাই ত প্রাণ আমার, তোরে দিয়েছি হে প্রাণ,
মোহ।— প্রাণে প্রাণ অদল-বদল, তাই ত এত ভালবাসা।
মায়া।— মাণিক তুই পাখীধরা ফাঁদ, তুই পাখীধরা ফাঁদ,
মোহ।— মায়া তুই কেমন ক'রে পড়্‌লি খ'সে আকাশ থেকে চাঁদ,
মায়া।— কেমন চাঁদে চাঁদে চাঁদবদনে মিটে গেল প্রাণের আশা॥

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

উদ্যান।

চন্দ্রাবতীর প্রবেশ।

চন্দ্রা। [স্বগত] প্রাণ কাঁদে বিজয়ের তরে ;
কত দিন বিজয়েরে পাইনি দেখিতে—
যেন কত যুগ দেখি নাই তারে !
কেমনে এ ভাবে মনে মনে জ্ব'লে
পলে পলে হব ভস্মরাশি।
আমি হে পিয়াসু তার,
প্রাণ দিছি তারি তরে ঢেলে।
তারই ছবি হৃদয়ে রেখেছি,
তারই নাম হৃদয়ে জপিছি,
শয়নে স্বপনে শুধু তার চিন্তা বই,
নাহি চিন্তা অন্য কিছু মোর।
এত যে তাহার তরে হয়েছি ব্যাকুল,
কিন্তু হায় !
সে কি কভু মুহূর্ত্তের তরে
মোর চিন্তা করে একবার ?
কেবা আমি তার,
তাই মোরে ভাবিবে বিজয় ?
পুরুষ-হৃদয় সদা কর্ম্মমগ্ন,

কঠোর কর্ম্মের বাঁধ ভাঙ্গিয়ে সেখানে,
নাহি পারে প্রবেশিতে তুচ্ছ নারী-প্রেম।
ছার নারী গ'ড়েছিলে বিধি!
শুধু অশ্রুধারা দিয়ে,
শুধু ব্যথা বেদনার হাহাকার দিয়ে,
বুঝি করেছিলে বিধি, এই রমণী-সৃজন।
পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী,
বিরলে পিঞ্জর মাঝে ফেলে আঁখিজল।
নাহি তার হেন আত্মজন,
যার কাছে প্রাণের বেদনা
প্রকাশিয়ে জুড়াবে যাতনা।
তুষানল প্রায় ধিকি ধিকি জ্বলি'
তিলে তিলে ভস্ম হয় নারী;
সমাজের তীব্রদৃষ্টি মাঝে,
মৃতপ্রায় থাকে নারী মরমে মরিয়ে।
তিলমাত্র তুলিলে মস্তক,
সমাজের পদ-চাপে হয় সে দলিত।
হেন নারীজন্ম বিধি, কেন দিয়েছিলে?

সমরকেতনের প্রবেশ।

সমর। আবার উদ্যানে এসেছ, চন্দ্রা?
চন্দ্রা। এসেছি ত—দেখ্‌ছই।
সমর। তুমি এত স্বাধীনা হ'লে কবে?
চন্দ্রা। নারী আবার স্বাধীনা হ'য়ে থাকে কবে?

সমর। জানই ত। তবে?

চন্দ্রা। পিতার উদ্যান, সেখানে কন্যার এলে, তাতে তার কোনরূপ স্বাধীনতা প্রকাশ পায় না।

সমর। তর্কের মাত্রা ত দেখ্‌ছি, আজ কাল তোমার বেশ বেড়ে উঠেছে, চন্দ্রা।

চন্দ্রা। তুমিই ত বাড়িয়ে তুল্‌ছ।

সমর। আমার কথা তুমি কিছুমাত্র গ্রাহ্য কর্‌ছ না, দেখ্‌ছি।

চন্দ্রা। যেটা গ্রাহ্য কর্‌বার কথা বল, সেটা কখনও অগ্রাহ্য করি না।

সমর। এটা তা' হ'লে গ্রাহ্য কর্‌বার কথা নয়, বুঝি?

চন্দ্রা। সে ত সেদিনও বলিছি, আজও আবার বল্‌ছি যে, আমি এ উদ্যানে আসাটাকে কিছুমাত্র দোষের ব'লে মনে করি না।

সমর। কেন, সেদিন যে অত ক'রে দোষ দেখিয়ে দিলেম।

চন্দ্রা। তুমি দেখিয়ে দিতে পার নাই, কেবল মুখে বলেছিলে।

সমর। আচ্ছা, যাক্ সে কথা। আরও একটা কথা বলেছিলেম, সেটা?

চন্দ্রা। কোন্‌টা?

সমর। বিজয়কে ভুলে যাবার কথা।

চন্দ্রা। না, তা' ভুল্‌তে পারিনি।

সমর। কেন ভুল্‌তে পার নাই?

চন্দ্রা। কেন ভুল্‌তে পারিনি, সে কথা আমি জানি না।

সমর। চেষ্টা ক'রে থাক?

চন্দ্রা। না।

সমর। কেন কর না?

চন্দ্রা। সে আমি তোমার কাছে বল্‌তে পার্‌ব না। তুমি আমায় ওসব কথা কিছু জিজ্ঞাসা করো না, সমর দা; ও সম্বন্ধে আর কোন কথার উত্তর তুমি চন্দ্রার কাছে পাবে না, জেনে রেখো।

সমর। পাব না কেন, চন্দ্রা? অবশ্য পাব।

চন্দ্রা। আচ্ছা, তুমি এখানে ব'সে ব'সে রাগ কর, আমি এখান থেকে চ'লে যাই।

সমর। না চন্দ্রা, যেও না, দাঁড়িয়ে আমার কয়টী কথা শোন। কত দিন বল্‌ব ব'লে মনে কর্‌ছি।

চন্দ্রা। তুমি ত কেবল ঐ সব কথাই তুল্‌বে, আমার ও ভাল লাগে না; তুমি অন্য কথা কও।

সমর। তোমার ভাল না লাগ্‌তে পারে, কিন্তু আমার যে নিতান্ত দরকার।

চন্দ্রা। তবে তুমি বল, আমি কিছুই শুন্‌ব না—কাণে আঙ্গুল দিয়ে থাক্‌ব।

সমর। দেখ চন্দ্রা, এ সব উপহাস-পরিহাসের কথা নয়, যে ছেলে মানুষের মত উড়িয়ে দেবে।

চন্দ্রা। তবে কি বল্‌বে ব'লে দাও। সত্বর সত্বর শুনে চ'লে যাই।

সমর। কেন চন্দ্রা! বিজয় এখানে এলে ত অনেকক্ষণ তার সঙ্গে ব'সে গল্প কর্‌তে পার। তখন দেখি, আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত ভুলে যাও; আর আমি এলেই তুমি যাবার জন্য অমন অস্থির হ'য়ে ওঠ কেন?

চন্দ্রা। বিজয় তোমার মত অমন বাজে কথা ব'লে জ্বালাতন করে না। বিজয়ের কাছে দেশ-বিদেশের কত গল্প শোনা যায়, কত যুদ্ধের খবর পাওয়া যায়, তা' শুন্‌তে বেশ ভালও লাগে। আর তুমি কেবল

ছাই-ভস্ম বাজে ব'কে মর, তোমার মুখে কখনও একটা যুদ্ধের গল্প শুনলেম না। আচ্ছা সমর দাদা, তুমি কখনো যুদ্ধ করতে গিয়েছ বা কখনো কোন যুদ্ধে জয়লাভ করেছ?

সমর। সে গল্প করতে আমি তোমার কাছে আসি নাই, চন্দ্রা। তুমি তোমার কর্ত্তব্য এখন বেশ কাণ পেতে শোন।

চন্দ্রা। আচ্ছা, বল।

সমর। তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ, চন্দ্রা! যে, তোমাতে আমাতে যে বিবাহের কথা তোমার পিতা স্থির করেছেন, সে বিবাহের আর বড় বেশীদিন বাকী নাই।

চন্দ্রা। তা' কি বলছ?

সমর। তাই এই বলছি, এখন যদি বিজয়সিংহকে ভুলতে না পার, তা' হ'লে তুমি আমাকে ভালবাসবে কি ক'রে? নিজের স্বামীর উপর ভালবাসা না থাকলে তাতে মহাপাপ হয়, তা' কি তুমি জান না?

চন্দ্রা। কেন জানব না, সেই মহাপাপিনীই তা' হ'লে সেই মহাপাপের ফল ভোগ করবে।

সমর। তবুও তুমি বিজয়কে ভুলতে পারবে না, এই ত তোমার কথা?

চন্দ্রা। যেমন বোঝ।

সমর। দেখ চন্দ্রা! তুমি আপন পায়ে আপনি কুড়ুল মারতে যাচ্ছ; তোমাকে এ কয়দিন এত ক'রে বুঝিয়েও যখন কোন ফলই পেলেম না, তখন বুঝলেম যে, তুমি তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের শান্তি-কুটীরে স্বহস্তেই আগুন জেলে দিতে বসেছ। তোমাকে এখনও সাবধান করছি, তুমি তোমার নিজের কর্ত্তব্য—নিজের ভবিষ্যৎ জীবন বেশ ক'রে বুঝে দেখ; তা' হ'লেই বুঝতে পারবে, তুমি কি অন্যায় কাজ করছ। যার জন্য

তোমাকে জীবনব্যাপী ঘোরতর অনুতাপ ভোগ কর্‌তে হবে। যখন এই সমরকেতনের কণ্ঠে তোমাকে স্বহস্তে বরমাল্য প্রদান কর্‌তে হবে, তখন বল দেখি, তোমার এই অন্যায় স্বাধীনতা কোথায় থাক্‌বে, চন্দ্রা? ইচ্ছায় হ'ক, অনিচ্ছায় হ'ক, তোমাকে তখন এই সমরকেতনের মুষ্টিমধ্যে থাক্‌তেই হবে। এখনও বুঝ্‌তে চেষ্টা কর, এখনও সময় আছে, এখনও অবসর আছে, বেশ ক'রে চিন্তা ক'রে দেখ। আমি এখন আসি, চন্দ্রা।

[প্রস্থান।

চন্দ্রা। হায়! আমি কি বুঝ্‌ব—কি চিন্তা কর্‌ব। বিজয়কে ভুলে যাবার কথা? বিজয়কে যে আমি মনে মনে আত্ম-সমর্পণ করেছি, তার সাক্ষী ঐ অনন্ত আকাশ, তার সাক্ষী ঐ চন্দ্র সূর্য্য, তার সাক্ষী সেই অনন্তদেব। সমর দাদার সঙ্গে বিবাহ দিতে পিতা স্থির করেছেন, কিন্তু নারীর কয়বার বিবাহ হয়? আমি যে বিবাহিতা; মনে মনে যাকে আত্ম-সমর্পণ করা যায়, সেই ত পতি। আমি যে বিজয়কে সেই আত্ম-সমর্পণ করেছি; তবে আবার আমার কিসের বিবাহ? সমর দাদাকে তখন এ কথাটা খুলে বল্‌তে পার্‌লেম না, লজ্জা কর্‌তে লাগ্‌ল, মুখ ফুট্‌ল না। যে ভাবে হয়, পিতাকে এ কথা জানাতে হবে, নতুবা পিতার মনে ব্যথা দেওয়া হবে। যদি বিজয়কে এ জীবনে কখনও লাভ কর্‌তে না-ই পারি, তা' ব'লে কি আমি অন্যের কণ্ঠে মাল্য প্রদান ক'রে দ্বিচারিণী হ'ব? না-ই বা বিজয়কে পেলাম, না-ই বা বিজয় এ কথা আমার জান্‌তে পেলে, তাতে কি? তবুও বিজয় আমার পতি। অদৃষ্টে পতিপদ-সেবা যদি না-ই থাকে, কিন্তু অন্তরের পূজা—তা' কেউ বন্ধ কর্‌তে পার্‌বে না। পতি দেবতা, আমি সেই দেবতার উদ্দেশে মানস-পটে তাঁর পূজা কর্‌ব। দেবতার সাক্ষাৎ না পেলে, কেউ মূর্ত্তি গ'ড়ে পূজা করে, কেউ বা ঘটে পূজা করে, কেউ বা আবার পটেও পূজা

করে; আমিও সেইরূপ চিত্তপটে তাঁর যে ছবি এঁকে রেখেছি, সেই পটের পূজা করব।

ধীরে ধীরে বিজয়সিংহের প্রবেশ।

বিজয়। চন্দ্রা! ভাল আছ ত?

চন্দ্রা। আছি। কয়দিন আমাদের বাড়ীতে আসনি কেন, বিজয়?

বিজয়। হাঁ চন্দ্রা, কয়দিন আস্‌তে পারি নাই, রাজ্য-সংক্রান্ত বিশেষ কাজ ছিল। আজ একটু অবসর পেয়েছি, তাই আস্‌তে পেলেম। সমরকেতন ভাল আছে ত?

চন্দ্রা। হাঁ।

বিজয়। চন্দ্রা, তোমার মুখখানা অমন মলিন ব'লে বোধ হচ্ছে কেন?

চন্দ্রা। না, ও কিছু না।

বিজয়। মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে শুন্‌লেম, তোমার বিবাহ নাকি শীঘ্রই হবে। আমাকে নিমন্ত্রণ কর্‌বে ত?

চন্দ্রা। বিবাহ কার সঙ্গে জান? যমের সঙ্গে।

বিজয়। ছিঃ! অমন কথা বল্‌তে নাই। চন্দ্রা! তুমি চিরকালটাই পাগল থেকে গেলে।

চন্দ্রা। পাগল থাকাই ত ভাল, বিজয়। পাগলের মনে কোনও কষ্ট থাকে না, আর পাগলের কথাও কেউ ধরে না।

বিজয়। তা' বটে, কিন্তু দু'দিন পরে যখন তুমি সংসারে প্রবেশ কর্‌বে, তখন তোমাকে কত গম্ভীর হ'তে হবে।

চন্দ্রা। এখন কি তবে সংসারের বাইরে আছি?

বিজয়। বিবাহিত জীবন না হ'লে প্রকৃত সংসারের মানুষ হওয়া যায় না।

চন্দ্রা। তুমিও তা' হ'লে সংসারের মানুষ হওনি।

বিজয়। পুরুষে আর নারীতে একটু পার্থক্য আছে।

চন্দ্রা। কেন, সংসারটা বুঝি পুরুষের কাছে একরূপ, আর নারীর কাছে আর একরূপ ?

বিজয়। তোমার সঙ্গে তর্কে পেরে ওঠা আমার কর্ম্ম নয়, চন্দ্রা।

চন্দ্রা। তবে হেরে গেলে, স্বীকার কর।

বিজয়। কবে তোমার সঙ্গে পেরে উঠেছি বল ?

চন্দ্রা। তবে এখন ও সব কথা ছাড়।

বিজয়। কেন ছাড়্‌ব, চন্দ্রা ? তোমার বিবাহ হবে, তাতে তোমার আনন্দ ত থাক্‌বারই কথা ; আর আমরা যে সে বিষয়ের কথাবার্ত্তা ব'লে একটু আনন্দ ভোগ কর্‌ব, তারও কি অধিকার আমাদের থাক্‌তে নাই নাকি ?

চন্দ্রা। তবে সুখী হও, বল।

বিজয়। তুমি দুঃখিতা হও ত আর বল্‌ব না।

চন্দ্রা। তবে তাই জেনো, বিজয়।

বিজয়। কেন চন্দ্রা, তোমার কি এ বিবাহে মত নাই ?

চন্দ্রা। আমার মতামতে কি এসে যায়, বিজয় ? পিতাই কর্ত্তা।

বিজয়। তা' হ'লে প্রকারান্তরে ত বুঝাই যাচ্ছে যে, এ বিবাহে তোমার ইচ্ছা নাই।

চন্দ্রা। তা' হ'লেই বা তুমি তার কর্‌বে কি ?

বিজয়। আমি আর বিশেষ কি কর্‌তে পারি ? তবে তোমার পিতাকে না হয় কথাটা জানাতে পারি।

চন্দ্রা। না বিজয়, পিতাকে তুমি এ সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে যেও না।

বিজয়। তুমি নিজে না হয়, তোমার মনের কথা তাঁকে বল।

চন্দ্রা। যদি না বলি?

বিজয়। তোমার সুখ-দুঃখের কথা তুমি তোমার পিতাকে জানাবে না?

চন্দ্রা। সুখ-দুঃখ যদি বোধ না করি, কিংবা দুঃখকে যদি আমি সহ্য করতে পারি?

বিজয়। এই আবার পাগ্‌লামি আরম্ভ ক'রে দিলে, চন্দ্রা!—

চন্দ্রা। বলেছিই ত যে, পাগল হওয়াই ভাল, পাগলের সুখ-দুঃখ বোধ থাকে না। সত্য বিজয়! শুনেছি পাগল হ'লে নাকি তার কোন সুখ-দুঃখ জ্ঞান থাকে না।

বিজয়। চন্দ্রা, তোমার কথা শুনে প্রাণে বড় ব্যথা পেলেম। আমি বেশ বুঝ্‌তে পারছি যে, তুমি তোমার মনের দুঃখ চেপে রেখে আমার সঙ্গে কথা বল্‌ছ।

চন্দ্রা। এতদিন না বুঝে যে আজ বুঝ্‌লে, সে-ও ভাল।

বিজয়। আরও এ সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে কোন দিন আমার কোন কথাবার্ত্তা হয় নাই, চন্দ্রা; তবে বুঝ্‌বে কি ক'রে বল?

চন্দ্রা। তা' ত নিশ্চয়ই, না বল্‌লে, তুমি আমার মনের কথা বুঝ্‌তে পারবে কিরূপে? ওঃ—বিজয়! আমার শরীরটা কেমন যেন কর্‌ছে, আমি চল্‌লেম।

[প্রস্থান।

বিজয়। [স্বগত] একি! চন্দ্রা এ ভাবে সহসা আমার কাছ থেকে আজ চ'লে গেল কেন? আমি লক্ষ্য করেছি, চন্দ্রার প্রতি কথাই যেন কেমন-এক নৈরাশ্যব্যঞ্জক। চ'লে যাবার সময় চন্দ্রার মুখ দেখে বেশ বোধ হ'ল যে, কি যেন একটা অব্যক্ত যন্ত্রণার ভাব তার মুখে লেগে

রয়েছে। কেন? হঠাৎ চন্দ্রার এ ভাব হ'ল কেন? বিবাহে চন্দ্রার ইচ্ছা নাই কেন? সমরকেতন ত চন্দ্রার অনুপযুক্ত পাত্র নয়, তবে এ বিবাহে চন্দ্রার অনিচ্ছাভাব কেন? তবে কি চন্দ্রা মনে মনে অন্য কাউকে ভালবেসে ফেলেছে? তাই যদি হয়, তা' হ'লে ত চন্দ্রা বড় ভুল করেছে! কি জানি, চন্দ্রার মনের কথা ত কিছুই জানি না।

সমরকেতনের প্রবেশ।

সমর।—বিজয়সিংহ! তুমি একাকী এখানে?

বিজয়। এই যে এস ভাই, সমরকেতন! আমি একবার বেড়াতে এদিকে এসেছিলেম; এতক্ষণ চন্দ্রা ছিল, তার সঙ্গে কথা বলছিলেম।

সমর। দেখ বিজয়সিংহ! বাধ্য হ'য়ে তোমাকে একটী অপ্রিয় কথা শুনাতে হচ্ছে; আশা করি, তুমি কিছু মনে করবে না।

বিজয়। প্রয়োজনীয় কথা হ'লে বলবে না কেন, সমরকেতন?

সমর। হাঁ ভাই, বিশেষ প্রয়োজনীয় কথাই বটে। কথাটা অপর কিছুই নয়, তুমি এখন আর চন্দ্রার সঙ্গে ওরূপ নির্জ্জনে ব'সে কোনও আলাপ করো না। কারণ চন্দ্রা এখন অবিবাহিতা যুবতী, তার সঙ্গে এখন কোন পরপুরুষের সাক্ষাৎ না হওয়াই উচিত।

বিজয়। নিশ্চয়ই, এ কথা আমিও স্বীকার করি; তবু আমি করি কেন? তার কারণ হ'চ্ছে, সেই বাল্যকাল হ'তেই চন্দ্রাতে আমাতে একসঙ্গেই খেলাধুলা করেছি; মন্ত্রী মহাশয়ও আমাকে পুত্রের ন্যায় দেখেন, আর আমিও চন্দ্রাকে সহোদরা ভগ্নীর ন্যায় মনে করি, তাই এরূপ সাক্ষাৎ করাটা আমি বিশেষ অন্যায় ব'লে মনে করি নাই।

সমর। তুমি সহোদরা ভগ্নী মনে কর কি আর কিছু মনে কর, সে কথা ত সাধারণে জানে না।

বিজয়। কেন জানবে না, সমরকেতন? সকলেই জানে।

সমর। যে জানুক যা না-ই জানুক, তোমার নিজেরও ত একটা কর্ত্তব্য আছে।

বিজয়। কর্ত্তব্যের বহির্ভূত কার্য্য কিছুই ত করি নাই।

সমর। জানি না, বিজয়সিংহ, তোমার জন্য বিধাতা কোনও পৃথক্ কর্ত্তব্য স্থির ক'রে রেখেছেন কি না।

বিজয়। কেন ওভাবে কথাটা নিচ্ছ, সমরকেতন ?

সমর। আমি যেমন বুঝতে পেরেছি, ঠিক সেই ভাবেই কথাটা নিয়েছি।

বিজয়। তুমি কি এই বুঝেছ সমরকেতন, যে, চন্দ্রা সম্বন্ধে আমি কোনরূপ কর্ত্তব্যের ত্রুটী করেছি ?

সমর। যুবতী পর-রমণীর সহিত নির্জ্জনে ব'সে প্রেমালাপ করা যদি তোমার কাছে কর্ত্তব্যের ত্রুটী না হয়, তা' হ'লে কর নাই।

বিজয়। সমরকেতন, সাবধানে কথা কও। তুমি ভিন্ন অন্য কেহ যদি আজ ঐ কথা বিজয়সিংহের সম্মুখে বল্‌ত, তা' হ'লে বিজয়সিংহের শাণিত তরবারি তাকে কখনই ক্ষমা কর্‌ত না।

সমর। একমাত্র বিজয়সিংহের শাণিত তরবারি থাকতে পারে, আর সমরকেতনের যে সে তরবার শাণিত নয়, এ কথা বিজয়সিংহকে কে বল্‌লে ?

বিজয়। সমরকেতন, শান্ত হও, ভাই! কেন এই আত্ম-কলহ উপস্থিত কর্‌ছ ?

সমর। তাই ব'লে সমরকেতন ব্যভিচারের প্রশ্রয় কখনই প্রদান কর্‌বে না, এ কথা বিজয়সিংহের যেন বেশ মনে থাকে।

বিজয়। [সক্রোধে] কি—আবার কুৎসিত কথা উচ্চারণ ?

সমর। তোমার আরক্ত চক্ষু দেখে দুর্ব্বল বালক মূর্চ্ছা যেতে পারে।

বিজয়। সমরকেতন! এখনও নিরস্ত হও, নতুবা বিষম অনর্থ হবে।

সমর। শেষ মীমাংসা না ক'রে আজ সমরকেতন নিরস্ত হচ্ছে না। এক চন্দ্রালাভের প্রয়াসী দুইজন পৃথিবীতে থাক্‌তে পারে না। ধর, অস্ত্র ধর, উভয়ের মধ্যে একজনের নিপাত হ'ক।

বিজয়। মূর্খ সমরকেতন! আমি চন্দ্রালাভের প্রয়াসী? এ কথা তোমাকে কোন্ মূর্খ বলেছে? আমি তার নাম জান্‌তে চাই।

সমর। পাপীর পাপের সাক্ষী সমস্ত সংসার।

বিজয়। কি? পাপ! চন্দ্রা সম্বন্ধে আমার পাপ উদ্দেশ্য? মিথ্যাবাদী পশু! ও কথা মুখে উচ্চারণ কর্‌তে তোর পাপ-রসনা একবার কেঁপে উঠ্‌ল না? তোর মত মহাপাপীর এ কথার প্রত্যুত্তর একমাত্র স্বহস্তে তোর ঐ পাপ-রসনা দ্বিখণ্ড করা ভিন্ন আর কি হ'তে পারে? এতটা যে সহ্য কর্‌ছি কেন, তা' তুই জানিস্? কেবল তুই মন্ত্রী মহাশয়ের প্রতিপালিত ব'লে, আর চন্দ্রার পাণিগ্রহণ কর্‌বি বলে; নতুবা এতক্ষণ তোর মস্তক স্কন্ধচ্যুত হ'য়ে এই বিজয়সিংহের বাম পদতলে বিদলিত হ'ত।

সমর। পাপিষ্ঠ বিজয়! তুই নিজে পশু হ'তে অধম না হ'লে, যাকে ভগিনী ব'লে মুখে পরিচয় দিচ্ছিস্, তাকে আবার উপপত্নী ব'লে গ্রহণ কর্‌তে সাধ—নীচাশয় শৃগাল!

বিজয়। সাবধান! আত্মরক্ষা কর্ তবে—[অস্ত্রাঘাত করণ]

সমর। [বাধা দিয়া] এইবার তুই আত্মরক্ষা কর্। [অস্ত্রাঘাত]

বিজয়। [বাধা দিয়া] ধর্ম্ম সাক্ষী! আমার কোনও অপরাধ নাই। যতক্ষণ পেরেছি, সহ্য করেছি, কিন্তু আর সাধ্য নাই।

সমর। মহাপাপীর আবার ধর্ম্ম!

বিজয়। নিতান্তই মৃত্যুসাধ—আয় তবে।

[উভয়ের যুদ্ধারম্ভ]

সমর। [যুদ্ধ করিতে করিতে] সাবধান, এইবার রক্ষা নাই তোর!

বিজয়। [যুদ্ধ করিতে করিতে] এখনি পরীক্ষা তার হইবে, কুক্কুর!

সমর। [পূর্ব্ববৎ] মৃত্যুকালে বাহিরায় প্রলাপ-বচন।

বিজয়। [পূর্ব্ববৎ] এইবার, এইবার তোরে দেখ্ করিব নিধন।

[সহসা সমরকেতনকে ভূতলে পাতিত করিয়া বামহস্তে গলা চাপিয়া বক্ষে উপবেশনপূর্ব্বক]

কেমন? এইবার তোর যদি করি মুণ্ডচ্ছেদ,
কি করিতে পারিস্ তুই, সমরকেতন?
কিন্তু প্রাণবধ না করিব তোর,
শিক্ষালাভ কর্ সমুচিত।
পাপকথা মুখে আর না আনিস্ কভু।

[প্রস্থান।

সমর। [উঠিয়া] ওঃ—কি অপমান!
এ হ'তে যে মৃত্যু ছিল ভাল।
কেমনে এ ঘৃণিত বদন,
দেখাইব চন্দ্রার নিকটে?
উপহাসে চন্দ্রা মোরে করিবে জর্জ্জর—
সে যন্ত্রণা আরও অসহ্য!
আচ্ছা, থাক্ তুই রে বিজয়সিংহ!
আজ হইতে প্রকাশ্য শত্রু আমি তোর;
এ অপমানের প্রতিশোধ নিশ্চয় পাইবি।
সুখের কণ্টক তোরে করি' উৎপাটন,
তবে সে নিশ্চিন্ত হবে সমরকেতন।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

রাজ-অন্তঃপুর।

সুধীরচন্দ্রকে কোলে লইয়া করুণার প্রবেশ।

সুধীর। হাঁ মা! সত্যিসত্যিই বাবা আমাদের খাবার বন্ধ ক'রে দিয়েছেন?

করুণা। তিনি দেন নাই, বাবা! ভগবান্ দিয়েছেন।

সুধীর। ভগবান্ ত কারুর খাবার বন্ধ করেন না, মা। তুই মিছে ক'রে বাবার দোষ ঢাকছিস্।

করুণা। [স্বগত] হায়! কেমন ক'রে সুধীরকে বলি যে, মহারাজ আমাদের অন্ন বন্ধ ক'রে দিয়েছেন! এ কথা শুন্‌লে সুধীরের মনে কি হবে?

সুধীর। তবে মা, আমরা কি খেয়ে বাঁচ্‌ব? কাল রাত থেকে ভাত খাই নাই, তাই যখন ক্ষিদেতে দাঁড়াতে পার্‌ছিনে, তখন আর কত দিন না খেয়ে থাক্‌তে পার্‌ব? মাগো! কেন আমাদের উপর বাবা এমন ধারা কর্‌ছেন? ছোট মা আমার চোখ দুটো নষ্ট ক'রে দিলেন, বাবা আবার খাবার বন্ধ ক'রে দিলেন, কেন আমরা কি দোষ করেছি, মা?

করুণা। বাপ্‌রে! দোষ আর কেউ করেনি, যত দোষ সবই আমার এই পোড়া কপালের! আমি পোড়া-কপালী না হ'লে আমার গর্ভে তুই জন্মাবি কেন?

সুধীর। মাগো! যদি চোখেও দেখ্‌তে পেতেম, তা' হ'লে ভিক্ষে ক'রে এনে খেতেম, এখন আর তারও উপায় নাই।

চিত্রাঙ্গদের প্রবেশ।

চিত্রাঙ্গদ। একটা কথা বল্‌তে এলেম, করুণা।

করুণা। একবার এই আসনে বসুন, মহারাজ!

চিত্রাঙ্গদ। না, আমার বস্‌বার অবসর নাই ; যা' বলি তাই শোন।

করুণা। তা' শুন্‌ছি, কিন্তু মহারাজ! দাসীর গৃহে যখন কৃপা ক'রে পদধূলিই দিয়েছেন, তখন একবার কৃপা ক'রে বসুন।

সুধীর। বাবা! বাবা! এসেছ বাবা? একবার দেখ, বাবা. আমার চোখের দিকে একবার চেয়ে দেখ ; আমি অন্ধ হয়েছি, কিছুই দেখ্‌তে পাইনে ; তোমার কথা শুন্‌ছি, কিন্তু কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছিনে। বাবা, তোমাকে দেখ্‌তে আমার কতই ভাল লাগে। ইচ্ছে হচ্ছে, তবু তোমাকে দেখ্‌তে পাচ্ছিনে।

চিত্রাঙ্গদ। যাক্, ও সব বাজে কথা এখন আমি শুন্‌তে আসিনি।

সুধীর। বাবা! বাবা! আমাদের তুমি খাবার বন্ধ ক'রে দিয়েছ কেন, বাবা? না খেয়ে যে আমরা ম'রে যাব, বাবা।

চিত্রাঙ্গদ। তা' গেলে আমি এখন কি কর্‌ব বল?

করুণা। সুধীরের কথায় আজ এ কি উত্তর দিচ্ছেন, নাথ? যে সুধীরকে কোলে না ক'রে, এক দণ্ড না দেখে থাক্‌তে পার্‌তেন না, সেই সুধীর—সেই আপনার বড় সাধের সুধীর আজ—দেখুন নাথ! জন্মের মত অন্ধ হ'য়ে গেছে! যে সুধীরচন্দ্রকে রাজ-সিংহাসনে বসিয়ে আমাকে সঙ্গে ক'রে বানপ্রস্থে যেতে চেয়েছিলেন, চেয়ে দেখুন, আপনার সেই রাজপুত্র সুধীর আজ উপবাসে রয়েছে। আমি না হয় অপরাধিনী, আমার না হয় অন্ন বন্ধ করুন, কিন্তু ননীর পুতুল সুধীর আমার যে নিতান্ত নিরপরাধ বালক, তবে তাকে কোন্ অপরাধে এই নিদারুণ অনশন-ক্লেশ প্রদান করছেন? দুধের বালক কয়দিন অনাহারে থাক্‌তে

পারবে, মহারাজ? দাসীর প্রার্থনা রাখুন, আমার সুধীরকে রক্ষা করুন। আমি মা হ'য়ে স্বচক্ষে কেমন ক'রে সুধীরের এই দুরবস্থা দেখে সহ্য করব?

চিত্রাঙ্গদ। করুণা! শত অশ্রুপাতেও এ পাষাণ গলাতে পারবে না। আমি কে? আমি সে চিত্রাঙ্গদ আর নাই! সে চিত্রাঙ্গদ অনেক দিন মরেছে; সম্মুখে যা' দেখ্‌ছ এ চিত্রাঙ্গদের প্রেতমূর্ত্তি, প্রেতাত্মার প্রাণ থাকে না, হৃদয় থাকে না—হৃদয় না থাক্‌লে পুত্রস্নেহ, পত্নী-প্রেম সেখানে দাঁড়াবে কোথায়? আমার নিজের উপর আমার কোন অধিকার এখন নাই; আমি এখন একটী যন্ত্র-পুত্তলিকা—কে যেন আমাকে তার ইচ্ছা মত চালিত ক'রে নিয়ে বেড়াচ্ছে! আমার নিজের ইচ্ছা যেন কোন এক প্রবল ইচ্ছার মধ্যে অভিভূত হ'য়ে রয়েছে।

ক্রুদ্ধা মোহিনীর প্রবেশ।

মোহিনী। বটে? বটে? তোমাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে? তুমি অভিভূত হ'য়ে গেছ—কিছু করছ না? মিথ্যাবাদী রাজা! এই বুঝি তোমার সত্যবাদিতা? এই বুঝি তোমার প্রতিজ্ঞা-পালন?

চিত্রাঙ্গদ। [সভয়ে] না, না—মোহিনি! মোহিনি, আমাকে ক্ষমা কর; রাগ ক'রে আমার দিকে ও ভাবে তুমি চেয়ে থেকো না! তোমাকে দেখ্‌লে আমার বড় ভয় করে।

মোহিনী। কেন, আমি বাঘ না ভাল্লুক? আমি যেন ভয় দেখিয়ে তোমাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছি। নিজের দোষ কাটান' হ'চ্ছে, আদরের রাণীর চাঁদমুখ দেখেছে, আর অমনি সুর ফিরে গেছে!

চিত্রাঙ্গদ। না, না মোহিনি! সুর ফিরাচ্ছি না, এখনই যা' বলবার ব'লে দিচ্ছি; তবে একটু আমাকে দম্'জিরিয়ে নিতে দাও। আমার মস্তিষ্কটাকে একবার স্থির ক'রে নিতে দাও।

মোহিনী। কেন মস্তিষ্ক অস্থির হবার কি কারণ উপস্থিত হয়েছে ?

সুধীর। ছোট মা! তুমি সেদিন আমাকে অন্ধ ক'রে দিয়েছ, আবার আজ এসে বাবার উপর রাগ করছ ? কেন ছোট মা, তুমি এমন করতে আরম্ভ করেছ ?

মোহিনী। বলি শুনলে, রাজা ? ছেলে-বুড়ো সকলেই কেমন সমান সুরে বাঁধা! আমার নামে যে মিথ্যে ক'রে এইরূপ অপবাদ দেয়, তার কেউ বিচার করবার লোক নাই ?

চিত্রাঙ্গদ। আছে মোহিনি! আছে, আমি এখনই বিচার করছি।

করুণা। [স্বগত] হায় অনন্ত! তুমিই ভরসা! তুমিই আমার বাছাকে রক্ষা ক'রো! সুধীর—বাবা! তুমি কোন কথা কয়ো না। লক্ষ্মী আমার! চুপ ক'রে থাক।

মোহিনী। দেখে নাও রাজা, মায়াবিনীদের কেমন ফন্দীটে! আমাদের সামনে ছেলেকে চুপ্ করতে বলা হচ্ছে ; কিন্তু আবার আগে থেকে ঐ কথা বলবার জন্য ছেলেকে শিখিয়েও রাখা হয়েছে। নৈলে ছেলের মুখে এত সব বুড়ো কথা আসবে কোত্থেকে! এত ছল কৌশল মাগো! আমরা সাত জন্মেও কখনো জানি না।

করুণা। যথার্থ বোন্! তুমি যদি আমার ছোট না হ'য়ে বড় হ'তে, তা' হ'লে তোমার পায়ে হাত দিয়ে দিব্য ক'রে বলতেম, যে আমি তোমার সম্বন্ধে কোন কথা সুধীরকে বলতে শিখিয়ে দিইনি। সুধীর ছেলে মানুষ, কি বলতে কি ব'লে ফেলেছে, তার জন্য তুমি রাগ ক'রো না, বোন্। সুধীরকে তোমার পেটের ছেলে ব'লেই মনে ক'রো।

মোহিনী। দেখছ রাজা, একেবারে গঙ্গাজল! একেবারে যেন কিছুই জানে না। আমরা কিন্তু অমন ধারা কথা ফিরুতে জানি না ; যেটা ক'রে বসি, সেটা কখনো লুকিয়ে রেখে সাবধান হ'তে জানি না। যাক্

এখন, কি জন্য এখানে এসেছ, রাজা ? সেটা মনে আছে, না গঙ্গাজল দেখে তার মধ্যে পবিত্র হ'তে ডুবে গেছ ?

চিত্রাঙ্গদ। হাঁ, হাঁ মোহিনি! এইবার ব'লে দিচ্ছি। [নিম্নদিকে চাহিয়া] দেখ করুণা! তুমি আজ—না—না ভুলে যাচ্ছি—তোমাকে আজ, আমি—সুধীরকে নিয়ে—না না সুধীরকে রেখে—

মোহিনী। সুধীরকে আবার রেখে কি গো ?

চিত্রাঙ্গদ। হাঁ —হাঁ—সুধীরকে নিয়ে, বনে গিয়ে বাস কর্‌তে বল্‌ছি।

মোহিনী। আজ ত বল্‌লে ; আজ কখন, সেটা পরিষ্কার ক'রে ব'লে দাও।

চিত্রাঙ্গদ। কখনকার কথা বল্‌ব তবে ?

মোহিনী। [জনান্তিকে] এখনি। [প্রকাশ্যে] সে আমি কি জানি ? তোমার যখন ইচ্ছা হয়।

চিত্রাঙ্গদ। তা' হ'লে এখনি যাত্রা কর।

করুণা। কি ভীষণ আদেশ কর্‌লে, মহারাজ! শুনে যে, আমার মস্তকে বজ্রাঘাত হ'ল, মহারাজ! মুখ দিয়ে যে আর কথা বেরুচ্ছে না, নাথ! আমি যে চারিদিক্ অন্ধকার দেখ্‌ছি, মহারাজ! মহারাজ, পায়ে পরি, এমন আদেশ ক'রো না, যদি কোন অপরাধ ক'রে থাকি, তা' হ'লে আমাকে বধ ক'রেও যদি তার প্রতিশোধ হয়, তবে তাই কর ; তাতে কিছুমাত্র আপত্তি কর্‌ব না। কিন্তু—কিন্তু মহারাজ! আমাকে এ গৃহ হ'তে তাড়িয়ে দিয়ো না, তা' হ'লে তোমার তা'তে বিষম কলঙ্ক হবে ; লোকে যখন বনবাসের কারণ জিজ্ঞাসা কর্‌বে, তখন আমি তাদের কি ব'লে উত্তর দেবো ? কি ব'লে তোমার দোষ উল্লেখ কর্‌ব ? তা' আমি পার্‌ব না, মহারাজ! তার চেয়ে না হয়, যে ভাবে আহার বন্ধ ক'রে রেখেছ, সেই ভাবে রাখ ; অনাহারে প্রাণ যাবে সেও ভাল, তবুও

মনে কর্‌ব, গৃহে থেকে মর্‌ছি। সে মৃত্যুর কথা দেশদেশান্তরের লোকেও জান্‌তে পার্‌বে না।

সুধীর। বাবা! তুমি আমাদের বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছ? আমরা তবে কোথায় গিয়ে দাঁড়াব, বাবা? মা আমাকে নিয়ে একলা বনের মধ্যে কেমন ক'রে থাক্‌বে, বাবা? আমি যে অন্ধ, আমি ত কোথাও গিয়ে ভিক্ষে ক'রেও আন্‌তে পার্‌ব না, বাবা! আমাদের এমন ক'রে মেরে ফেল্‌তে চাইছ কেন, বাবা?

করুণা। মহারাজ! বালক সুধীরের কথা শুনে কি প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ছে না? সুধীর ত শুধু আমার নয়, মহারাজ! সুধীর ত তোমারও ছেলে; তার দিকে চেয়ে—তার মুখের দিকে চেয়েও কি একবার দয়া হচ্ছে না, নাথ? যার মুখের দিকে তাকালে শত্রুরও প্রাণে দয়ার সঞ্চার হয়, যার দুঃখ দেখ্‌লে পাষাণও দু' ফাঁক্ হ'য়ে যায়, তার দুঃখ দেখে, তুমি কেমন ক'রে স্থির হ'য়ে আছ, মহারাজ? একবার বালকের কাতর মুখের দিকে চেয়ে দেখ—একবার সুধীরের চাঁদমুখের দিকে তাকিয়ে দেখ, তা' হ'লে থাক্‌তে পার্‌বে না—পাষাণ গ'লে যাবে—পুত্রস্নেহ উথ্‌লে উঠ্‌বে—দু' হাতে সুধীরকে স্নেহের কোলে টেনে নেবে। তাই বল্‌ছি, একবার সুধীরের মুখের দিকে চাও।

মোহিনী। ও কি! বাজ-পড়া মানুষের মত অবাক্ হ'য়ে চেয়ে থাক্‌লে যে? দেখ্‌ছ যে, মায়াবিনী করুণার যাদুমন্ত্রে পাষাণ গলে কি না? পুত্রস্নেহ থৈ থৈ ক'রে উথ্‌লে পড়ে কি না?

চিত্রাঙ্গদ। না—না মোহিনি! পাষাণকে গল্‌তে দিইনি, পুত্রস্নেহকেও উথ্‌লে উঠ্‌তে দিইনি। অনেক চেষ্টায় ঠিক্ ক'রে রেখেছি। তুমি কাছে না থাক্‌লে বুঝি ঠিক্ থাক্‌তে পার্‌তেম না! যেটুকু করুণার কথায় গ'লে আসি, তোমার মুখের দিকে তাকালেই আবার সেটুকু শক্ত

হ'য়ে যাই। মোহিনি, তোমার অসাধারণ ক্ষমতা! তুমি আমার কাছে থেকো, তা' হ'লে বুকে বল থাক্‌বে, নতুবা কি জানি হয় ত, দুর্ব্বল হ'য়ে পড়্‌ব! এখন চল, মোহিনি! এখান থেকে স্থানান্তরে যাই। এখানে অধিকক্ষণ যেন দাঁড়িয়ে থাক্‌তে ভয় কর্‌ছে।

মোহিনী। এখানকার কাজ সারা হ'ল কই? কেবল মুখেই ত বনবাস দিয়ে গেলে! কাজে না দেখিয়ে যাবে কোথায়?

করুণা। মোহিনি! তুই আমার ছোট বোন, তবুও তোর পা'দুখানি জড়িয়ে ধ'রে বল্‌ছি, [পদ ধারণ] তুই আমাদের গৃহছাড়া করিস্‌নে, দিদি! জীবনে কখনো গৃহের বা'র হইনি! আমাকে তোর দাসী মনে ক'রে গৃহে রাখ্‌, আমি তোর চিরকাল কেনা হ'য়ে থাক্‌ব, কিংবা যদি মেরে ফেল্‌তে চাস্‌, না হয় তাই কর্‌; কিন্তু আমার সুধীরের প্রাণ রক্ষা কর্‌, আর কিছু চাই না, কেবল দুটী অন্ন দিয়ে সুধীরের প্রাণটা বাঁচিয়ে রাখ্‌, আমি আশীর্ব্বাদ কর্‌ব। তুই চিরসুখী হবি। আমি সুধীরকে তোর কোলে দিয়ে দিচ্ছি, তুইই তার মা, আমি আর তার কেউ হ'তে চাইনে! কেবল এই চাই যে, তুই তাকে দু মুষ্টি খেতে দিয়ে তার প্রাণটা বজায় রাখ্‌।

মোহিনী। ওমা একি আপদ্‌! পা দু'খানা এমন শক্ত ক'রে ধরেছে যে, রক্ত-চলাচল বন্ধ হ'য়ে এল যে! মাগো মা! মেয়েমানুষের গায়ে এত শক্তি থাকে! বলি ছাড় না গা! একি বালাই! কথাও শোনে না যে, শেষে কি রক্ত বন্ধ হ'য়ে মারা যাব? বলি ছাড়্‌ না না! আঃ মর্‌, তবুও ছাড়ে না যে!

করুণা। না মোহিনি! আমি কিছুতেই ছাড়্‌ব না; তুই আমার সুধীরকে বাঁচাবি, আমার কাছে একবার বল্‌; তা' না বল্‌লে তোর পা আমি ছাড়্‌ব না।

মোহিনী। এ যে শক্ত জোঁক্—লেগেই থাকল, কিছুতেই ছাড়্তে চায় না! বলি ছাড়্বি কি না বল্, না হ'লে এক লাথীতে ও পোড়ামুখ ভেঙ্গে দেবো।

করুণা। তা' মুখ্ ভেঙ্গে দেবে দাও, কোন কষ্ট নেই ; কিন্তু একবার দয়া ক'রে বল, দিদি, আমার সুধীরের প্রাণ যাতে রক্ষা পায় তাই করবে।

মোহিনী। কি জ্বালাতন বাপু! একি ডাইনীর হাতে এসে পড়া গেল! বলি তোর সুধীরের প্রাণ থাক্ আর যাক্, তাতে আমার কি? তথন তোর সুধীরকে বাঁচাতে গেলেম কেন? তোর সুধীর আমার কে?

করুণা। তোমার ছেলে, দিদি।

মোহিনী। ঐ কাণা ছেলে আমার? আঃ মর্, আমার যে দিন অমন কাণা ছেলে জন্মাবে, সেইদিনই তার গলা টিপে মেরে ফেল্ব। অমন ছেলের উপর আবার মায়া! তুই ছাড়্ এখন—পা ছাড়্। তবুও ছাড়ে না!

সুধীর। মা! তুই পা ছেড়ে দে, নইলে জোরে লাথী মেরে তোকে মেরে ফেল্বে; তুই পা ছেড়ে দিয়ে আয়—আমরা এখান থেকে চ'লে যাই। তুই আমাকে কোলে ক'রে, না হয় হাত ধ'রে লোকের বাড়ী বাড়ী নিয়ে যাস্; আমি কেঁদে কেঁদে তাদের কাছে আমাদের দুঃখের কথা জানাব, তা' হ'লে তা'রা দয়া ক'রে আমাদের কিছু ভিক্ষে দেবেই।

মোহিনী। তাই যা, তোর ছেলে ত তোকে ভাল কথাই বলেছে। লোকে কথায় ব'লে থাকে, কাণা খোঁড়ার শতগুণ বুদ্ধি, তা' দেখ্ছি সত্যই। যা—এখন তোর বুদ্ধিমন্ত ছেলে তোকে খাইয়ে বাঁচাবে।

সুধীর। না বাঁচাতে পারি, ম'রে যাব, তবুও তোমাদের কাছে খেতে চাইতে কথনো আস্‌ব না। মা, তুই উঠে আয়।

মোহিনী। তা' কি ওঠে? লাথী না খেয়ে কি উঠ্বে? [পদাঘাত] কেমন—হ'য়েছ ত!

করুণা। [উঠিয়া] হাঁ হয়েছে—এতক্ষণে ঠিক্ হয়েছে!

মোহিনী। লাথী-ঝাঁটা খাওয়া যাদের স্বভাব, তা' না হ'লে কি তাদের কখনো আক্কেল হয়? যা, এখন ছেলে নিয়ে বাড়ী থেকে বেরো, নৈলে ঝাঁটাটা বাকী আছে, তাও হবে।

চিত্রাঙ্গদ। মোহিনি! এখান থেকে চল, নতুবা আর পেরে উঠ্ছিনে। এক-একটা দম্কা বাতাস যেন বুকের মধ্যে এসে ঢুক্ছে, কবাট আট্‌কে রাখ্‌তে পার্‌ছিনে।

করুণা। মহারাজ! হৃদয়েশ্বর! পতি-দেবতা! অভাগিনী করুণার এই শেষ প্রণাম গ্রহণ কর। [প্রণাম] তোমার আদেশ পালন কর্‌তে সুধীরকে নিয়ে বনে যাচ্ছি। দয়া ক'রে যখন চরণে স্থান দিলে না, তখন আর কি উপায় আছে? কিন্তু মহারাজ! একবার ভাব্‌লে না, একবার বুঝ্‌লে না, একবার চিন্তা ক'রেও দেখ্‌লে না! তোমারই মহিষী আজ পুত্র কোলে ক'রে ভিখারিণী বেশে গৃহ ছেড়ে চ'লে যাচ্ছে, এ কথাটা একবারও মনে মনে আলোচনা ক'রে দেখ্‌লে না! রাজপথে যাবার সময়ে নগরবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই আমাদের ইঙ্গিত ক'রে বল্‌বে যে, ঐ দেখ্ কোশলপতি চিত্রাঙ্গদের মহিষী আজ রাজ-অন্তঃপুরে স্থান না পেয়ে বনবাসে চ'লে যাচ্ছে। তা' শুন্‌লে তোমার মুখ খুব উজ্জ্বল হবে ত? যাক্, আর কিছু বল্‌বার অধিকার নাই। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তুমি সুখী হও। আর একটী কথা—কর-যোড়ে মিনতি ক'রে বল্‌ছি, অনন্ত-চতুর্দ্দশীর দিনে যেন অনন্তব্রত পালন কর্‌তে ভুলে যেয়ো না। আর আমি কি বল্‌ব? তোমার কোন দোষ নাই, মহারাজ! সকলি এই করুণার অদৃষ্টের দোষ। তুমি এখন কি অবস্থায় পড়েছ, তাও আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি; কিন্তু নাথ! কোন উপায় কর্‌বার শক্তি আমার নাই; থাক্‌লে দাসী প্রাণপাত ক'রে তাই

মোহিনী। এত ভজন-সাধনও বাপু এরা জানে!

[অনন্ত-মাহাত্ম্য, ৩য় অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য—১০৭ পৃষ্ঠা।

F. A. P. Syndicate, Calcutta.

করত। তবে মহারাজ! জেনে রেখো, যে অনন্তসেবা ক'রে একদিন সংসারে দেবতা ব'লে পরিচিত হয়েছিলে, সেই অনন্তকে তুমি ভুলে গেছ। যদি পার, তা' হ'লে অন্ততঃ দিনান্তেও একবার তাকে কেঁদে কেঁদে মনের কথা জানিও, তা হ'লে সেই দয়ার সাগর অনন্তদেব তোমার মঙ্গল করবেন। এস বাবা সুধীর! এ দিকে এগিয়ে এস, মহারাজকে প্রণাম কর।

সুধীর। বাবা! আমি তোমাকে প্রণাম করি। [প্রণাম] আর কখনো তোমার কাছে আস্‌তে পাব না, তাই একবার তোমার কোলে উঠ্‌তে সাধ হ'চ্ছে। একবার আমাকে কোলে করবে, বাবা?

চিত্রাঙ্গদ। [আত্মবিস্মৃত হইয়া] আয়—আয়—[হস্ত প্রসারণ]

মোহিনী। আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি, মহারাজ!

চিত্রাঙ্গদ। না না, ভুলে গিয়েছিলেম, মোহিনি।

সুধীর। একবারটী আমাকে কোলে করলে না, বাবা?

মোহিনী। আরে যা যা, অত সুখে কাজ নাই।

করুণা। তোমার ছোট মাকে প্রণাম কর, বাবা।

[হাত ধরিয়ে সুধীরকে প্রণাম করাইলেন]

মোহিনী। এত ভজন-সাধনও বাপু এরা জানে!

সুধীর। মা! যাবার সময় বুড়ো দাদার সঙ্গে দেখা ক'রে যেতে পেলেম না, অনন্ত দাদাকেও দেখ্‌তে পেলেম না; অনন্ত দাদা জান্‌তে পেলে আমাদের সঙ্গে যেতো, সে আমাকে বড় ভালবাসে।

করুণা। না বাবা! আমরা কষ্ট পাই পাব, তাকে কেন সঙ্গে ক'রে কষ্ট দেবো?

সুধীর। তবে চল্ যাই, মা! আর দেরি করিস্‌নে, পথ্ চিনে যেতে পারবি ত, মা?

করুণা। কোন পথ ত চিনিনে, বাবা! তবে অনন্তদেব আছেন, তাঁর নাম করতে করতে, দুই চোখ যেদিকে যায়, সেইদিকেই চ'লে যাব। তবে মহারাজ বিদায় হ'লেম, সুধীরকে নিয়ে আজ জন্মের মত দুঃখের সাগরে ভাসলেম। অনন্তদেবের মনে যা' থাকে তাই হবে। বাবা! অনন্তদেবকে স্মরণ কর্‌তে করতে আমার কোলে উঠে চল যাই।

সুধীর। [করযোড়ে]

গান।

হে অনন্ত! আজ তোমার নাম নিয়ে চলিলাম ভেসে।
আমার রাজরাণী মা আজি দেখ চলিল গো কাঙ্গালিনী বেশে॥
(মোরা) কোথায় যাব তাও জানি না,
কোন্ পথেতে তাও চিনি না,
তুমি কৃপা ক'রে কর করুণা, মোদের পথ দেখিয়ে দাও হে এসে।
তোমায় দীনের বন্ধু বলে সবাই,
তাই দুঃখের কথা তোমায় জানাই,
তোমার নাম নিয়ে যদি প্রাণ যায় হে, তব নামে কলঙ্ক রটিবে শেষে॥

[সুধীরকে ক্রোড়ে করিয়া করুণার প্রস্থান।

যষ্টিহস্তে কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চুকী। [প্রবেশ পথ হইতে] কৈ, আমার মা কৈ? কৈ, আমার সুধু কৈ? তা'রা কোথায় গেল রে? আমার মা-লক্ষ্মী গৃহ ছেড়ে আজ কোথায় গেল্ল রে? ওরে! কে আমার লক্ষ্মীমাকে, গৃহছাড়া করলি রে? এই যে রাজা! তুমি? তুমি আমার মা-লক্ষ্মীকে দুধের ছেলে সুধুর সঙ্গে বনবাসে পাঠিয়েছ? হা নিষ্ঠুর রাজা! হা পাষাণ রাজা! হা রাক্ষস রাজা! তুই আমার সাধের প্রতিমা রাজলক্ষ্মী করুণাময়ী মাকে রাজ্য ছাড়া করিছিস্? তোর সোণার রাজ্য লক্ষ্মীছাড়া ক'রে শ্মশান করলি?

লক্ষ্মীছাড়া রাজা! তোর মুখ দেখ্‌লেও মহাপাপ! লক্ষ্মীছেড়ে এখন অলক্ষ্মী নিয়ে বাস কর্‌বি, রাজ্য ছারেখারে যাবে যে! সতীলক্ষ্মীর দীর্ঘনিঃশ্বাসে তোর সোণার লঙ্কা ভস্ম হ'য়ে যাবে যে! [উদ্দেশে] হা মাতঃ! হা সুধু ভাই আমার! এ বৃদ্ধকে ছেড়ে তোরা কোথায় গেলি? একবার যাবার সময় দেখ্‌তেও পেলেম না! হায়! হায়! আজ কোশল নগরে কি সর্ব্বনাশ ঘট্‌ল রে!

মোহিনী। বলি তুমি কি মানুষ না গরু? তোমাকে-আবার রাজা করেছিল কোন্ বিধাতা? তুমি হ'লে একজন রাজা, তোমার কাছে এসে—একজন কোথাকার কে এসে যা-তা ব'লে যাচ্ছে, আর তুমি গাছের মত নিশ্চল হ'য়ে তাই কাণ পেতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুন্‌ছ? এতে তোমাকে কি বল্‌ব? ছিঃ—ছিঃ!

কঞ্চুকী। ঐ বুঝি সেই কালনাগিনী রাক্ষসী—যে এমন সোণার রাজ্যটা খেতে বসেছে? যার মন্ত্রণায় আজ আমার মা-লক্ষ্মীকে রাজ্য ছাড়া ক'রে দিয়েছ? রাজা! রাজা! তুমি মনুষ্যত্ব হারিয়েছ, তুমি মহত্ত্ব ভুলে গেছ, তুমি এখন পশুতে পরিণত হয়েছ, নতুবা ঐ ডাকিনীকে রাজ্যছাড়া না ক'রে, সোণার লক্ষ্মীকে রাজ্যছাড়া কর্‌বে কেন? ঐ যে রমণীমূর্ত্তি দেখ্‌ছ, ও কখনই মানবী নয়—ও রাক্ষসী, ও রাজ্য সমেত সব গ্রাস কর্‌বে! দেখ্‌বে রাজা, ও রাক্ষসীর করাল গ্রাসে তুমিও রক্ষা পাবে না! একদিন তোমার চক্ষু ফুট্‌বে, রাজা! একদিন তোমার রূপের নেশা ছুট্‌বে, রাজা! একদিন তোমার এই কুহক-স্বপন ভাঙ্গ্‌বে, রাজা। সেইদিন—সেইদিন রাজা, এই বৃদ্ধ কঞ্চুকীর কথা হাড়ে হাড়ে বুঝ্‌তে পার্‌বে; সেইদিন দেখ্‌বে যে, ঐ মায়াবিনী প্রকৃত সুন্দরী নয়, একটা প্রকাণ্ড রাক্ষসী; সেইদিন তোমার অনুতাপে—সেইদিন তোমার অশ্রুজলে—সেইদিন তোমার হাহাকারে পাষাণ ফেটে

খাবে। কিন্তু—কিন্তু—সেদিন—সেই শুভদিন তোমার কবে আস্‌বে, রাজা, তাই ভাব্‌ছি।

মোহিনী। কি এতবড় যোগ্যতা যে, আমি রাজ্যেশ্বরী, আমাকে পর্য্যন্ত দুর্ব্বাক্য ব'লে যায়। রাজা, রাজা, তুমি বিচার কর, এখনই ঐ বৃদ্ধের মস্তক ছিঁড়ে ফেলে দাও। যদি নিজে না পার, তবে রাজ্যভার ছেড়ে দাও, আমিই রাজ্যভার নিচ্ছি, দেখি, কেমন ক'রে ঐ বাচাল বৃদ্ধ রক্ষা পায়।

কঞ্চুকী। হা রাক্ষসি! তুই কি কুক্ষণে এ রাজ্যে পা দিয়েছিলি? তুই কি মোহন-মন্ত্রে দেবতাকে পিশাচ করেছিস্? ইচ্ছা কর্‌লেই তোকে এখনি এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কোপানলে ভস্ম কর্‌তে পারে, কিন্তু তা' কর্‌ব না; তা' হ'লে ধর্ম্মের বিচার পরীক্ষা করা হবে না—তোর পাপের ফল মহানরকের তীব্র যন্ত্রণা দেখা হবে না।

মোহিনী। রাজা! রাজা! ডাক', ডাক' তোমার অনুচর ডাক', এখনি বৃদ্ধকে বন্ধন ক'রে কারাগারে নিয়ে রাখুক। তার পর এক সপ্তাহ উপবাসে রেখে, পরে ঐ মস্তক জহ্লাদের দ্বারা সকলের সম্মুখে ছিন্ন করাতে হবে, এই আমার প্রতিজ্ঞা। যদি আমার এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা না কর, তা' হ'লে রাজা, তোমারও নিস্তার নাই। ডাক', ডাক', শীঘ্র অনুচর ডাক'।

কঞ্চুকী। অনুচর ডাক্‌তে হবে না, যদি রাজার আদেশ হয়, তা' হ'লে এখনি আমি নিজেই কারাগৃহে গমন কর্‌ব; ক্রোধের বশীভূত হ'য়ে রাজ-আদেশ লঙ্ঘন কর্‌ব না—ধর্ম্ম-পরীক্ষার জন্য সব সহ্য কর্‌ব। বল রাজা, আমাকে কারাগৃহে রক্ষা করা তোমার আদেশ কি না?

মোহিনী। বলনা, রাজা! ভয় কি? আমি তোমার আছি।

চিত্রাঙ্গদ। হাঁ।

কঞ্চুকী। ওঃ—বুঝেছি, তুমি একেবারে পদার্থহীন হয়েছ। তোমার অস্তিত্ব কিছুমাত্র নাই। এখন নিয়ে চল, রাজা, আমাকে কোন্ কারাগৃহে রাখ্‌বে—সেখানে যাব।

মোহিনী। ও সব নরম কথায় গ'লে যেওনা যেন, হস্তদ্বয় দৃঢ়রূপে বন্ধন ক'রে নিয়ে যাও। তুমি নিজে বন্ধন কর্‌তে পার্‌বে না, তাতে ওর অপমান বোধ হবে না, একজন অনুচর ডাক'।

জনৈক অনুচরের প্রবেশ।

অনুচর। মহারাজ! রাজসভায় সকলি উপস্থিত, কেবল মহারাজের জন্য সকলে অপেক্ষা কর্‌ছেন। কি অনুমতি হয়?

মোহিনী। সে অনুমতি পরে শুন্‌বে; এখন আগে রজ্জু দ্বারা ঐ বৃদ্ধকে শক্ত ক'রে বন্ধন কর্।

অনুচর। আজ্ঞে—আজ্ঞে—উনি যে—

মোহিনী। আবার উনি যে! তুই আদেশ পালন কর্। দাও না, রাজা, আদেশ দাও।

চিত্রাঙ্গদ। ইনি যা' বল্‌ছেন, তাই কর্।

অনুচর। তাই ত—তাই ত—মহারাজ!

মোহিনী। এখনও দ্বিরুক্তি, হতভাগ্য! তোরও মর্‌তে সাধ হ'য়েছে বুঝি?

কঞ্চুকী। কেন অনুচর, রাজবাক্যের অন্যথা ক'রে প্রাণ হারাতে যাবে? তুমি আমাকে বন্ধন কর, তোমার তাতে কোন অপরাধ হবে না, আমি স্ব-ইচ্ছায় হাত পেতে দিচ্ছি।

[অনুচর কর্ত্তৃক কঞ্চুকীর হস্ত বন্ধন করন]

মোহিনী। এখন যা, কারাগারের অন্ধকার গৃহে নিয়ে যা।

কঞ্চুকী। চল্‌লেম রাজা! কিছু দুঃখ নাই, শীঘ্র তোমার পাপের মাত্রা পূর্ণ হয়, তাই আমার ইচ্ছা; তা' না হ'লে ত পাপ চক্ষু উন্মীলিত হবে না। অনন্তদেব! প্রাণান্তকালে যেন তোমাকে ভুলে যাইনে। আর এক প্রার্থনা, যাতে শীঘ্র শীঘ্র ঐ রাক্ষসীর হাত হ'তে আমার রাজা পরিত্রাণ লাভ কর্‌তে পারে, সেই ক'রো। হরে মুরারে মধুকৈটভারে!

[অনুচর সহ প্রস্থান।

মোহিনী।— এস রাজা! তোমার প্রাণে শান্তিধারা ঢেলে দিইগে।

[রাজার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

নগর-পথ।

গীতকণ্ঠে অনাথ বালকগণের প্রবেশ।

অনাথ বালকগণ।— গান।

কোথা মাগো অন্নপূর্ণা করুণাময়ী 'করুণা'।
অনাথ-সন্তানগণে কে আর করিবে করুণা॥
মা গো তোমা হ'য়ে হারা, হয়েছি যে মাতৃহারা,
মাতৃহীন শিশু মোরা, দু' নয়নে ঝরে ধারা,
মা মা ব'লে কেঁদে সারা, কোথা মা গেলি বল না।
তেমনি ক'রে আদর ক'রে, কে ডাকিবে স্নেহভরে,
মা বিনে কে কোলে ধরে, ছেলের মায়া বুঝ্‌তে পারে,
ওগো, মা, মা, মা,গো গো!
আজ মা মা ব'লে পশু পাখী কাঁদে পেয়ে কি বেদনা॥

[প্রস্থান।

মন্ত্রীর প্রবেশ।

মন্ত্রী। হায়! চারিদিকে হাহাকার রব।
মা মা ব'লে মাতৃহারা প্রায়
কাঁদে পুরবাসিগণ।
কি ছিল, কি হ'ল অকস্মাৎ—
যেন এক মহা বজ্রাঘাতে
পুড়ে গেছে আনন্দ-ভবন!
যে নগরে দুঃখ ক্লেশ কারে ব'লে,
মুহূর্ত্তের তরে জানে নাই কেহ কোন দিন,
সে নগর একদিনে হয়েছে শ্মশান!
হায়! ছিল যেই রাজলক্ষ্মী এ কোশল-রাজ্যে,
সেই রাজলক্ষ্মী আজি চ'লে গেছে ছেড়ে!
অলক্ষ্মীর মহোৎসব রাজ্যময় হেরি;
অশান্তির তীব্র কোলাহল
পশিতেছে নিয়ত শ্রবণে।
পাপের বিকট রবে
প্রতিধ্বনি করিতেছে কোশল-নগরী।
মহামারী, ব্যভিচার আদি,
একে একে সব যেন তুলিছে মস্তক।
এতদিনে দ্বাপরের বাণী,
সত্যরূপে হ'ল পরিণত।
মহারাজ চিত্রাঙ্গদ অনন্তকে ভুলি'
রাক্ষসী রমণীসনে আনন্দে বিহ্বল;
নাহি মাত্র রাজকার্য্যে মন;

রাজা বিনা রাজ্যভার কে করে বহন ?
মন্ত্রী আমি,
কি করিতে পারি একা ?
ধর্ম্মের আদর্শ মহাত্মা কঞ্চুকী,
রাজাদেশে বদ্ধ কারাগৃহে।
সপ্তাহের পরে
পুনঃ তাঁর হবে কণ্ঠচ্ছেদ।
হা অনন্ত! কি করিলে তুমি ?
ব্রহ্মহত্যা হবে রাজ্যমাঝে।
ব্রহ্মবধ-পাপে,
যাবে রাজ্য ছারখার হ'যে।

বিজয়সিংহের প্রবেশ।

বিজয়। এই যে মন্ত্রিবর! নগরের উত্তরভাগ পরিদর্শন ক'রে এলেম। সর্ব্বত্রই অন্নাভাবে হাহাকার, অন্যায় অত্যাচার বিলক্ষণ দেখা দিয়েছে। বিশেষতঃ আজকার রাজরাণীর নির্ব্বাসন-বার্ত্তার সঙ্গে সঙ্গে কঞ্চুকীদেবের কারাবাস-বার্ত্তা—শতমুখে রাজ্যের চারিদিকে প্রচার হ'য়ে পড়েছে। রাজভক্ত ধর্ম্মপরায়ণ প্রজাবৃন্দ এখনও যারা আছে, তা'রা এই শোচনীয় ঘটনায় বিশেষ মর্ম্মাহতভাবে কালযাপন কর্‌ছে; ব্রাহ্মণগণ মহারাজকে অবিশ্রাম অভিসম্পাত প্রদান কর্‌ছেন। ভবিষ্যতে যে রাজ্যের পরিণাম-অবস্থা কিরূপ ভয়াবহ হ'য়ে দাঁড়াবে, তা' চিন্তা কর্‌লেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়!

মন্ত্রী। আমিও যতদূর আজ ভ্রমণ ক'রে দেখ্‌লেম, তাতে ঠিক্ ঐ একরূপ ভাবই দর্শন কর্‌লেম। এখন কি হবে, বিজয়? কি উপায় কর্‌লে রাজ্যের অমঙ্গল দূর করা যায়?

বিজয়। উপায় ত কিছুই চিন্তা ক'রে উঠ্‌তে পার্‌ছি না। যত ক্ষণ ঐ রাক্ষসী রাণী এ রাজ্য হ'তে প্রস্থান না কর্‌ছে, ততক্ষণ কিছুতেই রাজ্যের মঙ্গল নাই, বরং উত্তরোত্তর রাজ্যের অমঙ্গলই বৃদ্ধি পাবে।

মন্ত্রী। আমি আরও বিচলিত হয়েছি—কঞ্চুকীদেবের বধের আদেশ শ্রবণ ক'রে। আর সপ্তাহ পরেই ত তাঁর প্রাণদণ্ড হবে; বল দেখি, সেনাপতি! ভাব দেখি, বিজয়! তখন কি সর্ব্বনাশ কাণ্ড উপস্থিত হবে!

বিজয়। অরণ্যে রোদন ভিন্ন অন্য কোনও প্রতীকারের ক্ষমতা ত আমাদের হস্তে নাই।

মন্ত্রী। কি উপায় কর্‌লে মহারাজকে এখন সৎপথে আনয়ন করা যায়?

বিজয়। ঐ একমাত্র সেই মায়াবিনীকে রাজ্য হ'তে দূরীভূত করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

মন্ত্রী। তারই বা উপায় কি?

বিজয়। কঠিন সমস্যা।

মন্ত্রী। আরও শুন্‌ছি নাকি ছোটরাণী নিজেই রাজ্যভার হাতে নিতে চাচ্ছেন।

বিজয়। তা' হ'লে ত আরও সর্ব্বনাশ! যে সর্ব্বনাশ একটু বিলম্বে সঙ্ঘটিত হ'ত, তা' হ'লে সেই সর্ব্বনাশ অচিরাৎ সঙ্ঘটিত হ'বে। ভাব্‌ছি, কোন্ পাপে এই অনর্থ এসে উপস্থিত হ'ল?

মন্ত্রী। কোন পাপেই কিছু হয়নি, হয়েছে সেই দ্বাপরের ক্রোধে। মনে পড়ে না কি, সেই দ্বাপর যে সব কথা ব'লে ক্রোধভরে প্রস্থান করেছিল, সেই সব এখন বর্ণে বর্ণে সত্যরূপে পরিণত হচ্ছে।

পরিচারিকার প্রবেশ।

বিজয়। একি রাজ-পরিচারিকা! তুমি কোথায় যাচ্ছ?

পরি। আজ্ঞে আপনাকেই খুঁজ্‌ছি।

বিজয়। কেন, আমাকে কি প্রয়োজন তোমার?

পরি। আজ্ঞে! আমার নয়—ছোট রাণী-মার।

বিজয়। তাঁরই বা কি প্রয়োজন, তুমি বল্‌তে পার?

পরি। কি প্রয়োজন, আমি জানি না; তবে আপনাকে খুব গোপনে এই পত্রখানি দিতে বলেছেন। আপনি একবার এইদিকে এসে পত্রখানি গ্রহণ করুন।

মন্ত্রী। তবে যাও, বিজয়! দেখ গিয়ে, তিনি কি পত্র লিখেছেন।

বিজয়। [স্বগত] ছোট-রাণীর নাম শুন্‌লেই ত প্রাণে একটা যেন আতঙ্ক জন্মে, তাতে আবার গোপনীয় পত্রিকা, আরও আশঙ্কার কারণ। [প্রকাশ্যে] আচ্ছা চল। আসি মন্ত্রিবর।

[পরিচারিকা সহ প্রস্থান।

মন্ত্রী। আমিও স্বস্থানে যাই।

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

অন্তঃপুর—কক্ষ।

মোহিনীর প্রবেশ।

মোহিনী। কঙ্কণাকে ত তার ছেলের সঙ্গে রাজবাড়ী থেকে আজ দূর ক'রে দিয়েছি, বৃদ্ধ কঞ্চুকীকেও কারাগারে পাঠিয়েছি, এখন বিজয়কে প্রাণেশ্বর করতে পারলে প্রাণ স্থির হয়। বিজয়কে দেখা কর্‌বার জন্য পরিচারিকার কাছে যে পত্র পাঠিয়েছিলুম, বিজয় তার উত্তরে ব'লে দিয়েছে, সন্ধ্যার পরে এসে আমার সঙ্গে দেখা কর্‌বে। সন্ধ্যাও ত উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে, এখনও তবে আস্‌ছে না কেন? রাজা বড়রাণীর বনে যাবার পর হ'তেই কেমন এক বিকৃত ভাব ধারণ করেছে—উন্মাদ হবার পূর্ব্বলক্ষণ! তা' হয় হ'ক, বিজয়কে যদি লাভ কর্‌তে পারি, তা' হ'লে তাকে এই হৃদয়-রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে কোশলরাজ্যের অধীশ্বর ক'রে বসাব। তার জন্য ভাবনা কি? বিজয় কি আমার হবে না? আমার এই রূপ! এই নবযৌবন! এই সুমধুর বংশীধ্বনির ন্যায় রসপূর্ণ প্রেমালাপ! এতেও কি বিজয়ের মনকে গলাতে পার্‌ব না? তা' যদি না পারি, তা' হ'লে আমার এ কিসের রূপ—কিসের যৌবন—কিসের প্রেমশিক্ষা! ফাঁদ পেতে ত ব'সে থাকি, দেখি পাখী এসে ফাঁদে পড়ে কি না। ঐ যে কার্ পদশব্দ শুন্‌ছি! বোধ হয়, বিজয় আস্‌ছে, না কেউ না—মনের ভ্রম আমার! পানীয়ের সঙ্গে তীব্র সুরা মিশিয়ে রাজাকে পান করিয়েছি, রাজা এখনও অচেতন হ'য়ে প'ড়ে আছে; বিজয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বার এই ঠিক্ সময়। তাই ত—এখনও আস্‌ছে না কেন? ঐ যে বিজয় ঠিক

আস্ছে। আহা, কি সুন্দর মুখখানি! ও মুখখানি যে বুকে ক'রে চির জীবন না খেয়েও কাটান যায়!

ধীরে ধীরে বিজয়সিংহের প্রবেশ।

বিজয়। অভিবাদন, মহারাণি! [অভিবাদন]

মোহিনী। [সহাস্য বদনে] এস, এস, বিজয় এস! কেমন, ভাল আছ ত, বিজয়?

বিজয়। হাঁ, আপনার আশীর্ব্বাদে শারীরিক ভালই আছি। এখন আমাকে আহ্বানের কারণ কি, আদেশ করুন।

মোহিনী। [স্বগত] আ মরি মরি! কি মিষ্ট স্বর রে! [প্রকাশ্যে] ব'স, শ্রান্তি দূর কর, তার পর বল্‌ছি; অত ব্যস্ত কেন, বিজয়?

বিজয়। হাঁ, বিশেষ কোন রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় একটু ব্যস্ত আছি।

মোহিনী। রাজকার্য্যে সকল সময়েই ব্যস্ত থাক; এখন একটু না হয় রাজকার্য্য নাই কর্‌লে, দিবারাত্র কি সমান ভাবে পরিশ্রম করা যায়?

বিজয়। উপস্থিত সামান্য কর্ত্তব্যমাত্র আমার হস্তে ন্যস্ত, তাতে বিশেষ পরিশ্রম হবার সম্ভাবনা নাই।

মোহিনী। সে আমি জানি, বিজয়! তুমি কর্ত্তব্য পালন কর্‌তে বিন্দু-মাত্রও ত্রুটী কর না, তার জন্য সকলেই তোমার প্রশংসা করে। আমিও তোমার প্রশংসা শ্রবণে বড়ই সুখী হয়েছি।

বিজয়। ভৃত্যের সামান্য কার্য্য দেখে স্বয়ং মহারাণী সন্তুষ্টা, এ কথা শুনে অধীন ভৃত্যও পরম আহ্লাদিত হ'ল।

মোহিনী। ওকি বিজয়! তুমি ভৃত্য ব'লে নিজেকে হীন কর্‌তে চাও কেন? তুমি ত একজন প্রধান সেনাপতি!

বিজয়। সেনাপতি কি ভৃত্য নয়, মহারাণি? যখন অর্থ দ্বারা জীবন বিনিময় করেছি, তখন আপনাকে ভৃত্য ব'লে পরিচয় দিতে হীনতা মনে কর্‌ব কেন?

মোহিনী। আচ্ছা বিজয়! তুমি এ হ'তে আর কি উচ্চপদ অভিলাষ কর? আমার কাছে বল, এখনই তুমি সেই পদ লাভ কর্‌বে।

বিজয়। আর কোনও উচ্চপদে আমার আকাঙ্ক্ষা নাই; আশীর্ব্বাদ করুন, এই পদেই সন্তুষ্ট থেকে যেন এই পদেরই গৌরব রক্ষা ক'রে জীবন-পাত কর্‌তে পারি।

মোহিনী। সে কি বিজয়! আশা আকাঙ্ক্ষাকে অত নিয়ে রাখ্‌তে চাও কেন? এই মনে কর, যদি তুমি আজ কোনও রাজ্যপদ প্রাপ্ত হও, তা' হ'লে কি তুমি সেই পদে প্রতিষ্ঠিত হ'তে ইচ্ছা কর্‌বে না?

বিজয়। অধীনের অপরাধ মার্জ্জনা কর্‌বেন, আমি সেই অসম্ভব প্রলোভনকে অন্তরের সহিত উপেক্ষা কর্‌তে পারি।

মোহিনী। সম্ভব কি হ'তে পারে না, বিজয়?

বিজয়। সে অসম্ভবের কোন সম্ভাবনাই যে নাই।

মোহিনী। যদি এখনই হয়?

বিজয়। কি আদেশ কর্‌বেন ব'লে আহ্বান করেছেন, এখন সেই আদেশ শ্রবণ কর্‌তে অধীনের নিতান্ত ইচ্ছা।

মোহিনী। কথাটা উড়িয়ে দিলে কেন, বিজয়? যথার্থ বল্‌ছি, তুমি আজ হ'তে অধীন নও, বিজয়! আজ হ'তে তুমি স্বাধীন।

বিজয়। মহারাণীর বাক্যের তাৎপর্য্য আমি ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে পার্‌ছি না।

মোহিনী। নিয়ত যুদ্ধচর্চ্চা ক'রে ক'রে যার হৃদয় নিতান্ত নীরস কঠিন হ'য়ে থাকে, সে কেমন ক'রে নারী-হৃদয়ের কোমলতা হৃদয়ঙ্গম

কর্‌বে বল ? দেখ বিজয় ! তুমি নবীন যুবক আর আমি এই নবীনা যুবতী ; অথচ মনেই কর না কেন—আমাদের মনে কোন দুরভিসন্ধি নাই, আমরা কেউ কোন দোষের দোষী নই, তবুও যদি কেউ আমাদেব দুজনকে এরূপ নির্জ্জনে একত্রে থাক্‌তে দেখে, সে কি মনে করে বল দেখি ? কি লজ্জা !

বিজয়। ক্ষমা ভিক্ষা চাই, মহারাণি ! এ ক্ষুদ্র বিজয়কে কোনও ধাঁধাঁর মধ্যে ফেল্‌বেন না।

মোহিনী। বিজয় তুমি কেন ? আজ আমিই তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থিনী। আমাকে তুমি ধাঁধাঁর মধ্যে ফেলো না।

বিজয়। এ কি বল্‌ছেন, মহারাণি ? আমাকে বিদায় দিন্, আমি আমার কার্য্যে যাব, বড় বিলম্ব হ'য়ে যাচ্ছে।

মোহিনী। কিসের কার্য্য, বিজয় ? আজ হ'তে তোমার আর কোনও কার্য্য থাক্‌বে না—তোমাকে আমি স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেবো।

বিজয়। [স্বগত] একি। এঁর বাক্যের গূঢ় ভাবের মধ্যে যে, আমি প্রবেশ কর্‌তে পার্‌ছিনে ! এঁর কি কোন মন্দ উদ্দেশ্য আছে, না মায়াবিনী নারীজাতির প্রকৃতিই এইরূপ রহস্যজালেপূর্ণ ?

মোহিনী। শূন্য মনে কি চিন্তা কর্‌ছ, বিজয় ? আমি তোমাকে কি বল্‌ছি ? হা পাষাণ ! হা নিষ্ঠুর ! তুমি এখনও মুগ্ধা মোহিনীর হৃদয় বুঝ্‌তে পার্‌ছ না ? হা কপাল ! হা অদৃষ্ট ! বিজয় তুমি এমন হৃদয়বিহীন ! বিজয় ! নতমুখে কেন ? আমার কাছে তোমার লজ্জা কি ? একবার মুখ তুলে আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখ-দেখি ! কেমন সুন্দর এই মুখ ! এই চঞ্চল চোখ—এই মধুর অধর—তারপর সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া নবীন যৌবনের অপরূপ লাবণ্য উছলে উঠ্‌ছে ; এ সকল উপভোগ কর্‌তে কি তোমার মনে একটুও সাধ হয় না ? এ সকল

কার জন্য বিজয়? তোমারি জন্য বিজয়—তোমারি জন্য এই অসীম রূপের পুষ্পপাত্র সাজিয়ে রেখেছি; নাও—নাও—তুমি সোহাগ ক'রে তুলে নাও—সবই সার্থক হ'য়ে যাক্!

বিজয়। [স্বগত] একি, নরকের অন্ধকার যেন ক্রমেই নিকট বর্ত্তী হচ্ছে! ভগবন্! ঘোর সঙ্কট উপস্থিত, এ সঙ্কটে যেন পরিত্রাণ পাই।

মোহিনী। এখনও কিছু বুঝ্‌ছ না, বিজয়? তোমার অমন সুন্দর মুখ! অমন সুন্দর রূপ! কিন্তু তোমার শুষ্ক বুকে তবে একটুও প্রেম নাই কেন, বিজয়?

বিজয়। মহারাণি! মহারাণি! আপনি কা'র সঙ্গে কি কথা বল্‌ছেন? আপনি কি উন্মাদিনী?

মোহিনী। হাঁ বিজয়! আমি উন্মাদিনী, কেন তা' জান না, বিজয়? শোন, খুলে বল্‌ছি, আমি তোমারই জন্য উন্মাদিনী, তুমিই ত আমায় উন্মাদিনী করেছ, বিজয়! তুমি কেন অত রূপ গুণ নিয়ে আমার সম্মুখে এসেছিলে! যে দিন হ'তে তোমাকে দেখেছি, সেইদিন থেকেই মজেছি; মনকেও ফিরাতে অনেক চেষ্টা ক'রেছি, কিন্তু বিজয়! কিছুতেই সে দুর্দ্দমনীয় হৃদয়-বেগকে ফিরাতে পারি নাই। বিজয়—প্রাণের বিজয়! আমাকে বাঁচাও—আমাকে বাঁচাও—

বিজয়। [কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া]

কি শুনি—কি শুনি—
ভীষণ বজ্রের ধ্বনি!
টলমল কাঁপে ধরাতল—
কক্ষচ্যুত রবি শশী নক্ষত্রমণ্ডলী!
মহানাদে গর্জ্জিছে বারিধি!

কেন বিধি, অকালেতে ঘটালে প্রলয় ?
নহে এত প্রলয়ের কাল,
তবে কেন মাতৃমুখে পাপ-সম্ভাষণ !
তবে কেন দেবীমুখে
নরকের ঘৃণিত আহ্বান !
হায় বিধি ! কোন্ পাপে
জীবন্তে আমার এই নরক দর্শন ?

মোহিনী। [বংশীধ্বনি]

সহসা মায়াবিনীগণের প্রবেশ।

মায়াবিনীগণ।— গান।

নব নটবর, প্রেমিক-সুন্দর এস এস হৃদে করিব ধারণ।
অগোচরে চুরি করি' প্রাণ মন, মনচোর কেন কর পলায়ন॥
হের চাঁদিমা যামিনী জ্যোছনা জড়িত,
ঢুলু ঢুলু আঁখি আবেশে মোহিত,
তাহে মদনের বাণ অতি খরশাণ,
অবলার প্রাণ পায় যে বেদন।
এস এস বঁধু, বিধুরা কামিনী,
প্রাণে প্রাণে মিশি থাকি গুণমণি,
আমি যে চকোরী প্রেম-সোহাগিনী,
প্রেম-সুধাধারা কর বরিষণ॥

বিজয়। মহারাণি ! মহারাণি !
ভৃত্য আমি—
ভৃত্য সনে কেন কর হেন আচরণ ?
শুনি তব মুখে পাপ-সম্ভাষণ, ইচ্ছি' মরিবারে—
বৃশ্চিক-দংশন-জ্বালা জলে প্রাণে মোর !

দেহ আজ্ঞা অধীন কিঙ্করে,
চ'লে যাই স্বস্থানেতে মোর।
নতুবা এ ভীষণ যাতনা,
কোনরূপে না পারি সহিতে!

মোহিনী। কোনরূপে পার না সহিতে তুমি?
আর আমি?
আমি যে অবলাবালা,
নিশি দিবা কি যে জ্বালা সহিতেছি,
জান কি তা' তুমি?
একবার হৃদয়ের আবরণ,
করি যদি উন্মোচন,
দেখ তুমি বারেক পালটি নয়ন,
তা' হ'লে বিজয়!
দেখিবে সেথায় শুধু,
কার চিন্তা-বহ্নি মোরে করিছে অঙ্গার?

বিজয়। ও হো হো! কি বল! কি বল!
লজ্জা মান রমণীভূষণ,
সে ভূষণ স্ব-ইচ্ছায় কেন কর ত্যাগ?

মোহিনী। লজ্জা? মান? হা বিজয়!
তব তরে সব দিছি বিসর্জ্জন!
রেখেছি জীবন শুধু তোমারি আশায়!
জান না বিজয়, তোমা কত ভালবাসি!
কত প্রেম, কত ভালবাসা—
কত প্রণয়ের নূতন উচ্ছ্বাস,

কত প্রণয়ীর নব উপন্যাস,
দেখাতে শুনাতে তোমা শুধু,
রেখেছি হৃদয়ে পূরি' জান না, বিজয়।
বিজয়! বিজয়! প্রাণের বিজয়!
করিও না প্রত্যাখ্যান মোরে,
তোমা বই কিছু নাহি জানি—
তুমি ধ্যান—তুমি জ্ঞান—
তুমি মোর উপাসনা সার!
সমস্ত সংসার আমি তুমিময় হেরি!
তাই বলি প্রাণের বিজয়!
কেন তব রুক্ষভাব হেরি?
কেন কর্ণে দিতেছ অঙ্গুলি?
কেন ঘৃণাভরে,
নাসাগ্র তোমার করিছ কুঞ্চন?
আকিঞ্চন পূর্ণ কর, প্রাণেব বিজয়!
রক্ষা কর অবলার প্রাণ;
প্রেমনেত্রে চাহ একবার,
প্রেমবাক্যে কর সম্ভাষণ,
তৃপ্ত হ'ক শ্রবণ আমার!

বিজয়। ওঃ হোঃ হোঃ হোঃ! বজ্রধর!
বজ্র তব লুকালে কোথায়?
কিংবা তব বজ্রানল হয়েছে নির্ব্বাণ?
নতুবা কি হেতু, এখনও হ'য়ে প্রজ্বলিত
ভস্মসাৎ করে না পৃথিবী?

মহারাণি! মহারাণি!
তুমি গো জননীসমা পূজনীয়া মোর,
আমি তব পুত্রের সমান—
অতি মাত্র স্নেহের সামগ্রী!
পায়ে ধরি জননী গো!
মাতৃনামে ঢেলো না গো এ কলঙ্ক-কালী।
মাতৃনামে রটিলে কলঙ্ক—
যাবে সৃষ্টি রসাতল মাঝে!
মাতৃনামে রটিলে কলঙ্ক—
এ জগতে কেহ কোন দিন
মাতৃগর্ভে কভু আর না লভিবে স্থান!
প্রাণভরা মাতৃনাম
করিবে না কেহ আর কভু উচ্চারণ!
তাই বলি জননী গো!
এখনও ফিরাও মন,
সন্তানেরে ফেল না নরকে।
[মোহিনীর পদদ্বয় ধারণ]

মোহিনী। শুন শুন প্রাণের বিজয়!
স্পর্শে তব সমগ্র হৃদয় মোর
হর্ষভরে উঠে উথলিয়া;
রোমাঞ্চিত সর্ব্ব কলেবর!
[পা সরাইয়া লইয়া]
তুমি কেন পায়ে ধর মোর?
হৃদয়ে তোমার স্থান,

বসন্তের পুষ্পশয্যা রেখেছি পাতিয়া,
এস—এস—ওঠ—বুকে এস
পুলকে আকুল কর
এ মোর মোহন তনু ;
আর—আর—অলসে—আবেশে
মোরে একবার কর সংজ্ঞাহীনা।
আমার আমিত্বটুকু
যাহা রহিয়াছে বাহিরে পড়িয়া,
তোমার তুমিত্ব মাঝে
চিরতরে যাক্ হারাইয়া!
আমি তব প্রেম-ভিখারিণী,
আমারে চরণে রাখ হইয়া সদয়!

[পদ ধরিতে গমন বিজয়ের পশ্চাৎপদ হওন]

ক'রো না বঞ্চনা মোরে দাসীর মিনতি,
যে প্রবাহে যেতেছি ভাসিয়ে,
নাহি শক্তি কূলে ফিরে যাই।
সে শক্তি থাকিলে,
লজ্জা ঘৃণা থাকিত সকলি—
ধর্ম্মাধর্ম্ম মানিতাম তবে ;
তাই বলি প্রাণের বিজয়!
রক্ষা কর রমণীর প্রাণ,
মাতৃনাম ভুলে যাও তুমি ;
চ'লে যাব দুইজনে 'মিলি'
যেখানে মায়ের নাম শোনে নাই কেহ,

যেথানে ধর্ম্মের গন্ধ একবিন্দু নাই,
যেথানে প্রেমের তরে
গুপ্তস্থান রয়েছে উন্মুক্ত।
সমাজের চিহ্নমাত্র নাহি যেই স্থানে,
শুধু, প্রেমিক প্রেমিকা তরে
প্রণয়ের প্রস্রবণ ছুটিছে যেথানে,
সেইথানে চ'লে যাব আমরা উভয়ে।
কি ভয় তোমার?
শুধু তুমি আমি মুখোমুখী—
কপোত কপোতী যথা,
র'ব দিবানিশি সেথা প্রেমেতে মাতিয়া!
প্রেমগীতি গাহিবে কোকিলা,
প্রেম-সুধা ঢালিবে সুধাংশু,
প্রেমবারি বর্ষিবে নির্ঝর,
সুশীতল প্রাণ মন করিবে সজীব!
হেন সুখ, হেন শান্তি ত্যজি'
কেন মরি 'ধর্ম্ম ধর্ম্ম' করি,
প্রাণের বিজয়!
এই ভুজলতা হের,
কণ্ঠে বাঁধি' তোমা
রাখিব হৃদয়ে ধরি' বদ্ধ আলিঙ্গনে।
রুদ্ধ হবে ধমনীর ক্রিয়া,
ভুলে যাব পৃথিবীর সব—
স্বর্গ-সুখ হবে উপভোগ!

বল দেখি, বিজয়, এখন ?
ইচ্ছা কি হয় না তব হেন সুখ পেতে ?
ইচ্ছা কি এখন হয় প্রেম-উপেক্ষিতে ?

বিজয়। পরিত্রাহি—পরিত্রাহি—
কোথা যাই ? কোথায় দাঁড়াই ?
চারিদিকে ধু ধু জ্বলে বিষের অনল—
ভস্ম হব পুড়িয়ে এখনি !
না পারি দাঁড়াতে আর,
পদতলে কাঁপিছে মেদিনী !
নেত্রপথে ঘুরিছে জগৎ !
পথ নাহি হেরি—
কোথা যাই ? কোথা পথ পাই ?
কোন্ পথে করি পলায়ন ?

[বেগে গমনোদ্যোগ]

মোহিনী। [গমনে বাধা দিয়া হস্তধারণ পূর্ব্বক]
যেও না বিজয়, তুমি নারীরে বধিয়ে।
যাও যদি নারীবধ তোমারে লাগিবে।
একবার—একবার শুধু,
কর মোরে প্রেম-সম্ভাষণ,
তা' হ'লেও প্রাণ মোর হবে সুশীতল ;
তা' হ'লেও মনেতে ভাবিব,
আমার বিজয় মোরে করেছে আদর।
তাই বলি হতাদর ক'রো না, বিজয় !
যাহা চাও রাজ্য ধন, সব দিব তোমা,

মোহিনী। যাও যদি, নারীবধ তোমারে লাগিবে।

[অনন্ত-মাহাত্ম্য, ৩য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য—১২৮ পৃষ্ঠা।

A. P. Syndicate, Calcutta.

একবার কর যদি প্রেম-আলিঙ্গন ;
শুধু তার বিনিময়ে,
একবার শুধু এই
একবিন্দু প্রেম-বিনিময়ে
দিতে পারি, তোমা আমি অনন্ত সংসার!
দিতে পারি, তোমা আমি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড!
তাই বলি, প্রাণেশ্বর বিজয় আমার!
শুধু, একবিন্দু প্রেম দান কর একবার।

[বিজয়ের কণ্ঠালিঙ্গন]

[মায়াবিনীগণের প্রতি]
যাও সখীগণ, বাহির হইতে
রুদ্ধ কর সমুদয় দ্বার—
নহে পলাইবে নাগর আমার।

[মায়াবিনীগণের প্রস্থান।

বিজয়। [অস্থির ভাবে বিকট মুখ করিয়া]
আরে আরে পিশাচী রমণি!
এখনো রসনা তোর হ'ল না দ্বিখণ্ড ?
আরে আরে পাপীয়সী নারি,
ঘৃণা দিলি রমণী সমাজে ;
অতঃপর আর কেহ নারীরে কখনো,
না করিবে বিশ্বাস সংসারে।
হেরিলে নারীর ছায়া,
শত হস্ত দূরে সরি' ঢাকিবে নয়ন।
নারী নাম শুনিলে কখনো

কর্ণদ্বয়ে অঙ্গুলি প্রদানি'
যাবে দূরে পলাইয়া পুরুষ তখনি !
ছিঃ ছিঃ নারী যদি সৃজিয়াছ, বিধি !
নারীর অধরে,
এত হলাহল কেন দিয়াছিলে ঢেলে ?
সংসারের শান্তিতরু এই কি রমণী !
সংসারের লক্ষ্মীরূপা এই কি রমণী !
কেন বিধি ! রমণীরে সাপিনী আকারে
না করি' সৃজন কেন, করিলে মানবী ?
দানবী কি এ হ'তে ভীষণা ?
রাক্ষসী কি নারী হ'তে আরো ভয়ঙ্করী ?

মোহিনী। তাই—তাই—বিজয় আমার ?
যা' ব'লে ভাবিবে মোরে,
আমি তাই জেনো ;
কিন্তু, তবু তোমা না ছাড়িব—
কিন্তু তবু তোমারে লভিব।
চোরা কভু নাহি শুনে ধর্ম্মের কাহিনী !
চাই—চাই—তোমারে বিজয়, চাই আমি,
যে কোন প্রকারে তোমা চাই সুনিশ্চয় !
এই পুনঃ ধরিনু তোমারে,

[হস্ত ধারণ]

যাও দেখি ছাড়িয়ে আমারে !
কেমন পুরুষ তুমি ! কত বড় বীর ?
যেতে ত দিব না তোমা।

বিজয়। আরে আরে অস্পৃশ্যা রমণি!
ছাড়্—ছাড়্—হাত ছাড়্,
যাই আমি স্বস্থানে চলিয়া।

[হস্ত ছাড়াইয়া গমনে উদ্যত]

মোহিনী। কোথা যাবে? কোন্ পথে যাবে?
সব দ্বার রুদ্ধ করি' রেখেছে সখীরা।
না পারিবে যাইতে, বিজয়!
কেন তবে বৃথা চেষ্টা কর?
বৃথা ক্রোধে নাহি কোন ফল।
বিফল তর্জ্জন তব হইবে, বিজয়!
তার চেয়ে শান্ত হ'য়ে, প্রাণের বিজয়!
এস—ব'স হৃদয়ে আমার!
তব তরে প্রেম-সিংহাসন,
রাখিয়াছি পাতি' মোর হৃদয় মাঝারে।
তুমি না বসিলে কে বা বসিবে সেথায়?
একবার প্রেমভরে দেহ আলিঙ্গন;
তৃষিতা চাতকী আমি,
প্রেমসুধা কর বরিষণ;
দাসী হ'য়ে রব চিরদিন
চরণে তোমার—
তুমি আমার—আমার—কেবলি আমার—

বিজয়। পারি আমি তোমা হেন পিশাচীরে
সমুচিত শিক্ষা দিতে এখনি এখানে;
বিজয়ের তীক্ষ্ণ তরবারি

তোমা সম পাপ্পিনীরে
এতক্ষণ করিত না ক্ষমা ;
কিন্তু কি বলিব তোমা ?
রাজ-অপবাদ ভয়ে শুধু
এতক্ষণ করিছি মার্জ্জনা।
এইবার পদাঘাতে
ভাঙ্গি' দ্বার করিব প্রস্থান।

[বেগে প্রস্থান।

মোহিনী। [ক্রুদ্ধভাবে] বটে—বটে—তবে রে বিজয় !
চ'লে গেলি ভাঙ্গি' দ্বার তুচ্ছ করি মোরে !
এত গর্ব্ব—এত স্পর্দ্ধা তব ?
বহুক্ষণ বহুকষ্টে সহিয়াছি সব।
এত আকিঞ্চন, এত কাকুতি-মিনতি,
যতদূর করিবার, করিয়াছি আমি ;
কিছুতেই শুনিলি না কথা ?
স্বহস্তে ধরিয়া কর করেছি সাধনা,
না শুনিয়া অপমান করিস্ আমারে ?
আরে আরে, আরে রে বিজয় !
ভয় দেখাইয়া মোরে করিবে নিরস্ত ?
ধর্ম্ম দেখাইয়া মোরে করিবে বিরত ?
হাঃ হাঃ হাঃ, কিছুমাত্র চেন নাই মোরে ?
কিছুমাত্র নাহি জান আমার প্রকৃতি।
এই দেখিয়াছ যারে প্রেম-সম্ভাষিতে,
শোন পুনঃ তার মুখে ভীষণ হুঙ্কার !

আরে আরে, দুর্মতি বিজয়!
স্বহস্তে টানিলি তুই ফণীপুচ্ছ ধরি'!
স্বেচ্ছায় জাগালি তুই নিদ্রিতা সিংহীরে!
আর না করিব ক্ষমা,
তোর রক্তে কালি আমি করিব তর্পণ।
আয়—আয়—প্রতিহিংসা! নারীর হৃদয়ে!
আয়—আয়—কালানল রমণী-কটাক্ষে!
হৃদয়ের প্রেমসিন্ধু, যাক্ শুষ্ক হ'য়ে,
নতুবা উঠুক্ সিন্ধু ভীষণ গর্জ্জিয়ে;
তীব্র হলাহল বিষ কর্ উদ্গীরণ।
রমণীর প্রতিহিংসা কেমন ভীষণ,
দেখিবে বিজয়সিংহ—দেখিবে জগৎ।

[বেগে প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বনভূমি।

যষ্টির অগ্র ধরিয়া দুলালী ও যষ্টির পশ্চাৎ ধরিয়া সুধীরচন্দ্রের প্রবেশ।

সুধীর।—

গান।

কেন রে বিধি রে করিলি রে আমায় অন্ধ।
নিঠুর পিতা নিদয় হ'যে আমার কর্‌লে অন্ন বন্ধ॥
এখন বনবাসে উপবাসে, নয়নজলে বয়ান ভাসে,
এই ছিল কি ভাগ্যে শেষে, আমার এম্‌নি কপাল মন্দ॥
ছিলেন মাতা রাজরাণী, এখন পথের ভিখারিণী,
কেঁদে কেঁদে উন্মাদিনী, বিধি তোর এম্‌নি বিবন্ধ॥

দুলালী। তু' কাঁদিস্ না রে সুধুয়া, কাঁদিস্ না, তুঁহার চোখে জল দেখিলে হামারও চোখে জল আসে রে। তুঁহার কি এখন ভুখা লাগিয়েছে, রে সুধুয়া? বোল্, তুঁহারে হামি ফল তুলিয়ে আনিয়ে দি'।

সুধীর। না দুলালি, আমার এখনও খিদে পায়নি; তুই কাল যে ফলগুলি এনে দিয়েছিলি, তাই বেশী ক'রে খেয়ে আজ আর আমার খিদে পায়নি।

দুলালী। তব্ তু কেন কান্না করিস্, রে সুধুয়া?

সুধীর। শুধু কি খিদের জন্য কাঁদি রে, দুলালি? আমাদের দুঃখের কথা আর কত বল্‌ব? আমাদের দুঃখের কথা শুন্‌লে বনের পাখী পর্য্যন্ত না কেঁদে থাক্‌তে পারে না, দুলালি;

দুলালী। ও সব দুঃখু-কষ্টের কথা কিছু তুঁ ভাব্‌না করিস্‌ না রে! দুঃখু-কষ্টের কথা মনে না করিলে দেখ্‌বি কিছু দুঃখ্‌ হবে না। দেখ্‌ ত, হাম্‌রা কেমন্‌ সুখে আছি! জোঙ্গলে জোঙ্গলে ঘুরিয়ে বেড়াই, পাখী হরিণ শিকার করি, রদ্দুর বর্‌ষা মাথায় পেতে লি, হামাদের কোন কষ্ট হয় না।

সুধীর। তোরা ত চোখ দিয়ে সব্‌ দেখে বেড়াতে পারিস্‌। আমি যে তাও পারি না, রে দুলালি! এই যে তুই আমাকে এমন ভালবাসিস্‌, এমন মিষ্ট কথা বলিস্‌, কিন্তু তোর মুখখানা যে কেমন, তাও ত একবার দেখ্‌তে পারি না, রে দুলালি! দুলালি রে! যাদের চক্ষু নাই, তারা কেন বেঁচে থাকে রে? কেবল আঁধার দেখে দেখে আর ত পারি না, রে দুলালি! যদি মা আমার না থাক্‌তেন, তা' হ'লে আমি বিষফল খেয়ে একদিন ম'রে যেতেম; কেবল—আমি ম'লে আমার দুঃখিনী মাও আবার কেঁদে কেঁদে অন্ধ হবেন, সেই ভয়ে কেবল মর্‌তে পারি না, রে দুলালি! আজ যদি আমার চক্ষু থাক্‌ত, তা' হ'লে কি মা আমার এত কষ্টভোগ করেন, না আমায় কোলে ক'রে, মা আমার লোকের বাড়ী বাড়ী ভিক্ষে কর্‌তে যেতেন? দুলালি, আমার রাজরাণী মা আজ দু'মুষ্টি অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে বেড়াচ্ছেন! দুলালি, এ দুঃখ যে রাখ্‌বার স্থান নাই রে!

দুলালী। তুঁ যে বলিস্‌, সুধুয়া, তুঁহার এক অনন্ত দাদা আছে, সে নাকি তুঁহারে খুব ভালবাসে। ভাল যদি বাসে, তব্‌ সে এখানে আসে না কেন? সে আসিলে ত রাণী-মাইকে আর ভিখ্‌ মাঙ্‌তে হয় না।

সুধীর। দুলালি রে! অনন্ত দাদারও হয় ত কি হ'য়েছে, তা' নইলে সে আমাদের খুঁজে খুঁজে এই বনে এসে উপস্থিত হ'ত। অনন্ত দাদার জন্য প্রাণ আমার বড় কাঁদ্ছে; এ সময়ে অনন্ত দাদাকে যদি একবার পেতেম, তা' হ'লেও অনেকটা ভাল থাক্‌তেম। কত বেলা হয়েছে, রে দুলালি? রদ্দুরের তাপ যেন খুব বেশী ব'লে বোধ হচ্ছে।

দুলালী। বেলা এখন দুপুর হইয়ে গিয়েছে। মাথার উপরে সুয্যি আসিয়ে দাঁড়িয়েছে।

সুধীর। তা' হ'লে মা এখনও কেন আস্‌ছেন না, দুলালি? এত বেলা ত মা কখনো না এসে থাকেন না। আজ মা আমাকে রেখে একাই ভিক্ষেয় গেছেন, আজ কোন একটা নূতন গ্রামে যাবেন; সেখানে যেতে হ'লে নাকি বড় বড় বনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, সেই সব বনে নাকি বড় বড় বাঘ ভাল্লুক আছে, তাই তাদের ভয়ে মা আমায় সঙ্গে ক'রে নিয়ে যান্‌নি।

দুলালী। সুধুয়া রে! ঐ যে রাণীমায়ী এসিয়েছে।

সুধীর। মা! মা! এসেছ মা?

ভিক্ষাঝুলি-স্কন্ধে করুণার প্রবেশ।

করুণা। এই যে বাবা, এসেছি। দুলালী মা আমার, তুই এখনও সুধীরের কাছে আছিস্? লক্ষ্মী মা আমার! তুই বেঁচে থাক্।

দুলালী। তুঁ না আসিলে হামি সুধুয়াকে ছাড়িয়ে কেমন করিয়ে চলিয়ে যাব, মায়ী?

করুণা। [স্বগত] আহা, ভগবান্ অনন্ত এই বালিকাকে যদি না দিতেন, তা' হ'লে সুধীর আমার একলাটী থাক্‌তে কত কষ্ট বোধ কর্‌ত! আহা, ভীলদের মেয়ে হ'লেও যেন আমারই মেয়ে ব'লে মনে হয়। মেয়েটী যেন ঠিক লক্ষ্মী—আমাদের জন্য কত কষ্ট করে!

সুধীর। মা! আজ বুঝি খুব বেশী ভিক্ষে পেয়েছিস্, তা' হ'লে আর কালকে তুই ভিক্ষা করতে যাস্‌নি, মা!

করুণা। না বাবা! বেশী না; যেমন পেয়ে থাকি, তেমনিই পেয়েছি।

সুধীর। তবে এত দেরী করলি কেন, মা?

করুণা। যেখানে গিয়েছিলেম, সে এখান থেকে অনেক দূর; বাবা, তাই এত দেরী হয়েছে।

সুধীর। তবে চল্ মা! কুটীরে যাই, স্নান ক'রে রান্না করবি, তবে খাব।

করুণা। আজ কোনও অতিথি এসেছিলেন, বাবা?

সুধীর। না মা, আমি ত তা' জানি না, দুলালী যদি জানে।

করুণা। হাঁ মা! কোনও অতিথিকে দেখতে পাওনি?

দুলালী। না মায়ি, কোই সাধুলোক্ ত এখানে আসে নাই।

করুণা। আজ পূর্ণিমা তিথি, পূর্ণিমা তিথিতে একজন ব্রাহ্মণ অতিথির সেবা না ক'রে ত আমি জলস্পর্শ করতে পারব না।

সুধীর। এখানে বনের ভেতর কোথায় অতিথি আস্‌বেন, মা?

করুণা। আমি লোকালয়ে গিয়েও কত খুঁজ্‌লেম, কোনও ব্রাহ্মণই আমার অতিথি হ'তে স্বীকার করলেন না। আমি ভিখারিণী ব'লে আমার কথা কেউ বিশ্বাসও করলেন না। কত জনে আমাকে পাগল মনে ক'রে উপহাসও করলেন। হা অনন্তদেব! আজ আমাকে একজন ব্রাহ্মণ অতিথি আনিয়ে দাও, আমি তোমার উদ্দেশে ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে পূর্ণিমা-তিথি পালন করি।

দুলালী। তব্ তুঁ খাবি, মায়ি?

করুণা। অতিথি-সেবা না করতে পারলে ত আজ আর কিছু খাব না, মা।

সুধীর। মাগো! তুই কালও ত ভিক্ষের চা'ল কম ছিল ব'লে না খেয়ে ছিলি; আজও যদি অতিথি না আসে, তা' হ'লে না খেয়ে থাক্‌বি, এই কত পথ চ'লে এসেছিস্, তোর যে বড় কষ্ট হবে, মা।

করুণা। না, বাবা! আমার কোন কষ্টই হবে না।

অতিথি-বালক বেশে অনন্তদেবের প্রবেশ।

গান।

অনন্ত।— আমায় ছুটী খেতে দিবি মা।
আমি পথহারা কাঙ্গাল ছেলে, আমার ক্ষিদেয় ঘুরছে গা॥
সুধীর।— কে গো তুমি কাঙ্গাল ছেলে এস গো কাছে,
তোমার মত কাঙ্গাল ছেলে দেখ্‌বে গো আছে,
অনন্ত।— তোমার মা আছে ভাই, আমার তাও নাই,
কখন দেখিনি কেমন মা।
সুধীর।— তোমার চক্ষু আছে ও কাঙ্গাল ছেলে, তাও যে আমার নাই,
আমি অন্ধ হ'যে বন্ধ আছি কোথাও যাইনে ভাই;
অনন্ত।— তবু মায়ের ছেলে মায়ের কোলে থেকে ডাক্‌ছ ব'লে মা॥
সুধীর।— আমার মায়ের দুঃখ কব কত পাষাণ গ'লে যায়,
আমার রাজরাণী মা কাঙ্গাল বেশে পথে পথে ধায়;
অনন্ত।— ঐ কাঙ্গাল ব'লেই দয়া আছে, নইলে মায়ের দয়া থাক্‌ত না॥

করুণা। বাবা! তুমি কি ব্রাহ্মণ?

অনন্ত। হাঁ, মা! এই দেখ্‌ছ না আমার গলায় যজ্ঞসূত্র রয়েছে?

করুণা। বাবা সুধীর! এস আমরা বাবা-ঠাকুরকে প্রণাম করি।

[সুধীরকে লইয়া অনন্তকে প্রণাম করণ]

সুধীর। হাঁ মা, তোমার বাবা-ঠাকুর! তা' হ'লে আমার ত দাদা-ঠাকুর? দাদা-ঠাকুর! তোমার নাম কি, ভাই?

অনন্ত। আমার নাম গোবিন্দ ঠাকুর, আমার নিবাস গোলোকপুর।

করুণা। [স্বগত] আজ অনন্তদেব কৃপা ক'রে একজন অতিথি ব্রাহ্মণ মিলিয়ে দিয়েছেন।

অনন্ত। তোমরা ত একথা-সেকথাই বল্‌ছ, কৈ আমার খাবারের কথা ত কিছুই বল্‌ছ না! আজ তিনদিন আমি উপবাসী আছি, বড় সাধ ক'রে বড় নাম শুনে গিয়েছিলেম—এক লক্ষ্মীছাড়া রাজার বাড়ীতে; ভেবেছিলেম, কিছু পয়সা-কড়িও পাব, ভাল ক'রে পেট্‌টা ভ'রেও খাব; কিন্তু এম্‌নি কপাল মন্দ যে, সেখানে গিয়ে দেখি যে, সে রাজাকে পেয়েছে এক পেত্নীতে। সে পেত্নীর তাড়নায় রাজ্যশুদ্ধ লোক অস্থির! পেত্নীটে নাকি কোন্ বন থেকে এসে রাজার ঘাড়ে চেপেছে। সেই পেত্নী যেদিন থেকে রাজাকে পেয়ে বসেছে, সেদিন থেকেই রাজার মাথাটা নাকি বিগ্‌ড়ে গেছে; ধর্ম্ম-কর্ম্ম অতিথি ব্রাহ্মণ সব ত্যাগ করেছে; যে অনন্ত-ব্রতের অত বড় নাম শুনে সেখানে গিয়েছিলেম, সে অনন্তের নামও এখন রাজার মুখে নাই। আরও শুন্‌লুম, সেই পেত্নী-পাওয়া রাজা নাকি তার লক্ষ্মীর মত বড়রাণীকে ছেলের সঙ্গে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আর কঞ্চুকী ব'লে কে এক বুড়ো ভালমানুষ বামুণ আছে, সে নাকি সেই লক্ষ্মীরাণীকে তাড়িয়ে দেবার জন্য রাজাকে কি বলেছিল, তাই সেই পেত্নীর মন্ত্রণায় রাজা সেই আশী বছরের বুড়ো বামুণকে বধ কর্‌বার আদেশ দিয়েছে; আর তিনদিন পরেই সেই ব্রহ্মহত্যা হবে, তাই শুনেই সেখানে থেকে আমি একেবারে পালিয়ে এসেছি; ভয়ে লোকালয় দিয়ে চলিনি, বনের পথ ধ'রে চ'লে এসেছি। তাই আজ তিনদিন কিছু খেতে পাইনি। তোমাদের দেখে দু'টী খাবার আশায় তোমাদের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছি; যদি দয়া ক'রে এই ব্রাহ্মণ বালককে দু'টী খেতে দাও, তা' হ'লে তোমাদের দু' হাত তুলে আশীর্ব্বাদ কর্‌তে কর্‌তে চ'লে যাই।

করুণা। বাবা! দয়া ক'রে যদি এই কাঙ্গালিনীর কুটীরে পদার্পণ করেছ, তা' হ'লে আমার কাঙ্গালের যা' আছে, তাই দিয়ে তোমার সেবা করব, বাবা!

সুধীর। হাঁ মা! দাদা-ঠাকুর ও কোন্ রাজার কথা বল্লেন, মা? আমার বাবার কথা নয় ত? আর যে ব্রহ্মহত্যার কথা বল্লেন, সে আমার সেই বুড়ো দাদা নয় ত?

করুণা। [জনান্তিকে] থাক্ বাবা সুধীর! ও সব কথায় এখন প্রয়োজন নাই। [স্বগত] হায়! বালকের মুখে যা' শুন্লেম, তাতে ত সবই বুঝ্তে পার্লেম; মহারাজ তা' হ'লে যথার্থ ই অনন্তদেবকে ভুল্লেন! আর পিতৃতুল্য কঞ্চুকী-দেব আমাদের জন্যই তা' হ'লে প্রাণ হারাতে বসেছেন। হায় অনন্তদেব! যেন ব্রহ্মহত্যা ঘটিও না, ব্রহ্মহত্যা হ'লে আর সে রাজ্যের মঙ্গল নাই। আজ যদি গৃহে একটু দাঁড়াবার স্থান পেতেম, তা' হ'লে যে ভাবে পারি, ব্রহ্মহত্যা ঘট্তে দিতেম না।

সুধীর। দেখ্ মা! কাঙ্গাল ছেলেটী যেন আমার অনন্ত দাদার মত কথা কয়।

অনন্ত। তুমি কোন্ অনন্তের কথা বল্ছ? এক অনন্তকে ত সেই পেত্নীতে-পাওয়া রাজা তাড়িয়ে দিয়েছে।

সুধীর। [জনান্তিকে] মাগো! তা' হ'লে অনন্ত দাদাকেও বাবা তাড়িয়ে দিয়েছেন; আহা, অনন্ত দাদাও তা' হ'লে আমাদের মত কত কষ্ট পাচ্ছে!

করুণা। [স্বগত] যাকে মহারাজ এত ভালবাস্তেন, তাকেও তাড়িয়ে দিলেন!

দুলালী। দেখ্ মায়ি? কোতো বেলা হইয়ে গেল, কখন্ তবে রান্না করিয়ে সুধুয়াকে খাওয়াবি?

অনন্ত। এ মেয়েটী কে গা?

করুণা। এ মেয়েটী—বাবা! ভীলদের মেয়ে, বড় লক্ষ্মী মেয়ে, আমার সুধীরকে বড় ভালবাসে, সুধীরের সঙ্গে ব'সে খেলা করে।

অনন্ত। তোমার নাম কি গা?

দুলালী। হামার নাম ত দুলালী আছে।

অনন্ত। তোমার বাবার নাম কি?

দুলালী। বিশুয়া পাগল—মায়ের নাম শ্যামা পাগলী।

অনন্ত। বাপ্ মা দুই পাগল?

দুলালী। হামার স্বোয়ামী যে আছে, সে-ও পাগল। তার নাম আছে, হরিয়া পাগল।

অনন্ত। এত পাগলের মাঝে থাক যখন, তখন তুমিও পাগল বুঝি?

দুলালী। না, হামি কেন পাগল হোবো? হামিই ত হামার পাগল স্বোয়ামীরে ঠাণ্ডা রাখি, তাহার মাথাটা বড়ই খারাপি আছে।

অনন্ত। কেন, সে কি করে?

দুলালী। বোড়ো পাগ্লামী করে; তাহার মিষ্টি কথা শুনিয়ে তাহারে সবাই ভালবাসিয়ে ফেলে, আর লোকে আদর করিয়ে খাসা খাসা খাবার খাইতে দেয়; আর সে বোড়ো দুষ্টু আছে কিনা, তাই সে পাগল হামার, তাহাদের সর্ব্বনাশ করিয়ে চলিয়ে আসে।

অনন্ত। তুমিও দেখ্ছি, তা' হ'লে পাগল, নইলে স্বামীর নিন্দা কর্‌বে কেন?

দুলালী। সে নিন্দের কাম্ কোর্‌বে, আর হামি তা' বোল্‌বে না? কেন সে তবে, যারা তারে পরাণ দিয়ে ভালবাসে, তাহাদের সঙ্গে চালাকি করিবে, তাহাদের সর্ব্বনাশ করিবে।

অনন্ত। আর তারা, তাকে কখনো তবে ভালবেসে ডাকে না?

দুলালী। কেন ডাকিবে না? সে এমন দুষ্টু যে, তাহার সে চালাকীর খেলা কেউ সমঝ্‌ করতে পারে না।

অনন্ত। তবু ত তারে ডাকে, তোমারে ত কেউ ডাকে না।

দুলালী। হামি ত আর তাহার মোতো চালাকী খেলাতে জানি না। হামি যাহার কাছে যাই, তাহার কত করিয়ে খাবার আনিয়ে দি; কিন্তু সে ত তাহা করে না, সে তাহার খাবার বন্দ করিয়ে দেয়।

অনন্ত। সে বুঝি তোমারে তত ভালবাসে না, তাই অত কথা বল্‌ছ।

দুলালী। কেন বাস্‌বে না? হামি বেজার হ'লে হামার পা ধরিয়ে কত সাধনা করে।

অনন্ত। ও বাবাঃ! তুমি ত তবে কম মেয়ে নও!

দুলালী। হাঁ, হামি যেমন্‌-তেমন্‌ মেইয়া নই।

সুধীর। মা, শুন্‌ছিস্‌—দুজনের কথা? দুলালী কেমন জানা মানুষের মত উত্তর দিচ্ছে!

করুণা। বাবা গোবিন্দ! তা' হ'লে কুটীর মধ্যে চল, দুঃখিনীর আতিথ্য গ্রহণ কর।

অনন্ত। আমি ত তোমার এখানে রান্না ক'রে খেতে পাব্‌ব না। আমি যে রান্না কর্‌তে জানি না।

করুণা। তা' হ'লে কি উপায় হবে, বাবা?

অনন্ত। আমাকে কিছু ফল এনে দাও, তা' হ'লেই হবে।

করুণা। এ ভিন্ন আর কি উপায় কর্‌ব, বাবা? আহা, যদি ভাগ্যক্রমে অনন্তদেব ব্রাহ্মণ অতিথি মিলিয়ে দিলেন, কিন্তু তাকে অন্ন-সেবা করাতে পার্‌লেম না! সবই আমার অদৃষ্ট!

অনন্ত। তুমি কিছু দুঃখ ক'রো না, ফলই আমি ভাল খাব।

করুণা। এস, সকলে কুটীরে যাই। [সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজসভা।

ব্যস্তভাবে মন্ত্রীর প্রবেশ।

মন্ত্রী। কি করি—কি করি—
চারিদিকে ভীষণ বিপদ্!
রাজ-কোপানল উঠেছে জ্বলিয়ে,
কেমনে বিজয়সিংহে করিব রক্ষণ?
এখনি ক্রোধান্ধ রাজা আসিলে হেথায়,
অত্যাহিত হইবে ঘটন।

ক্রোধান্ধ উন্মত্তভাবে চিত্রাঙ্গদের প্রবেশ।

চিত্রাঙ্গদ। [প্রবেশ পথ হইতে] কৈ মন্ত্রি! বিজয়ের রক্ত কই? দাও—দাও—এখনি চাই, এখনি বিজয়ের উত্তপ্ত রুধির চাই—

মন্ত্রী। স্থির হন্, মহারাজ! ধৈর্য্য ধারণ করুন।

চিত্রাঙ্গদ। তুমি কি বল, মন্ত্রি? ধৈর্য্য? এখনও তুমি ধৈর্য্য ধরতে বল? আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! তোমার কি রক্ত-মাংসে শরীর গঠিত নয়? এখনও বল ধৈর্য্য ধর্‌তে? ছিঃ ছিঃ, তুমি অতি নিস্তেজ—অপদার্থ! বুঝেছি, তুমি পার্‌বে না—তোমার কর্ম্ম নয়; যাই—আমিই যাই, স্বহস্তে পাপিষ্ঠের মুণ্ড ছেদন করিগে [উঠিতে উদ্যত]

মন্ত্রী। [হস্ত ধারণ করিয়া] মহারাজ! বিচলিত হবেন না, একটু প্রকৃতিস্থ হ'য়ে একবার আমার একটী প্রার্থনা শ্রবণ করুন—দোহাই মহারাজ!

চিত্রাঙ্গদ। কিছু শুনতে চাই না, কোন কথা ব'লো না, মন্ত্রি! আমি তার শোণিত দেখতে চাই, অসহ্য! অসহ্য! নিতান্ত অসহ্য হ'য়ে উঠেছে।

মন্ত্রী। [স্বগত] হায়, কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত! কোনরূপে কোন কথা মহারাজকে বোঝাতে পারছিনে।

চিত্রাঙ্গদ। কি ভাবছ, মন্ত্রি! রাজ-আদেশ পালন করবার ক্ষমতা তোমার নাই? কেমন? আচ্ছা, কে আছিস্ রে এখানে!

প্রতিহারীর প্রবেশ।

মন্ত্রী। [করযোড়ে] মহারাজ! মহারাজ! একবার মন্ত্রীর একটা কথা শুনুন, দোহাই মহারাজ! একবার বিচার ক'রে দেখুন যে, সেনাপতি যথার্থই দোষী কি না।

চিত্রাঙ্গদ। কি? তার আবার বিচার? রাজ্ঞীর কথা অবিশ্বাস করব? মন্ত্রি! তোমার স্পর্দ্ধার সীমা ত কম বর্দ্ধিত হয় নাই! বিজয় সম্বন্ধে আবার বিচার?

সহসা উচিতের প্রবেশ।

উচিত। তা'ত বটেই, এর কি আর বিচার চলে? এ যে এখন অবিচারের রাজ্য, এখানে কি বিচারের কথা উঠ্‌তে পারে? ছিঃ মন্ত্রি! তুমি এমন বোকা কেন?

চিত্রাঙ্গদ। কে তুমি?

উচিত। আজ্ঞে, আমাকে আজ চিন্‌তে পারলেন না? আগে ত বেশ চিন্‌তেন, আমার কথাগুলো বেশ শুনতে ভালও বাসতেন, এখন একেবারে অচেনা হ'য়ে গেলুম! তা'ত হবারই কথা, মহারাজ! যেদিন থেকে মহারাজকে সেই পেত্নীতে পেয়ে বসেছে, সেইদিন থেকে এ উচিতের কথায় আর কাণ পাত্‌তে চান না।

চিত্রাঙ্গদ। কে এ উন্মত্তটা ?

উচিত। আজ্ঞে, ও বিশেষণটা এখন মহারাজের পূর্ব্বেই ভালভাবে বসেছে।

চিত্রাঙ্গদ। মন্ত্রি! শীঘ্র ও আপদ্‌টাকে বিদায় কর।

উচিত। কাউকে বিদায় কর্‌তে হবে না, যখন বিদায় হবার হবে, তখন আপনা হ'তেই বিদায় হব, তার জন্য কারো কোন চিন্তা কর্‌তে হবে না।

মন্ত্রী। মহারাজ! এঁর নাম উচিত, ঐরূপ কথা বলাই ওঁর অভ্যাস। নিজে না বিদায় হ'লে ওঁকে কেউ বিদায় করতে পারে না, ঐরূপ একটা অসাধারণ ক্ষমতা ওঁর আছে।

উচিত। আজ্ঞে হাঁ, মন্ত্রী মহাশয় যা' বলেছেন, তার এক বর্ণও মিথ্যা নয়। ও ক্ষমতাটা সেই হাঁসে চড়া চারমুখো ঠাকুরের কাছে থেকেই বে-খরচায় পাওয়া।

প্রতিহারী। কি আদেশ, মহারাজ ?

চিত্রাঙ্গদ। তুমি যাও, এখনি সেনাপতি বিজয়সিংহকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে সশস্ত্রসৈন্যবেষ্টিত ক'রে রাজসভায় আনয়ন কর।

প্রতিহারী। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

উচিত। বেড়ে হুকুম! চমৎকার হুকুম! একেবারে সাড়ে ষোল আনা ন্যায্য বিচার! দস্যু তস্করের দ্বারা কারাগৃহ আর পূর্ণ না ক'রে, এই সব সেনাপতি মন্ত্রী প্রভৃতি রাজভক্ত কর্ম্মচারীর দ্বারাই পূর্ণ করা উচিত। এমন না হ'লে আর সুশাসন কাকে বলে! ধন্য নারী জাতি! তোদের মুখখানায় যে কি এক চমৎকার জিনিষ মাখান থাকে, যা' দেখে পুরুষগুলো ভেড়া ব'নে যায়!

মন্ত্রী। মহারাজ! ছুটী পায়ে ধরি, সেনাপতি বিজয়সিংহকে এরূপ নিষ্ঠুরভাবে হত্যা ক'রে কোশল-রাজ্যের সর্ব্বনাশ সাধন করবেন না। রাজ-বিচার প্রকৃত হ'লে বিজয়সিংহ কখনই দোষী ব'লে প্রমাণিত হ'ত না। তার নির্ম্মলচরিত্র সম্বন্ধে সকলেই একবাক্যে সাক্ষ্য প্রদান কর্‌ত। মহারাজ! আপনি রাক্ষসী রমণীর কুহক-মন্ত্রে মুগ্ধ হ'য়ে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হ'য়ে পড়েছেন; নতুবা রাজ-লক্ষ্মী করুণাকে রাজ্যছাড়া করতেন না, রাজপুত্র বালক সুধীরচন্দ্রকে অন্ধ কর্‌বার বিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন করতেন না, আর সেই পরম ধার্ম্মিক রাজকুলহিতৈষী মনীষী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কঞ্চুকীকে নিদারুণ কারা-যন্ত্রণা প্রদান করতেন না; আর আপনার প্রাণারাম পরমপদার্থ অনন্তদেবের নামও আজ বিস্মৃত হ'য়ে যেতেন না। মহারাজ, আপনি নিশ্চয় জান্‌বেন, নব রাজ-মহিষী কখনই মানবী নন্, ও সেই ক্রুদ্ধ দ্বাপরের প্রেরিতা কোনও মায়াবিনী রাক্ষসী। তাই বল্‌ছি, মহারাজ, মন্ত্রীর কথায় একবার কর্ণপাত করুন, সহসা সর্ব্বনাশের সর্ব্বগ্রাসী অনল জেলে, সে অনলে রাজ্যবাসীকে আহুতি প্রদান করবেন না।

উচিত। ও সব কথা কি এখন মহারাজের কাণে ভাল লাগ্‌বে? ও যে সেই পেত্নীরাণীর মন্ত্রপূত করা কাণ। ও কাণে এখনও যে সেই মোহন-বাঁশীর দশ পর্দ্দা ওজনে খাম্বাজরাগিণীর বিরহ-সঙ্গীত লেগে রয়েছে!

চিত্রাঙ্গদ। সাবধান—নির্ব্বোধ!

উচিত। বোধ শক্তিটে এখন তোমারই দেখ্‌ছি, মহারাজ, বেশ টাট্‌কা আছে; নতুবা প্রতি কার্য্যে কি এত বুদ্ধিমানের পরিচয়, বাবা, দিয়ে উঠ্‌তে পারতে!

চিত্রাঙ্গদ। এখনি দেখ্‌বি, তোর মুণ্ড দ্বিখণ্ড করব?

উচিত। বাবা! দেখে দেখে ঘুণ ধর্‌ল, মাথায় পড়্‌ল টাক্।
তাই ত এত জোর-জবরে বাঁজিয়ে বেড়াই ঢাক্॥
কাক্ উড়্‌ছে পেছু তোমার, শকুন উড়্‌ছে মাথে।
এ যাত্রার ফল্‌টা ভালই তোমার ফলাব হাতে হাতে॥
সাথে তোমার কেউ থাক্‌ল না, একাই চল্‌লে ছুটে।
দস্যু তোমার পেছু নেছে, নেবে সকল লুটে॥
নারীর প্রেমে প'ড়ে তুমি খাচ্ছ হাবুডুবু।
দু'দিন পরেই চোখ ফুট্‌লেই হবে কিন্তু কাবু॥

চিত্রাঙ্গদ। তবে দেখ্। [অস্ত্র বাহির করিয়া কাটিতে উদ্যত]

উচিত। [সরিয়া যাইয়া]
এ যে মর্‌চে ধরা অস্ত্র তোমার রাথ খাপে পূরে।
তুমি, নিজেই এখন মর্‌চে ধরা, বল্‌ছি খাঁটি সুরে॥
যেমন, ক্ষিপ্ত শেয়াল বিষের জ্বালায় ছট্‌ফটিয়ে মরে।
তোমার দশাও তাই দেখ্‌ছি, মর্‌ছ ছট্‌ফট্ ক'রে॥

চারিদিকে সশস্ত্র সৈন্যবেষ্টিত ভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ
বিজয়সিংহের প্রবেশ।

চিত্রাঙ্গদ। ঐ—ঐ, বিজয়সিংহ, শীঘ্র কেউ ওর মস্তক ছেদন ক'রে আমাকে রুধির দেখাও।

বিজয়। মহারাজ! প্রতিপালক! যদি বিজয়সিংহের রুধির দর্শনে এত ইচ্ছা হ'য়ে থাকে, তা' হ'লে বিজয়সিংহ স্বহস্তে নিজের মস্তক ছেদন ক'রে সেই রুধির-স্রোতঃ মহারাজকে এখনি দেখাতে পারে; কিন্তু বিজয়-সিংহের এই ধর্ম্মাধিকরণে এসে, ধর্ম্ম-বিচারক মহারাজের নিকটে একবার জান্‌তে চায় যে, সে কোন্ অপরাধে এখানে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হ'তে এসেছে।

চিত্রাঙ্গদ। নির্লজ্জ কুক্কুর! প্রভুপত্নীর ধর্ম্মনাশে উদ্যত—কামান্ধ-শৃগাল! এখনও তুই আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বাক্য উচ্চারণ কর্‌তে সাহস কর্‌ছিস্?

বিজয়। নির্দ্দোষচরিত্র বিজয়সিংহ তার পবিত্র রসনায় সত্যবাক্য উচ্চারণ কর্‌তে ধর্ম্মরাজ শমনের নিকটেও কখনো বিন্দুমাত্র ভীত হয় না।

চিত্রাঙ্গদ। আমিই আজ তোর নিকট সাক্ষাৎ সেই শমনরূপে উপস্থিত। আজ আমিই সেই ধর্ম্ম-বিচারে তোর মস্তক-ছেদনের ব্যবস্থা করেছি।

বিজয়। যতদিন—মহারাজ, তুমি প্রকৃত ধর্ম্ম-বিচারক ছিলে, যতদিন, মহারাজ, তোমার সে বিচার শক্তি ছিল, ততদিন তোমাকে আমি—শুধু আমি কেন? জগৎশুদ্ধ লোকে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম ব'লেই ভক্তি করেছে; ততদিন তোমার ধর্ম্মপূর্ণ সূক্ষ্ম বিচারে শত্রু পর্য্যন্ত সন্তোষ লাভ করেছে, ততদিন বিজয়সিংহ তোমাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা ক'রে এসেছে; কিন্তু এখন, এখন মহারাজ! তুমি পাপের মূর্ত্তিমতী রাক্ষসী রমণীকে গৃহে প্রতিষ্ঠিত ক'রে, নিজেও সেই মহাপাপের পূঁতিগন্ধময় নরকে নিমগ্ন হয়েছ; আর তুমি সেই যাদুকরী রমণীর যাদুমন্ত্রে বশীভূত হ'য়ে এখন সম্পূর্ণ বিকৃতমস্তিষ্ক হয়েছ; এখন তুমি প্রকৃত রাজ-সিংহাসনে উপবেশন করবার উপযুক্ত নও; সুতরাং তোমার বিচার-আদেশ পালন কর্‌তে বিজয়সিংহ কোনরূপেই প্রস্তুত নয়; অধিকন্তু সেই আদেশ লঙ্ঘন করাকে আমি রাজ-আদেশ-লঙ্ঘন-জনিত পাপ-কার্য্য ব'লেও মনে করব না।

উচিত। বেশ বাপু! যথার্থ বুকের বল যে তোমার আছে, তার পরিচয় দিয়েছ।

চিত্রাঙ্গদ। [বিজয়ের প্রতি] আচ্ছা, মুহূর্ত্ত কাল তিষ্ঠ রে বর্ব্বর! [উচ্চৈঃস্বরে] জহ্লাদ! জহ্লাদ!

খড়্গহস্তে জহ্লাদের প্রবেশ।

মন্ত্রী। [স্বগত] হায়! হায়! আজ একটা ভীষণ কাণ্ড উপস্থিত না হ'য়ে যাবে না দেখ্‌ছি!

চিত্রাঙ্গদ। জহ্লাদ! শীঘ্র ঐ পাপিষ্ঠ সেনাপতির মস্তক ছেদন কর্। কিছুমাত্র বিলম্ব করিস্ না—

উচিত। ঠিক, হবে যেটা বুঝ্‌ছি সেটা,
তুমুল ঝড় উঠ্‌বে শেষটা;

চিত্রাঙ্গদ। জহ্লাদ! এখনও দাঁড়িয়ে রইলি?

[বিজয়সিংহকে লক্ষ্য করিয়া জহ্লাদ খড়্গ উত্তোলন করিল]

বিজয়। সাবধান ঘাতক! একপদও অগ্রসর হ'স্‌নি।

চিত্রাঙ্গদ। তবে—তবে—দাঁড়া রে বিজয়! [অসি উত্তোলন]

বিজয়। ধর্ম্ম, তুমি সহায়! [সহসা শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া জহ্লাদের খড়্গ গ্রহণ ও ক্রোধে ইতস্ততঃ ভ্রমণ]

সকলে। জয়—সেনাপতি বিজয়সিংহের জয়! জয়—সেনাপতি বিজয়সিংহের জয়!

চিত্রাঙ্গদ। সৈন্যগণ! সৈন্যগণ! দস্যুকে বন্ধন কর, দস্যুকে হত্যা কর।

সহসা ছুরিকা হস্তে ক্রুদ্ধা মোহিনীর প্রবেশ।

মোহিনী। [প্রবেশ পথ হইতে] পার্‌লে না, রাজা? পার্‌লে না, রাজা? সামান্য কুক্কুরকে দমন কর্‌তে কেউ পেরে উঠ্‌লে না? এই দেখ, তোমার মোহিনী, রমণী হ'য়ে কেমন ক'রে কুক্কুরকে দমন করে! প্রতি-হিংসা—প্রতিহিংসা—[ছুরিকা উত্তোলন করিয়া আক্রমণের চেষ্টা]

বিজয়। আয় রাক্ষসী রমণি,
এই খড়্গে তোর মুণ্ড করিব ছেদন।

[খড়্গ উত্তোলন]

চিত্রাঙ্গদ। সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! মোহিনি—মোহিনি! চল—চল—এখনি খড়্গাঘাত কর্‌বে।

[মোহিনীকে টানিয়া লইয়া বেগে প্রস্থান।

বিজয়। দাঁড়া—দাঁড়া—[পশ্চাদ্ধাবন]

মন্ত্রী। [বিজয়কে ধরিয়া] বিজয়! বিজয়! কর কি? কর কি? ক্রোধ সম্বরণ কর।

বিজয়। ছেড়ে দিন্, মন্ত্রিবর! আজ পাপের ভাণ্ডার নিঃশেষ ক'রে ফেলি।

মন্ত্রী। বিজয়! ধর্ম্ম আছেন, তিনিই বিচার কর্‌বেন; তুমি শান্ত হও।

বিজয়। ধর্ম্ম কি এ রাজ্যে আছে? কখনই না! ধর্ম্ম থাক্‌লে ঐ পাপীয়সী রমণীর পাপমুণ্ড গতকল্যই স্কন্ধ হ'তে আপনা হ'তেই খ'সে পড়্‌ত। তাই বল্‌ছি, ধর্ম্ম নাই—ধর্ম্ম নাই—ধর্ম্মের বিচার এখন আমাদের হাতে। আমরাই এখন সেই ধর্ম্মের বিচার কর্‌ব।

উচিত। ঠিক্ বলেছ, সেনাপতি! ও রাজাকে আর এখন রাজ-তক্তে বস্‌তে দিও না। পেত্নীটে ছেড়ে না গেলে পরে ও রাজা দ্বারা আর কোন কাজই হবে না; তবে জান কি, রাজা এখন নেহাত একটী কলের পুতুল, যা' কর্‌ছে—যা' বল্‌ছে, সে সবই ঐ মায়াবিনী রমণীর মন্ত্রণায়। যাক্, এখন ঠাণ্ডা হ'য়ে দিন-কতক থাক, তার পর পরিণামটা শীঘ্রই দেখ্‌তে পাবে। আমি এখন আসি।

[প্রস্থান।

মন্ত্রী। চল বিজয়, স্থানান্তরে চল; এখন আর এ রাজসভায় থাক্‌লে তোমার মনের গতি স্থির হবে না, এস।

[বিজয়ের হাত ধরিয়া প্রস্থান এবং
পশ্চাৎ অপর সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

দ্বাপর-ভবন।

দুর্ব্বুদ্ধি সহ কণ্ঠালিঙ্গনে বদ্ধ দ্বাপরের প্রবেশ।

দ্বাপর। যথার্থ, সখা! তোমার কথা মত কাজ না কর্‌লে, দ্বাপর কিছুতেই আর মর্ত্তপুরে অধিকার স্থাপন কর্‌তে পার্‌ত না। এত শীঘ্র যে এতদূর ক'রে উঠ্‌তে পার্‌ব, সে বিশ্বাসটা সম্পূর্ণভাবে আমার কখনই ছিল না।

দুর্ব্বুদ্ধি। মোহিনীর কাজ কেমন চল্‌ছে?

দ্বাপর। মোহিনী পূরো দস্তর চালাচ্ছে; তেমন অনন্ত-ভক্ত রাজাকে একেবারে অন্য রকম তৈরী ক'রে ফেলেছে। রাজ্যে এখন মহাবিশৃঙ্খলা, পাপাদির সেখানে এখন মহোৎসব উপস্থিত। কোশল-রাজ্যটা একরূপ ঠিক্‌ই হয়েছে; অনন্তের নাম রাজা এখন মনেও করে না। কিন্তু সখা, সেই বড়-রাণী করুণাটার কিছুই কর্‌তে পারা গেল না; সেটা সেই বনে গিয়েও 'অনন্ত' 'অনন্ত' ক'রে মর্‌ছে! অনন্তঠাকুরটীও আবার রাজবাড়ী ছেড়ে সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছেন; ঠাক্‌রুণটিও সেখানে গিয়ে আস্তানা পেতেছেন।

দুর্ব্বুদ্ধি। আবার তা' হ'লে আর একটা মতলব আঁট্‌তে হচ্ছে। আচ্ছা, আজই রাত্রিকালে শুয়ে শুয়ে বড়রাণীর সর্ব্বনাশের ফিকির মাথা থেকে বার কর্‌তে হবে। কালই এসে ফিকির তোমায় ব'লে দেবো।

দ্বাপর। তা' হ'লে একেবারে আর কোন চিন্তাই থাকে না। যথার্থ, সখা! তোমারে যে কি দিয়ে সন্তুষ্ট কর্‌ব, তা' বুঝে উঠ্‌তে পারি না।

তবে আজকার মত তোমাকে একটু আমোদ দেবো ব'লে জোগাড় ক'রে রেখেছি; নর্ত্তকীরা এখনি এখানে এসে নৃত্যগীত করবে।

দুর্ব্বুদ্ধি। বেশ, ভাল ব্যবস্থাই করেছ; অনেক দিন তোমার বাড়ীতে ওটা বন্ধ হয়েছিল।

নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণ।—

গান।

পরাণ মন সখী হয় উচাটন।
ওই বাঁশী বাজে—বাজে—বাজে—কর্ লো শ্রবণ॥
মোরা সরমে ব্যাকুলা আকুলা, অবলা নারী,
বাঁশী শুনে কেমনে মনে ধৈরয ধরি;
ছি ছি লো লোকলাজ আয় লো পরিহরি—
বঁধু দরশনে চল্ করি লো গমন।
কাঁপে দুরু দুরু হিয়ার মাঝারে,
কি জানি স্বজনী কেউ বা নেহারে,
যদি সে মনচোরে নয়নে না হেরে,
তা' হ'লে পীরিতি জানে না কেমন্॥

[প্রস্থান।

দ্বাপর। তা' হ'লে চল, আমরাও যাই, রাত্রি অধিক হয়েছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

দাদাঠাকুরের বাড়ী।

দাদাঠাকুর ও রামচরণের প্রবেশ।

দাদা। তা' হ'লেই—তুই বিবেচনা কর্, রামচরণ! রাজবাড়ীর অবস্থা যেরূপ দাঁড়িয়েছে, তাতে—তুই বিবেচনা কর্, রামচরণ! রাজ-বাড়ীতে আর এখন যাওয়া হয় না।

রাম। তা' এই নাকি, দাদাঠাকুর, পাঁজির নেকা ঠিক্ না খেটে গেল না!

দাদা। তুই বিবেচনা কর্, রামচরণ! পাঁজির লেখা—বিবেচনা কর্, রামচরণ, ভাল গণৎকারের হাতেই লেখা হয়েছে। তা' নৈলে—তুই বিবেচনা কর্—রামচরণ, একেবারে একটা কথাও—বিবেচনা কর্—এদিক্-ওদিক্ হয়নি।

রাম। তা' হ'লে—এই নাকি, দাদাঠাকুর! সেই রাক্ষস-খোকস্ মাগী—এই নাকি—রাজ্যিটে উজোড়্ ক'রে ফেলেছে?

দাদা। তা' বিবেচনা ক'রে দেখ্, রামচরণ, তাই যদি না করবে, তা' হ'লে—তুই বিবেচনা ক'রে দেখ্, রামচরণ, এমন অনন্তের ব্রতটা—বিবেচনা কর্—এদ্দিনের পর বন্ধ হ'য়ে যেতে পারে? তবেই এখন—বিবেচনা কর্, রামচরণ! এই গরীব আমাদের—বিবেচনা কর্—কি উপায় হবে?

রাম। তা' সত্যিকথা, দাদাঠাকুর! তবে—এই নাকি—বল ত দাদাঠাকুর, কেমন ক'রে আমরা এখন বাঁচ্‌ব?

দাদা। তুই বিবেচনা কর্, রামচরণ, তা' হ'লে আমরা একেবারেই—বিবেচনা কর্—মারা যাব।

রাম। এই নাকি, দাদাঠাকুর, কোথা থেকে একটা রাক্ষস এসে—এই নাকি—আমাদের সর্ব্বনাশ ক'রে গেল।

দাদা। বিবেচনা কর্, রামচরণ, এখন অন্নের সংস্থান—বিবেচনা কর্—কিরূপে করা যায়?

রাম। তবে—এই নাকি, দাদাঠাকুর! একটা কাজ আছে, এই নাকি, সেই কাজটা কর্‌তে পার্‌লে—এই নাকি—একরূপ ক'রে, কোনমতে-সতে চালান যায়।

দাদা। তুই বিবেচনা ক'রে দেখ্, রামচরণ—এখন এমন কাজটা, বিবেচনা কর্—কি আছে?

রাম। এই নাকি, দাদাঠাকুর, আমার হাতে একখানা বড় গোছের লাঠী থাক্‌লে—এই নাকি—রাস্তার ধারে ঝোপে-জঙ্গলের মধ্যে এই নাকি—দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হয়।

দাদা। বিবেচনা কর্, তার পর?

রাম। তার পর—এই নাকি—দাদাঠাকুর, রাস্তা দিয়ে যেমনি কেউ টাকা-কড়ি নিয়ে চল্‌ল, অমনি তড়াক্ ক'রে সেখান থেকে বেরিয়ে—এই নাকি—সেই লাঠীর একটা শক্ত ঘা ক'সে মার্‌তে পার্‌লেই—এই নাকি—দু' পয়সা বেশ রোজগার করা যায়।

দাদা। তুই বিবেচনা কর্, রামচরণ, এটা খুব ভাল যুক্তিই বার করেছিস্, তা' হ'লে—বিবেচনা কর্—এ ব্যবসাটাতে বেশ লাভের কথাই আছে।

রাম। এই নাকি, দাদাঠাকুর, মানুষ ঠেঙ্গিয়ে পয়সা রোজগার করাটা—এই নাকি—আমি ছেলেবেলা থেকেই অভ্যাস ক'রে রেখেছি;

এখন দেখ, এই নাকি, দাদাঠাকুর, সেই অভ্যাস্টা—এই নাকি—একটা কাজে লেগে যাবে।

দাদা। তুই বিবেচনা কর্, রামচরণ, তা' হ'লে একখানা শক্ত লাঠীর দরকার হচ্ছে ; তা' হ'লেই—বিবেচনা কর্, রামচরণ, ব্যবসাটা আরম্ভ ক'রে দেওয়া যায়।

রাম। তা' দাদাঠাকুর, তোমার ছিচরণের পের্সাদে—এই নাকি—তোমার রামচরণের কোন কাজই—এই নাকি—না-জানা নেই। যাতে দেবে—এই নাকি—ঠেঙ্গিয়ে মারা বল, এই নাকি—হাপ্সি টেনে বল, এই নাকি—ছোরা চালিয়ে বল, সে সবই তোমার পের্সাদে রামচরণের—এই নাকি—শেখা পড়া আছে।

দাদা। বেঁচে থাক্, রামচরণ! বিবেচনা কর্, এখন তুই এই—বিবেচনা কর্—আর তোর এই দাদাঠাকুরের—বিবেচনা কর্—আর কোনও গতি নাই, তবে বিবেচনা কর্, রামচরণ! এখনই চল্, সেই ব্যবসাটা—বিবেচনা কর্—খুলে দিইগে।

[উভয়ের প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য।

উদ্যান।

মদমত্ত সমরকেতনের প্রবেশ।

সমর। [মত্তভাবে] চন্দ্রার সঙ্গে আজই যা' হয় একটা হেস্ত-নেস্ত ক'বে ফেল্‌তে হবে। আর এভাবে কতদিন চালান যায়? আমাব সঙ্গে চন্দ্রার বিবাহ দিতে মন্ত্রীরও আর এখন মত নাই। এ সমস্তই সেই বিজয়সিংহের কর্ম্ম। বিজয়কে হত্যা কব্‌বার জন্য এত চেষ্টা কব্‌ছি, কিন্তু কিছুই ফাঁক্ খুঁজে পাচ্ছিনে। ব্যাটা বড় চালাক্, বড় সাবধানে চলা-ফেরা করে। বিজয়টাকে না যমের ঘরে পাঠাতে পার্‌লে আমার প্রাণে শান্তি হচ্ছে না। চন্দ্রা আমাকে ছেড়ে বিজয়কে ভালবাস্‌বে, তা' আমি কথনই সহ্য কর্‌তে পার্‌ব না। কেন বাবা! বিজয়ের চেয়ে আমার চেহারাখানা কি মন্দ? বিজয়ের চেয়ে আমি কি প্রেমালাপ কর্‌তে কম জানি? তবে কেন চন্দ্রা তাকে ভালবাস্‌বে? না, তা' বাস্‌তে পাব্‌বে না—বাস্‌তে দেবো না। ঐ যে চন্দ্রা কি ভাব্‌তে ভাব্‌তে এইদিকে আস্‌ছে; আমি একটু আড়ালে থাকি, নইলে আমাকে দেখ্‌লে চন্দ্রা ফিরে চ'লে যাবে। [অন্তরালে অবস্থান]

চিন্তামগ্না বিষণ্ণা চন্দ্রার প্রবেশ।

চন্দ্রা। [স্বগত] হায়! বিজয়ের কথা যা' শুনলেম, তাকি সত্য? শুনে অবধি প্রাণ যে কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে। কেন—বিজয়কে হত্যা কর্‌বার জন্য মহারাজের এত আকাঙ্ক্ষা কেন? বাবাকে জিজ্ঞেস্ কর্‌ব মনে ক'রে বাবার কাছে গেলুম, কিন্তু বাবার মুখের গম্ভীর ভাব দেখে

আর বল্‌তে সাহস হ'ল না। নিশ্চয়ই একটা কিছু হয়েছে। বিজয় এমন কি অপরাধ করতে পারে, যাতে বিজয়কে রাজা প্রাণদণ্ড কর্‌তে পারেন? না বিজয় দেবতা, দেবতার মনে পাপের দাগ বস্‌তে পারে না। যদি বিজয় রাজ্য ছেড়ে কোথাও চ'লে যায়, তা' হ'লে ত বিজয়কে আর কখনো দেখ্‌তে পাব না। বিজয়কে না দেখে কতদিন বাঁচ্‌তে পার্‌ব? হা ভগবন্‌! হা অনন্তদেব! আমার বিজয় যেন রাজ্য ছেড়ে কোথায় চ'লে যায় না! আমার বিজয়ের অঙ্গে যেন তৃণের আঁচড়টী লাগে না! একদিকে বিজয়ের চিন্তা, অপর দিকে সমর দাদার অত্যাচার সহ্য করা, এ দুইই আমার পক্ষে অসহ্য হ'য়ে উঠেছে। বহু কষ্টে, বাবাকে ব'লে সমর দাদার সঙ্গে আমার যে বিবাহ স্থির হয়েছিল, সে প্রস্তাব ভঙ্গ করিয়েছি। সমর দাদা আমার উপর বড়ই রেগে গেছে। কি কর্‌ব? আমি বিজয়কে যে ভাবে ভালবাসি, সে ভাবে সমর দাদাকে ভালবাস্‌তে পারি না। সমর দাদাকে এক দাদার মত ভালবাস্‌তে পারি, তাই বাসি; তা' হ'তে অধিক কিছুই কর্‌তে পারি না।

[সমরকেতন চন্দ্রার সম্মুখে আগমন করিল]

একি সমর দাদা! কোথায় ছিলে? এতক্ষণ ত দেখি নাই!

সমর। [জড়িত স্বরে] তা, দেখ্‌তে পাবে কেন, চন্দ্রা? আমি যে তোমার চোখের বালি! বিজয় হ'লে এতক্ষণ তাকে দেখ্‌তেও পেতে, ডেকে নিয়ে সোহাগও কর্‌তে!

চন্দ্রা। ওকি! তুমি ও ভাবে কথা বল্‌ছ কেন? তোমার কথা অমন জড়িয়ে আস্‌ছে কেন? তোমার চোখ দু'টো অমন আরক্ত কেন? সুরাপান করেছ বুঝি?

সমর। আমার যা' ইচ্ছা—তাই করেছি, তাতে তোমার কি, চন্দ্রা?

চন্দ্রা। তবে আমি এখান থেকে চ'লে যাই। তুমি মাতাল হ'য়ে আমার সঙ্গে কথা কইছ, আমার কেমন ভয় করছে!

সমর। ভয় কি, চন্দ্রা, আমি ত বাঘ নই যে, তোমাকে খেয়ে ফেল্‌ব?

চন্দ্রা। না, আমি চ'লে যাই, সমর-দা। [গমনোদ্যোগ]

সমর। [সম্মুখে গিয়ে বাধা দিয়া] না, চন্দ্রা, তা' যেতে পারবে না, তোমাকে আজ যেতে দেবো না। বল একবার, চন্দ্রা, তুমি আমাকে ভালবাস্‌বে! বল চন্দ্রা, তুমি আমার হবে!

চন্দ্রা। আমি তোমাকে দাদার মত ছাড়া আর কোন ভাবে ভালবাস্‌তে পার্‌ব না। তুমি এখন স'রে দাঁড়াও, সমর দাদা! আমি চ'লে যাই।

সমর। ভাল না বাসিয়ে আজ তোমায় ছাড়্‌ব না, চন্দ্রা! একবার হেসে কথা কও, চন্দ্রা! আমাকে আর কেন এত কষ্ট দাও? আমি তোমার জন্য পাগলের মত হয়েছি, চন্দ্রা; তুমি ভাল না বাস্‌লে সমর-কেতন বাঁচ্‌বে না, চন্দ্রা; তাই বলি—প্রাণের চন্দ্রা আমার! একবার আমার সঙ্গে একটু ভালবেসে কথা কও।

চন্দ্রা। ছিঃ-ছিঃ সমর দাদা! তুমি আমাকে ও কি ব'লে সম্বোধন করছ? তুমি আমার দাদা, আমি তোমার ভগিনী, আমার সঙ্গে কি তোমার ঐ ভাবে কথা বলা উচিত?

সমর। না চন্দ্রা, আমি তোমার প্রাণেশ্বর, তুমি আমার প্রাণেশ্বরী, তোমার সঙ্গে আমার এখন এই সম্বন্ধ।

চন্দ্রা। সাবধানে কথা কও, সমর দাদা! আমি এখনি পিতাকে তোমার এই সমস্ত কথা ব'লে দেবো। দাও—আমায় পথ ছেড়ে দাও।

সমর। তোমার পিতাকে বল্‌বে? ব'লে দিও। তাতে আমি ভয় কর্‌ব না, চন্দ্রা; কিন্তু একবার তুমি আমার হবে কি না বল। তা' হ'লেই আমার স্বর্গসুখ। বিজয়! কিসের বিজয়? তাকেও হত্যা কর্‌লেম ব'লে; তার প্রাণ এখন এই সমরকেতনের হাতে। যেদিন ইচ্ছা কর্‌ব, সেইদিনই তার ভবলীলা শেষ ক'রে ফেল্‌ব; তাই বল্‌ছি, চন্দ্রা! প্রাণের চন্দ্রা! বিজয়কে ভুলে যাও, তার চেয়ে—চেয়ে দেখ, আমি কত সুন্দর! সে পরাধীন, আমি স্বাধীন; সে তোমায় ভালবাসে না, আমি তোমায় প্রাণ দিয়ে ভালবাসি; তবে কেন বল দেখি, চন্দ্রা, আমাকে তুমি ভালবাস্‌বে না?

চন্দ্রা। বিজয় আর তোমাতে কত তফাৎ, তা' কি তুমি জান? বিজয় নন্দন-পারিজাত, তুমি নির্গন্ধ কিংশুক, বিজয় আলোক—তুমি অন্ধকার, বিজয় পুণ্য—তুমি পাপ, বিজয় ধর্ম্ম—তুমি অধর্ম্ম; অধিক কি বল্‌ব, বিজয় স্বর্গ—তুমি মহানরক! দাও—আমার পথ ছেড়ে দাও, আমি এখনি এখান হ'তে যাব। [গমনোদ্যোগ]

সমর। [হস্ত ধরিয়া]

কোথা যাবে, চন্দ্রা প্রাণময়ি?
তৃষিত চকোর,
ফেরে তব সুধাপান আশে;
সুধাংশুবদনি!
কর তবে সুধা-বরিষণ,
তৃষিতের তৃষা কর দূর।

চন্দ্রা। [সক্রোধে] ছাড়্‌ হাত, পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন!
নিশ্চয় এসেছে তব নিকটে মরণ।
তা' না হ'লে বুদ্ধিভ্রংশ কেন হবে তব?

তা' না হ'লে স্পর্শ কর ভগিনী-শরীব ?
ছাড্‌—ছাড্‌—এখনি আমায়,
নতুবা অশনিপাত হইবে এখনি,
নতুবা কালাগ্নি-শিখা উঠিবে জ্বলিয়ে !

সমব। হ'ক শত অশনিপতন,
উঠুক্ কালাগ্নি-শিখা জ্বলিয়া—জ্বলিয়া—
তবু, চন্দ্রা, না ছাড়িব তোমা।
কি শীতল সুধাস্পর্শ করদ্বয়ে তব !
হেন সুখে কেন মোরে করিছ বঞ্চিত ?
প্রেমের লতিকা তুমি, আমি তরুবর,
নব নটবর সম র'ব তব পাশে ;
ভুজলতাপাশে মোরে কর গো বেষ্টন।

চন্দ্রা। আর না সহিতে পারি কুৎসিত বচন,
সমরকেতন !
সহ্য কর ভগিনীব বাম পদাঘাত।

[পদাঘাত]

সমর। [পিছাইয়া গিয়া]
কি ! কি ! পদাঘাত মোরে !
নারী হ'য়ে কর অপমান ?
দেখ্‌ তবে, এইবাব শেষ প্রতিশোধ।

[সহসা ছুরিকা বাহির করিয়া উদ্যত]

চন্দ্রা ! চন্দ্রা !
এইবার ডাক্ তোর বিজয়েরে—
রক্ষা করুক আসিয়ে বিজয়।

বিজয়। ভয় নাই, ভয় নাই, চন্দ্রা!

[অনন্ত-মাহাত্ম্য, ৪র্থ অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য—১৬১ পৃষ্ঠা।

F. A. P. Syndicate,—Calcutta.

সহসা মুক্ত অসি হস্তে বিজয়সিংহের প্রবেশ।

বিজয়। [প্রবেশ পথ হইতে] ভয় নাই, ভয় নাই, চন্দ্রা!

[অন্য পথে সমরকেতনের পলায়ন।

বিজয়। প্রাণ ল'য়ে পলালি, সমরকেতন?
নতুবা আজ বিজয়ের করে
কিছুতেই রক্ষা নাহি ছিল।

চন্দ্রা। [কাঁপিতে কাঁপিতে] বিজয়! বিজয়!
না আসিলে তুমি,
কি সর্ব্বনাশ ঘটিত আমার!

[রোদন]

বিজয়। স্থির হও, ভয় নাই আর,
কেঁদ না কেঁদ না, চন্দ্রা!
ধর্ম্ম তব আছেন সহায়।

চন্দ্রা। বিজয়! আমি অভাগিনী, নতুবা আমার এরূপ দুর্গতি উপস্থিত হবে কেন? এইভাবে আর কতদিন ধর্ম্মরক্ষা কর্‌ব, বিজয়? পিতাকেও এ কথা বল্‌তে পার্‌ব না, কেন না পিতা এ কথা শুনে যদি ঐ পাপিষ্ঠকে কিছু বলেন, তা' হ'লে হয় ত কবে ঐ দুর্ম্মতি পিতার বুকেও ছুরি বসিয়ে দিতে পারে। এখন কি উপায় ক'রে পাপাত্মার হাত হ'তে রক্ষা পাব?

বিজয়। ঐরূপ পশুদের নিকট হ'তে সতীত্ব রক্ষা কর্‌বার প্রধান উপায়—সঙ্গে গুপ্ত-অস্ত্র রাখা; তেমন বিপদ্ উপস্থিত হ'লে সেই অস্ত্র দ্বারা নারী, হয় সেই শত্রু নিপাত কর্‌তে পারে, না হয় আত্মহত্যা ক'রেও সতীধর্ম্ম রক্ষা কর্‌তে পারে। তাই বল্‌ছি চন্দ্রা, এখন হ'তে সঙ্গে

অস্ত্র রেখো, আর খুব সাবধানে থেকো। এখন তোমাকে একটী কথা বল্‌তে এসেছিলেম, চন্দ্রা! আমি এখনি এই নগর ছেড়ে চ'লে যাব; কোথায় যাব স্থিরতা নাই, তাই তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি। বোধ হয়, এ জীবনে তোমাতে আমাতে এই শেষ দেখা, এই শেষ সম্ভাষণ।

চন্দ্রা। কেন বিজয়, নগর ছেড়ে চ'লে যাবে?

বিজয়। আমি রাজ-কোপানলে পতিত।

চন্দ্রা। কেন, বিজয়?

বিজয়। সে এখন অনেক কথা, বল্‌বার সময় নাই; তবে লোক মুখে হয় ত আমার কলঙ্কের কথা অনেক শুন্‌তে পাবে; তবে তুমি মনে স্থির জেনো, বিজয় সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক; দৈব-নির্ব্বন্ধে আজ আমি লোকের নিকটে কলঙ্কিত। যাক্ সে কথা, এখন চল্‌লেম, চন্দ্রা! ভগবান্ তোমাকে সুখী করুন। তুমি খুব সাবধানে থেকো, প্রাণ দিয়েও সতীধর্ম্ম পালন কর্‌তে ভুল না।

[প্রস্থান।

চন্দ্রা। ঐ বিজয় অদৃশ্য হ'য়ে গেল—যেন দেহ ছেড়ে প্রাণ চ'লে গেল! তবে আমি কি ক'রে বাঁচ্‌ব? আর জীবনে কখনো বিজয়কে দেখ্‌তে পা'ব না? শুধু একবার প্রাণ ভ'রে দেখা, তাতেও ভগবান্ বঞ্চিত কর্‌লেন! কেন বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমিও চ'লে যাইনা? না, চ'লে গেলে বিজয় রাগ কর্‌বে। বিজয় ত আমাকে সঙ্গিনী কর্‌তে কখনো চায়নি, বিজয়ের মনের ভাবেও তা' কখনো বুঝতে পারিনি। বিজয় আমাকে শৈশব-সঙ্গিনী ব'লে ভালবাসে, আর আমি বিজয়কে জীবনের সঙ্গী মনে ক'রে প্রাণ দিয়েছি, বিজয় ত তা' জানে না। এ জীবনে আর জান্‌তে দেওয়াও হ'ল না—হা রে নারীজন্ম! তোরে শত ধিক্!

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

নগর-পথ।

নাগরিকগণ ও নাগরিকাগণের প্রবেশ।

গান।

নাগরিকগণ।— আরে ছিছি! ছিছি! ছিছি!
লজ্জা ঘেন্না নাইকো তোদের, বল্‌ব বল্‌ আর কি॥
নাগরিকাগণ।— তোদের কে মানুষ বলে, রেখেছি ভেড়ার দলে,
মানুষ হ'লে মুচ্ছো যেতিস্, হ'লে নারীর চোখোচোখী।
নাগরিকগণ।— তোরা যে বিষে ভরা ক্ষীরের বাটী,
কিসে মোরা বুঝ্‌ব সেটী,
তোদের হাসির ভেতর মিছ্‌রির ছুরি, তাই এত বুজ্‌রুকী॥
নাগরিকাগণ।— তবু ত চোখ ফোটে না—তবু ত চোখ ফোটে না,
নাগরিকগণ।— খুব ফুটেছে—আর কখনো তোদের ছোঁব না,
নাগরিকাগণ।— আক্কেল আছে কি তোদের, আক্কেল আছে কি তোদের,
নাগরিকগণ।— ঐ নূতন রাণীর কাণ্ড দেখে, (এখন) সেটী হয়েছে মোদের,
খাই কাণ-মলা, খাই কাণ-মলা,
নারীর সুনাম আর কখনো করে কোন্ শালা,
নাগরিকাগণ।—আবার ঐ শালারাই এই শালীদের পায়ে ধর্‌তে থাক্‌বে না বাকী॥

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

কলিঙ্গ-রাজ্য—মন্ত্রণাগার।

চন্দ্রকেতু ও শীলধ্বজের আসীন।

চন্দ্রকেতু। বেশ বিবেচনা ক'রে দেখ, শীলধ্বজ! বর্ত্তমান যুদ্ধ করা আমাদের কর্ত্তব্য কি না, আর সাধ্যায়ত্ব কি না। তুমি আমার সেনাপতি হ'লেও এ ক্ষেত্রে তোমাকেই আমি মন্ত্রী মনে ক'রে মন্ত্রণা জান্‌তে ইচ্ছা কর্‌ছি। কারণ বর্ত্তমান বৃদ্ধ মন্ত্রী এখন যুদ্ধের নাম শুন্‌লেই শত হস্ত দূরে গিয়ে অবস্থান করেন, সেইজন্যই তোমার নিকট যুদ্ধ-বিষয়ক মন্ত্রণা গ্রহণ কর্‌ছি।

শীলধ্বজ। মহারাজ! সেনাপতির এমন কি সাধ্য আছে যে, কলিঙ্গ-রাজকে মন্ত্রণা প্রদান কর্‌তে পারে! তবে যখন মহারাজ জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন, তখন সামান্য বুদ্ধিতে যা' ভাল বুঝি, তাই শ্রীচরণে প্রকাশ করি।

চন্দ্রকেতু। আরও একটা বলি, গতরাত্রিতে গুপ্তচরের মুখে শুন্‌লেম যে, কোশল-সেনাপতি বিজয়সিংহ, চিত্রাঙ্গদ রাজা কর্ত্তৃক বিতাড়িত হ'য়ে কোশল-রাজ্য পরিত্যাগ ক'রে কোথায় অন্তর্হিত হয়েছে। কোশল-সিংহাসন এখন সম্পূর্ণ অরক্ষিতভাবে আছে, এও একটা বিশেষ সুযোগের কথা, সেনাপতি।

শীলধ্বজ। তা' বিজয়সিংহ থাক্‌লেই বা ভয়ের কারণ কি ছিল? সে যা-ই হ'ক, আমার মতে যুদ্ধ করাই কর্ত্তব্য; কোশল-রাজের স্পর্দ্ধা হ্রাস করা কলিঙ্গ-রাজের এখন প্রধান কর্ত্তব্য ব'লে মনে করা উচিত। কোশল-পতির অধীনতা স্বীকার করা আমাদের এখন কিছুতেই যুক্তি-

সিদ্ধ ব'লে মনে করি না। কারণ কোশলেশ্বর চিত্রাঙ্গদ অপেক্ষা কলিঙ্গ-রাজ কোন বিষয়েই এখন দুর্ব্বল নন্। বাহুবলেই বলুন, অর্থবলেই বলুন, কোন বলই মহারাজের এখন অল্প নয়; তবে কেন কোশল-পতির নিকটে আমরা মস্তক অবনত ক'রে নিতান্ত দুর্ব্বলের ন্যায় অবস্থান কর্‌ব?

চন্দ্রকেতু। আমারও ইচ্ছা তাই; বিশেষতঃ আমার বংশপরম্পরা কখনই কোশল-রাজকে শত্রু ভিন্ন মিত্র ব'লে স্বীকার ক'রে আসেন নাই; সুতরাং কোশল-রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করাই সঙ্গত মনে করি।

শীলধ্বজ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, যুদ্ধ কর্‌লে কোশল-রাজকে নিশ্চয় বিধ্বস্ত কর্‌তে পার্‌ব।

চন্দ্রকেতু। তোমার বিশ্বাসই যুদ্ধজয়ের শুভ সূচনা মনে করি।

শীলধ্বজ। বিশ্বাসের সঙ্গে ক্ষমতার সম্বন্ধ না থাক্‌লে কখনই এ কথা শীলধ্বজ, মহারাজের সম্মুখে বল্‌তে সাহসী হ'ত না।

চন্দ্রকেতু। নিশ্চয়ই, তা' হ'লে আজ হ'তেই সৈন্যগণকে নূতনভাবে রণকৌশল-শিক্ষা দিতে আরম্ভ কর এবং যথাসম্ভব শীঘ্রই কোশল অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা কর্‌তে প্রস্তুত হ'তে হবে।

শীলধ্বজ। রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

চন্দ্রকেতু। এ যুদ্ধে জয়লাভ কর্‌তে পার্‌লে, আমার বহু দিনের সঞ্চিত আশা সফল কর্‌তে পারি। তা' হ'লে চল, সেনাপতি! সেনা-নিবাসে আমিও একবার সৈন্য-পরিদর্শন কর্‌তে যাব।

শীলধ্বজ। উত্তম কথা, আসুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

কারাগার।

শৃঙ্খলাবদ্ধ কঞ্চুকী আসীন।

কঞ্চুকী। আজ আমার জীবনের শেষ দিন! কতক্ষণে বধ্যভূমিতে নীত হব, তাই ভাব্‌ছি; কতক্ষণে এই জীর্ণদেহ পরিত্যাগ ক'রে নূতন দেহ ধারণ কর্‌ব, তার জন্য একটা প্রবল উৎকণ্ঠা জন্মেছে; আবার সেই উৎকণ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে একটা দারুণ আতঙ্কও এসে উপস্থিত হচ্ছে; কেননা আবার এই সংসারে আস্‌তে হবে, আবার এই সংসারের খেলাঘরে এসে ধূলাখেলা খেল্‌তে হবে, আবার এই হাসি-কান্নার সংসারে এসে, হাসি-কান্না নিয়ে থাক্‌তে হবে, আবার এই মায়ার ফাঁদে প'ড়ে মায়া-ঘুমে ঘুমিয়ে মায়ার স্বপন দেখ্‌তে হবে, আবার, এসে সেই অনন্তকে ভুলে যেতে হবে; তা' হ'লে ত জন্ম-জন্ম আমাকে এই আসা-যাওয়ার উপরেই থাক্‌তে হ'ল। আসা-যাওয়ার নিবৃত্তি ত তা' হ'লে হ'ল না; প্রবৃত্তিকে রোধ কর্‌তে না পার্‌লে নিবৃত্তির পথে ত আর যেতে পার্‌ব না। তা' হ'লে আর কি হ'ল! কি কর্‌লেম! এতদিন তবে কি সুখের জন্য ভুলে থাক্‌লেম? একদিনও ত তাকে প্রাণখুলে ডাক্‌তে পারি নাই, একদিনও ত সেই নামসুধা পান ক'রে পিপাসার শান্তি করি নাই, একদিনও তার সেই পদারবিন্দ হ'তে মকরন্দ পান ক'রে মন-মধুপকে ত পরিতৃপ্ত ক'রে রাখি নাই; তবে কি কর্‌লেম? কেবল পণ্ডশ্রমই সার হ'ল। [করযোড়ে] কোথায় ভবপারের কাণ্ডারী অনন্তরূপী হরি! সঙ্গে ত কিছু সম্বল ক'রে আসিনি, হরি! তবে আজ পার হ'ব কিরূপে? সম্মুখে ঐ

অকূলপাথার তরঙ্গ তুলে নৃত্য কর্‌ছে, তুমি পার না কর্‌লে যে আর এই অকিঞ্চন দীনহীনের পার হ'বার কোনও শক্তি নাই, প্রভু! তাই করযোড়ে প্রার্থনা কর্‌ছি, একবার কৃপা ক'রে তোমার শ্রীপদতরী দান কর, আমি অকূল ভবসাগর পার হ'য়ে যাই। আহা! আজ প্রভাত হ'তেই যেন কেমন এক বাঁশীর সুর কাণে এসে প্রবেশ কর্‌ছে! সে বাঁশীর সুরে যেন কেমন এক মাধুরী মাখান! সে মাধুরী আমার প্রাণের মধ্যে গিয়ে যেন মিশেছে! যখন সেই বাঁশী শুন্‌ছি, তখনি যেন প্রাণ আনন্দে নেচে উঠ্‌ছে। ঐ—ঐ—আবার সেই বংশীধ্বনি, শুনি—কাণ পেতে শুনি।

অদৃশ্যভাবে অনন্তদেবের প্রবেশ।

অনন্ত।— গান।

তুই ডাক্‌লে অম্‌নি চ'লে আসি, তোরে বড় ভালবাসি।
তোর দুঃখেতে প্রাণ কাঁদে রে, তাই ত তোরে দেখ্‌তে আসি॥
পার হ'তে তোর কিসের বাধা,
তোর পারের তরী ঘাটে বাঁধা,
ভয় কি রে তোর, আমিই যে তোর আছি পাশে দিবানিশি।
আর আস্‌তে হবে না ফিরে,
হাস্‌তে হাস্‌তে আয় না ধীরে,
ওরে কালের ভয় আর থাক্‌বে না রে,
আমি কালের কাল তোর কালশশী॥

কঞ্চুকী। আহা, কি শুন্‌লেম রে! প্রাণ ভ'রে গেল রে! হৃদয় আনন্দে বিভোর হ'য়ে উঠ্‌ল রে! শান্তির অমিয়ধারা ব'য়ে গেল রে! নামের অনন্ত-লহরী যেন তরঙ্গে তরঙ্গে, লহরে লহরে নেচে নেচে বেড়াচ্ছে রে! সমস্ত সংসার আজ যেন ঐ মধুর স্বরে পরিপূর্ণ হ'য়ে গেছে রে! আর কোন শব্দ, কোন ধ্বনি যেন আকাশে আজ নাই—শব্দ-গুণময় অনন্ত-আকাশ আজ অনন্তরূপী কৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে পূর্ণ হ'য়ে

ব'সে আছে। কোথায় হে বংশীবাদনকারী অনন্তমাধুর্য্যময় হরি। একবার আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াও, আর তোমার বাঁশরী বাজাও, আমি কাণ পেতে শুনি, আর প্রাণ ভ'রে আঁখি মেলে তোমায় দেখি। এত দয়া যে তোমার আছে, তা' ত এতদিন জানি নাই, দয়াময়! ভজনহীন দীনের প্রতি যে তোমার এত করুণা, তা'ত এতদিন জান্‌তে দাও নাই, করুণাময়! আজ তোমার করুণা দেখে, তোমার কৃপা দেখে ক্রমেই যে সাহসের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণে তোমায় দেখ্‌বার জন্য নূতন আশা জেগে উঠ্‌ছে, নারায়ণ!

অনন্ত।— গান।

আঁখি মুদে দেখ্‌না রে মোরে।
আমি দেখা দিতেই এসেছি তোরে॥
দেখ্‌লে আমার এই কালোরূপ, দেখ্‌বি না রে আর সেই কালের রূপ,
যাবি পুলকে গোলোকে চ'লে, নিয়ে যাব রে তোর হাতটী ধ'রে।
র'বে না আর কোন আশা, হবে না আর যাওয়া-আসা,
কাট্‌বে রে তোর মায়ার নেশা, পাবি প্রেমানন্দ প্রাণভ'রে॥

কঞ্চুকী। [চক্ষুর্দ্বয় মুদিত করিয়া উপবেশন] আহা রে! কিবা মধুর অপরূপ মোহন রূপ রে! এরূপ রূপ ত জগতের কোথাও নাই রে! আহা, কিবা মরকতমণিনিন্দিত-ইন্দীবরদলপরি-নবীন-নীরদ-শ্যাম শ্যামসুন্দর রূপ রে! কিবা পাদপদ্মমকরন্দ-পানানন্দ-মত্ত-মধুপ-মুখরিত নূপুর-নিক্বণিত চরণ যুগল রে! কিবা শ্রীবৎসাঙ্কবিলিখিত কৌস্তুভপরিশোভিত, বনমালা-বিভূষিত, অলকাতিলকাঙ্কিত মোহন মূরতি রে! আহাহা! হরি! হরি! হরি! আর সেই বাসনা-কামনা-আশা কিছুই ত আর আমার নাই—সবই আজ ফুরিয়ে গেছে রে! হরি, হরি, বল মন, জয় হরে মুরারে মধুকৈটভারে, গোপাল গোবিন্দ—

[উপবিষ্টভাবেই দেহত্যাগ।]

অনন্ত।— গান।

আমি ভক্তের তরে এমনি ক'রে রেখে দি মোর পদ-তরী।
ভক্ত যে জন, তরবে সে জন, এই অকূল ভবসাগর-বারি॥
কোথায় কে ভক্ত আছিস্ আয়,
তোদের পারের তরী এনেছি রে, সময় ব'যে যায়,
(একবার প্রাণ খুলে হরি বল্ রে) (পারে যাবি যদি)
(সেই অকূলে কূল পাবি যদি) (এ নাম বিনামূলে বিকিয়ে যায় রে)
আর পারের কড়ি লাগ্‌বে না রে, তোরা বিনামূলে যাবি তরি'॥

[প্রস্থান।

প্রহরিদ্বয়ের প্রবেশ।

১ম প্রহরী। এ কি রে! বুড়ো যে চোখ বুজে ব'সে ব'সে ঘুমুচ্ছে রে।

২য় প্রহরী। মরবে ব'লে একেবারে জন্মের শোধ ঘুমিয়ে নিচ্ছে।

১ম প্রহরী। [স্পর্শ করিয়া] এ যে ঠাণ্ডা হিম রে!

২য় প্রহরী। দেখিস্, জ'মে না যাস্!

১ম প্রহরী। কর্ম্ম শেষ হ'য়ে গেছে, মরেছে—

২য় প্রহরী। মরেছে কি রে? ব'সে ব'সে ম'রে গেল! একেবারে আন্‌টপ্‌কা!

১ম প্রহরী। এখন উপায়?

২য় প্রহরী। উপায় আর কি! আমাদের নিয়ে যেতে বলেছে, নিয়ে যাই চল্; মড়া ব'লে তার আর কি করছি? আদেশ পালন ত করতে হবে। মড়ার উপর না হয়, দু'টো খাঁড়ার ঘা দিয়ে রাগ মেটাবে।

১ম প্রহরী। তবে ধর্।

[কঞ্চুকীর মৃতদেহ লইয়া উভয়ের প্রস্থান।

নবম দৃশ্য।

অন্তঃপুর-পথ।

ছুরিকাহস্তে উন্মাদিনী মোহিনীর প্রবেশ।

মোহিনী। প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা! মোহিনী আজ প্রতিহিংসাময়ী দানবী! মোহিনী আজ প্রতিহিংসা চায়—বিজয়ের বক্ষোরক্তে মোহিনী আজ এই শাণিত ছুরিকা রঞ্জিত কর্‌তে চায়! বিজয়ের হৃৎপিণ্ড স্বহস্তে উৎপাটন ক'রে তার সেই মেদ, মাংস, অস্থি, মজ্জা ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিয়ে শৃগাল কক্কুরের মুখে নিক্ষেপ কর্‌তে চায়! যে প্রেমের একটা প্রকাণ্ড সাগর বক্ষে ক'রে মোহিনী বিজয়ের নিকট একদিন প্রেম-ভিক্ষা কর্‌তে গিয়েছিল, আজ আবার মোহিনী তার সেই বিশাল বক্ষে প্রেমের পরিবর্ত্তে ভীষণ প্রতিহিংসানল প্রজ্বলিত ক'রে বিজয়সিংহকে ভস্মীভূত কর্‌বার জন্য ছুটে বেড়াচ্ছে! কাল যে চক্ষে প্রেমের কটাক্ষ খেলেছে, আজ সেই চক্ষে কালানলশিখা দাউ দাউ ক'রে জ্বল্‌ছে! কাল যে অধরে মৃদুমন্দ প্রেমের হাসি হেসেছি, আজ আবার সেই অধরে ভয়ঙ্কর অট্টহাস্য খেলাচ্ছি! হাঃ—হাঃ—হাঃ—বিজয়কে চাই, এখন একবার সেই শত্রুকে চাই, একবার তার গর্ব্বিত বক্ষে এই তীক্ষ্ণ ছুরিখানা অমনি বসিয়ে দিতে চাই, আর তার সেই বক্ষঃ হ'তে ফোয়ারার মত রক্তধারা ছুট্‌তে থাক্‌বে, তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে প্রাণের জ্বালাময়ী প্রতিহিংসার নির্ব্বাণ কর্‌তে চাই! [দন্ত নিষ্পেষণ করিয়া] বিজয়! নিষ্ঠুর বিজয়! রমণীঘাতক বিজয়! মোহিনীর অযাচিত প্রেম প্রত্যাখ্যানকারী পিশাচ বিজয়! তুই এখন কোথায়? তোকে একবার দেখ্‌তে পেলে এ

অপমানের প্রতিশোধ নেব, কোথায় লুকাবি? কোথায় পালাবি? পৃথিবীর প্রত্যেক স্থান পাতি পাতি ক'রে তোর সন্ধান কর্‌ব, সমুদ্রে লুকালে, সমুদ্রের জল গণ্ডূষে নিঃশেষ ক'রে তোকে সেখান থেকে বা'র কর্‌ব। মরুভূমির ধূ ধূ বালুরাশির মধ্যে থেকে তোরে টেনে নিয়ে আস্‌ব—যাবি কোথায়? মোহিনীর তীক্ষ্ণদৃষ্টি অতিক্রম ক'রে কোথায়ও গিয়ে তোর নিস্তার নাই। আজ হ'তে মোহিনী ভীষণ সংহারিণী মূর্ত্তিতে এই ছুরিকা হস্তে তোরই অনুসন্ধানে বেরুবে। দেখি, কেমন ক'রে তুই রক্ষা পাস্!

বিচলিতভাবে চিত্রাঙ্গদের প্রবেশ।

চিত্রাঙ্গদ। মোহিনি! মোহিনি! প্রাণের মোহিনি! একি, তুমি এ মূর্ত্তিতে কেন?

মোহিনী। কেন, তা' বুঝি জান না, রাজা? বিজয়ের সর্ব্বনাশ কর্‌তে।

চিত্রাঙ্গদ। কোথায় তাকে পাবে? সে ত তোমারই ভয়ে নগর ত্যাগ ক'রে পলায়ন করেছে।

মোহিনী। আমি তার পিছু পিছু কক্ষভ্রষ্ট অগ্নিমুখী উল্কার ন্যায় ছুটে যাব।

চিত্রাঙ্গদ। সে কি মোহিনি! তুমি আমাকে ছেড়ে কোথায় যাবে? আর লোকে শুন্‌লে কি বল্‌বে? নিন্দা কর্‌বে যে।

মোহিনী। লোকনিন্দার ভয় দেখিয়ে মোহিনীকে নিরস্ত কর্‌তে চাও? সামান্য তৃণরজ্জু দ্বারা সিংহিনীকে বেঁধে রাখ্‌তে চাও? মূর্খ তুমি, হাঃ—হাঃ—হাঃ—[বিকট হাস্য]

চিত্রাঙ্গদ। মোহিনি! আজ আমার সঙ্গে ও ভাবে কথা বল্‌ছ কেন, মোহিনি?

মোহিনী। তবে কোন্‌ভাবে বল্‌ব? সেই প্রেমের ভাবে? সে আর পাবে না, রাজা! সে আশা করা এখন মোহিনীর কাছে তোমার দুরাশা, রাজা! মূর্খ রাজা, তুমি এখনও মোহিনীকে বুঝতে পারনি!

চিত্রাঙ্গদ। [স্বগত] এ কি! মোহিনী কি উন্মাদিনী হ'ল! তা' না হ'লে এরূপভাব প্রকাশ করছে কেন?

মোহিনী। অবাক্ হ'য়ে থাক্‌লে কি হবে! মোহিনীর আশা আজ হ'তে পরিত্যাগ কর, রাজা! মোহিনী তোমাকে এখন কিছুমাত্র ভাল-বাসে না, জেনে রেখো। তোমাকে দেখ্‌লে বরং আমার চক্ষুঃশূল ব'লে মনে হয়; শুন্‌লে রাজা, মোহিনীর মুখে কেমন মজার প্রেমের কথা! স'রে যাও—স'রে যাও, আমার সাম্‌নে থেকে এখনি স'রে যাও, নতুবা এখন এইরূপ আরও ঢের শুন্‌বে।

চিত্রাঙ্গদ। মোহিনি! তোমার কি হয়েছে, মোহিনি? তুমি যা' কর্‌লে ভাল হও, তাই কর্‌ব, মোহিনি!

মোহিনী। তাই কর্‌বে, রাজা? তবে যাও—আমার সম্মুখ হ'তে স'রে যাও, আর কখনও তুমি আমার চোখের সম্মুখে এস না। তোমাকে দেখ্‌লে আমার হাড় পর্য্যন্ত জ্ব'লে ওঠে।

চিত্রাঙ্গদ। কেন, মোহিনি, আমি কি অপরাধ করেছি?

মোহিনী। তা' জানি না, কিন্তু আমার মনে যা' হচ্ছে, তাই তোমাকে খুলে বল্‌ছি। যে দিন বিজয়সিংহকে প্রথম দেখেছি, সেইদিন থেকেই তুমি আমার চক্ষুঃশূল হয়েছ।

চিত্রাঙ্গদ। অ্যাঁ, কি বল্‌ছ মোহিনি! বিজয়সিংহকে দেখে অবধি— একি কথা বল্‌ছ, মোহিনি?

মোহিনী। হাঁ, বিজয়সিংহকে দেখে অবধি তোমাকে একটা মহা আপদ্ ব'লে আমার জ্ঞান হয়েছে।

চিত্রাঙ্গদ। মোহিনি, তুমি কখনই প্রকৃতিস্থা নও, নতুবা এ সব ভুল বল্‌বে কেন? যে বিজয়সিংহকে তুমি পাপী ব'লে হত্যা করতে চাইছ, আজ আবার সেই বিজয় সম্বন্ধে তুমি ও কি কথা বল্‌ছ, মোহিনি?

মোহিনী। কেন আমি বিজয়কে হত্যা করতে চাইছি, সে কথা জান, রাজা? বিজয় আমার প্রেম প্রত্যাখ্যান করেছিল ব'লে, আমি তার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী হ'য়ে তার পা দু'খানা পর্য্যন্ত ধ'রেছিলেম, কিন্তু সে দাম্ভিক বিজয় আমাকে অক্লেশে উপেক্ষা ক'রে—কেবল উপেক্ষা নয়—অজস্র কটূক্তি বর্ষণে আমার হৃদয় বিদ্ধ ক'রে চ'লে গেল! সেই অপমানের, সেই প্রেম-প্রত্যাখানের প্রতিশোধ প্রদানের জন্য আমি এখন উন্মাদিনী! বিজয়ও এখন আমার চক্ষে বিষ; সেই বিষ ক্ষয় করতে এই বিষধরী তীব্রবিষ ঢাল্‌বে, বুঝ্‌লে মূর্খ রাজা? মোহিনীর প্রতিহিংসা এমনি ভীষণ! এমনি ভয়ঙ্কর!

চিত্রাঙ্গদ। অ্যাঁ—অ্যাঁ! আমি কোথায়? এ কি শুন্‌ছি; কার মুখে এ আবার কি কথা শুন্‌ছি! এমন প্রেমের গন্ধশূন্য ভাষা কি মোহিনীর মুখে সম্ভবে? না—কখনই না, কখনই বিশ্বাস করতে পারি না। যে মোহিনী আমাকে না দেখ্‌লে সংসার অন্ধকার দেখে, যে মোহিনী আমার জন্য এত পাগল, সেই আমার সুখদুঃখভাগিনী মোহিনীর মুখে আজ এ কি কথা! আমার সেই জীবন-সঙ্গিনী মোহিনী আমাকে ত্যাগ ক'রে বিজয়সিংহকে কামনা করেছিল, এ কি কথা শুন্‌ছি? না—না—নিশ্চয়ই আমার শ্রুতিশক্তির কোন বিপর্য্যয় ঘটেছে, কিংবা আমার মস্তিষ্কের কোনরূপ বিকৃতি হয়েছে।

মোহিনী। মস্তিষ্কের বিকার তোমার আজ ঘটেনি, রাজা, যেদিন এই মোহিনীকে প্রথম দর্শন করেছিলে, সেইদিন থেকে ঘটেছে; নতুবা আমার প্রেমে তুমি কখনই মজ্‌তে না; তোমার যদি প্রকৃত চক্ষুঃ থাকত,

তা' হ'লে মোহিনীর শুষ্ক বক্ষে কখনই প্রেমের নির্ঝরখেলা দেখ্‌তে পেতে না ; তা' হ'লে দেখ্‌তে পেতে—মোহিনীর বুকে আগ্নেয়গিরি অনলবর্ষী শুষ্ক ভাণ্ডার লুক্কায়িত রয়েছে ! মূর্খ রাজা ! নির্ব্বোধ রাজা ! ঠিক চিন্তা ক'রে দেখ দেখি, কবে তুমি মোহিনীর নিকটে প্রকৃত প্রেমভরা ভালবাসা পেয়েছ ? কবে তুমি এই মোহিনীর ভালবাসা পেয়ে পরিতৃপ্তিলাভ কর্‌তে পেরেছ ? কিছু পাওনি রাজা—কিছুই পাওনি, তুমি কেবল আমার ভুবন-ভুলানো রূপ দেখে পাগল হয়েছিলে, তাই সেই রূপের নেশায় আত্মহারা হ'য়ে ছুটোছুটী ক'রে বেড়িয়েছ।

চিত্রাঙ্গদ। বল কি মোহিনি! তুমি আমাকে ভালবাসনি ? আমাকে প্রেম দাওনি ? তবে সে সব ভালবাসার কথা, প্রেমের অমৃত-উচ্ছ্বাস, তবে কে দেখা'ত, মোহিনি ?

মোহিনী। যা' দেখিয়েছি, যা' করেছি, সে প্রকৃত নয়! প্রকৃত প্রেম, প্রকৃত ভালবাসা হ'লে কি কখনো তার পরিবর্ত্তন ঘটে ? সাধে তোমাকে মূর্খ বল্‌ছি, রাজা, যথার্থ প্রেম, ভালবাসা, মোহিনীর প্রাণে কোনদিনই ছিল না—এখনও নাই ! বল্‌লেমই ত, যা' কিছু দেখিয়েছি, সে কেবল ছলনা—সে কেবল প্রতারণা—সে কেবল একটা প্রবৃত্তির ক্ষণিক উত্তেজনামাত্র ! সে কেবল উদ্দাম যৌবনের একটা উৎকট লালসামাত্র ; সে লালসায় প্রেমের গন্ধমাত্রও ছিল না—ভালবাসার চিহ্নমাত্রও ছিল না ! তুমি অন্ধ হয়েছিলে ব'লেই কিছু বুঝ্‌তে পারনি। ইচ্ছা কর্‌লেই আবার সেই প্রেম-ভালবাসার পূর্ণ অভিনয় এখনি তোমাকে দেখাতে পারি ; কিন্তু তা' আর দেখাব না—আর আমার সে অভিনয় দেখাতে ইচ্ছা নাই। সে সবই সেই নরাধম বিজয় আমার নষ্ট ক'রে দিয়েছে ! এখন কেবল সেই বিজয়ের সর্ব্বনাশ-কল্পনা আমার মাথার মধ্যে দিবারাত্র ঘুর্‌ছে, বিজয়ের নাম নিলেই কি রকম একটা ভয়ানক তড়িৎ যেন আমার সর্ব্বাঙ্গে

ছুটতে থাকে। [উদ্দেশে] আরে—আরে—বিজয়! কবে তোর বুকের রক্তপান ক'রে প্রবল পিপাসার শান্তি করব? যাও রাজা, সম্মুখ হ'তে স'রে যাও—বিজয়ের নামে হৃদয়ে প্রতিহিংসানল জ্ব'লে উঠেছে! হাতের ছুরি এই দেখ উদ্যত রয়েছে, তাই বল্‌ছি রাজা, সম্মুখ থেকে স'রে যাও, নতুবা হয় ত কি-একটা সর্ব্বনাশ ক'রে ফেল্‌তে পারি! আমার এখন আত্মপর দিগ্বিদিক্ কিছুই জ্ঞান নাই, আমি এখন পৈশাচিক বলে প্রবলা ঘোর উন্মাদিনী! এখন বিজয়ের সন্ধানে ছুটে যাব, সাবধান! আমাকে বাধা দিতে চেষ্টা ক'রো না, রাজা! আর পিছু ছুটে যেও না, রাজা! ঐ—ঐ—বিজয়! যাই—যাই—[বেগে গমনোদ্যত]

চিত্রাঙ্গদ। মোহিনি! মোহিনি! যেও না—যেও না—[পশ্চাদ্ধাবন]

মোহিনী। [ক্রোধে ফিরিয়া ছুরিকা উত্তোলন করিয়া] তবু পিছু ছুটিস্? তবু পিছু ডাকিস্?

চিত্রাঙ্গদ। [সভয়ে পিছাইয়া গিয়া] মেরো না—মেরো না—মোহিনি! রক্ষা কর!

মোহিনী। হাঃ—হাঃ—হাঃ—[অট্টহাস্য]

[বেগে প্রস্থান।

চিত্রাঙ্গদ। [ক্ষণকাল স্তম্ভিতভাবে অবস্থিতিপূর্ব্বক] আঁ্যা! কি ছিল—কি হ'য়ে গেল! কিছুই যে ধারণা ক'রে উঠ্‌তে পার্‌ছিনে; সহসা একটা ভীষণ ঝটিকা কোথা থেকে এসে, সব যে উড়িয়ে নিয়ে গেল! আঁ্যা! কে রে! আমার এই মহাস্বপ্ন ভেঙ্গে দিয়ে গেলি? কে রে রাক্ষস এসে আমার মোহিনীকে চুরি ক'রে নিয়ে গেলি? যার জন্য এত কর্‌লেম, সে আজ আমায় এক কথায় উচ্চগিরি শৃঙ্গ হ'তে পাতালের অতল গহ্বরে ফেলে দিয়ে চ'লে গেল! মোহিনি—মোহিনি—

প্রাণের মোহিনি! কোথায় গেলে? একবার দাঁড়াও, আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। [প্রস্থানোপক্রম]

সহসা সম্মুখে বিবেকের আবির্ভাব।

বিবেক।—

গান।

ওরে, আর কেন, ঢের খেল্‌লি খেলা, এখন ঘরে ফিরে আয়।
ঘরের ছেলে ঘরে আয় রে, ওই দেখ্ বেলা চ'লে যায়॥
এত খেলা খেল্‌লি তবু আশা মিটল না,
কেবল ধূলা মেখে ভূত সাজিলি, চেয়ে দেখ্‌লি না,
এখন ধূলো মাটী ঝেড়ে ফেলে, বিবেক-চন্দন মাখ্‌না গায়।
প্রাণ দিলি এক পাখীর কাছে রূপেতে ভুলে,
সে ত রইল না তোর পোষা হ'য়ে, উড়ে গেল যে চ'লে,
ঘরের পোষা পাখী উড়িয়ে দিয়ে, কেন মজ্‌লি উড়োপাখীর নেশায়॥

[অন্তর্দ্ধান।

চিত্রাঙ্গদ। ওগো! ওগো! কে তুমি? কি গান গেয়ে গেলে, আর একবার গেয়ে যাও! যেও না—চ'লে যেও না।

[বেগে প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বনপথ।

সন্ন্যাসিনীবেশে চন্দ্রাবতীর প্রবেশ।

চন্দ্রা। চলেছি! কোথায় চলেছি, তা' জানি না; কতদূর যাব, কোথায় গিয়ে থাম্‌ব, তাও জানি না। কেন চলেছি, কার সন্ধানে চলেছি, তাও ত ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছিনে। যদি বিজয়ের কথা ধরি? না—তা' হ'লেও ঠিক হয় না; কেন না বিজয়ের সন্ধান ক'রে ত আমার কোন ফল নাই। বিজয়ের কাছে ত কখনো যাব না। এরূপ উদাসিনীর বেশে সংসার ছেড়ে বিজয়ের কাছে গেলে সে কি মনে কর্‌বে? সে তা'তে সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট হবে, তাও ত কিছু জানি না। যদি অসন্তুষ্টই হয়, তা' হ'লে ত লজ্জার সীমা থাক্‌বে না। বিজয়কে ত হৃদয়ের কথা কখন জান্‌তে দিইনি বা কখন দেবোও না, এই ত আমার প্রতিজ্ঞা ছিল; বিজয়ের জন্য পুড়ে পুড়ে ভস্ম হ'য়ে যাব, তবুও তার কাছে আত্মপ্রকাশ কর্‌ব না। কেন—এ ভাব আমার মনে আসে কেন? যদি বিজয় আমাকে প্রত্যাখ্যান করে—এই ভয়ে! কেন না, সেরূপ স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যাত হ'বার চেয়ে, এরূপ সংশয়ের মাঝে থাকায় বরং সুখ আছে। তাই আত্মপ্রকাশ করি না। তবে যদি বিজয় এখন কোথায় আছে, ঠিক জান্‌তেম, তা' হ'লে একবার অন্তরাল থেকে বিজয়কে জন্মের মত শেষ-দেখা দেখে আস্‌তেম। তাও ত

সে কোথায়, তা' জানি না। কে আমাকেই বা বিজয়ের কথা ব'লে দেবে? তবে এ কোথায় চলেছি! কেন চলেছি, তা'ত কিছু বুঝতে পারছি না। কে আমাকে এই বনের পথে নিয়ে এলো? আমি যেন কার অঙ্গুলি-সঙ্কেতে চালিত হ'য়ে অন্ধের ন্যায় এখানে চ'লে এসেছি। পিতা হয় ত আমাকে কত খুঁজে বেড়াচ্ছেন! না, তাঁকে ত আমার সংসার-ত্যাগের কারণ সবই পত্রে লিখে তাঁর শয্যাতলে রেখে এসেছি; এতদিন পিতা পত্রপাঠে সবই জান্‌তে পেরেছেন। জান্‌তে পেরে কি ভাব্‌ছেন? কত দুঃখ কর্‌ছেন, কত রোদন কর্‌ছেন, কিন্তু আমি তাঁর কি কর্‌ব? গৃহে ত আমার স্থান নেই—সেই মহাপিশাচ সমরকেতন থাক্‌তে আমার সে গৃহে থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়। যে পথ ধরেছি, এই পথই জীবনের শেষপথ, এ পথ ছেড়ে আর গৃহে ফির্‌ব না। আমার কাছে এখন গৃহ বন একই কথা; বনেও হিংস্র জন্তু আছে—আমার গৃহেও হিংস্র জন্তু আছে। তবে আর বনেই বা ভয় কি? বরং বনই আমার পক্ষে যোগ্য স্থান; এখানে ব'সে ব'সে কাঁদ্‌লে কেউ দেখ্‌তে পাবে না; বনের ফুলের মত এখানে শুকাতে পার্‌লে কেউ জান্‌তে পাবে না। এই বিজন বনে বিজয়ের উপাসনা কর্‌লে ভগবান্ শুন্‌তে পাবেন, তা' হ'লে জন্মান্তরে বিজয়কে পাব।

কৃষ্ণভক্তির প্রবেশ।

কৃষ্ণভক্তি।—

গান।

মিছে তোদের ভালবাসা, ভালবাস্‌তে জানিস্ না।
কেবল ভালবেসে কেঁদে মরিস্, যারে চাস্ কৈ তারে ত পাস্ না॥
যারে ভালবাস্‌লে পরে, কাঁদ্‌তে আর হব না পরে,
দিয়ে ভালবাসা তার উপরে, কেন সুখের সাগরে ভাসিস্ না?

তোরা যারে বলিস্ ভালবাসা, সে ত নয় রে ভালবাসা,
সে যে শুধু আশার নেশা, শুধু দেনা-পাওনায় মাতিস্ না,
কেনা-বেচায় প্রেম মেলে না, প্রেমের কাছে নাই কান্না,
দূর ক'রে দে সব বাসনা, কেবল দিয়ে যা, আর ফিরে নিস্ না॥

কৃষ্ণভক্তি। তুই ভালবাসা শিখ্‌বি? আয় তবে আমার কাছে শিখে যা। তা' হ'লে আর কেঁদে কেঁদে মর্‌তে হবে না—হতাশ প্রাণে এমন আকুল হ'য়ে বনে বনে ঘুর্‌তে হবে না।

চন্দ্রা। কে গো তুমি, সন্ন্যাসিনি?

কৃষ্ণভক্তি। আমিও তোর মত একজন ভালবাসার পাগল, মা! তবে তোতে আমাতে তফাৎ এই যে, আমি কেবল ভালবাসার জন্যই পাগল, আর তুই দেখ্‌ছি, ভালবাসার জন্যও পাগল, আর ভালবাসা পাবার জন্যও পাগল।

চন্দ্রা। ভালবাস্‌লেই যে ভালবাসা পেতে ইচ্ছা হয়, মা!

কৃষ্ণভক্তি। তা' কেন হবে, মা! খাঁটি ভালবাস্‌তে জান্‌লে আর ফিরে পেতে সাধ যায় না; ফিরিয়ে পাবার ইচ্ছা থাক্‌লেই এইরূপ কেঁদে কেঁদে কষ্ট পেতে হয়। তোরা যে ভালবাসার সামগ্রীকে ভোগের সামগ্রী ক'রে তুলিস্, ঐটেই তোদের মহৎ দোষ!

চন্দ্রা। সন্ন্যাসিনি! তোমার কথা যে বেশ বুঝ্‌তে পার্‌লেম না।

কৃষ্ণভক্তি। বুঝ্‌তে পার্‌ছিস্‌নে কেন, তারও কারণ আছে, মা! তোরা কেবল মানুষকে ভালবাস্‌তে চাস্ কিনা, তাই তার সঙ্গে সঙ্গে তাকে পাবার বাসনাটা আপনা হ'তেই হ'য়ে বসে। কেন না তোরা ভালবাসার বস্তুকে পাবার জন্যই যে ভালবাসিস্। আর তোরা যারে ভালবাসিস্, আগে তার রূপ কিম্বা গুণ দেখে মুগ্ধ হ'য়ে পড়িস্, তার পরে ভালবাস্‌তে আরম্ভ করিস্; তাই মূলেই তোদের গলদ্ থেকে যায়।

ভালবাসাকে ঠিক ভালবাসা বলা যায় না, ওর নাম রূপজ-মোহ আর গুণজ-মোহ। মানুষকে ভালবাস্‌তে গেলে এর একটী-না-একটী মোহ থাক্‌বেই।

চন্দ্রা। তুমি তবে আর কাকে ভালবাস্‌বার কথা বল্‌ছ, সন্ন্যাসিনি?

কৃষ্ণভক্তি। আমি বল্‌ছি—আমার কৃষ্ণকে ভালবাস্‌তে। কৃষ্ণকে যে ভালবাস্‌তে পারে, তাকে ত আর কাঁদ্‌তে হয় না; কেন না কৃষ্ণকে যে ভালবাসা দেওয়া যায়, তার সঙ্গে ত রূপজ-মোহ বা গুণজ-মোহ থাক্‌তে পারে না, কেন না কৃষ্ণকে প্রেম দান কর্‌বার আগে ত তাকে কেউ দেখ্‌তে পায় না। সে ভালবাসার কোন হেতু নাই—

চন্দ্রা। কৃষ্ণকেও ত লোকে পাবার জন্য ভজনা করে, তা' হ'লে তাতেও ত কামনা থাকে।

কৃষ্ণভক্তি। যাদের কামনা থাকে, তারা যথার্থ আনন্দ লাভ কর্‌তে পারে না, তাদের সে উপাসনা—সকাম উপাসনা। সকাম উপাসনার চেয়ে নিষ্কাম উপাসনা যে শ্রেষ্ঠ, তার কারণই কেবল ঐটুকু।

চন্দ্রা। সে যে বড় উচুভাবের কথা, মা! তা' কি সাধারণ মানুষে কর্‌তে পারে?

কৃষ্ণভক্তি। উচ্চভাবের কথা হ'লেও মানুষে যে কর্‌তে পারে না, এমন কথা নয়—তবে শিখ্‌তে হয়। না শিখ্‌লে সে নিষ্কাম ভাব আসে না।

চন্দ্রা। তাতে সুখ কি, মা? যাকে ভালবাস্‌লেম, তার ভালবাসা পাবার কামনা যদি না কর্‌লেম, তা' হ'লে তাতে সুখ কি, মা?

কৃষ্ণভক্তি। এই বনে কত রকম ফুল ফুটে থাকে, তারা তাদের সৌরভটুকু বাতাসে বিলিয়ে দেয়, তাদের অপরূপ সৌন্দর্য্য নিয়ে মানুষের চোখের সাম্‌নে ধরে, তাতে তাদের কি সুখ হয়, মা? কৈ তারা ত সেই

বাতাস যাঁ মানুষের কাছে কিছু কামনা করে না, তারা কেবল তাদের যথাসর্ব্বস্ব অপরকে দিয়েই সুখ পায়। এই সংসারে পাবার চেয়ে দেওয়াতে বড় একটা বিমল আনন্দ থাকে; তাই নিঃস্বার্থ দানের এত মাহাত্ম্য। তুমি তোমার প্রেম-ভক্তি, ভালবাসা সব যদি সেই শ্রীকৃষ্ণকে দিয়ে ফেল্‌তে পার, তা' হ'লে দেখ্‌বে, সে এক অপূর্ব্ব আনন্দ—সে এক বিমল সুখ—তখন কেবল তাকে দিতেই সাধ যাবে! প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়েও যেন তৃপ্তি হবে না! পাবার সম্বন্ধ থাক্‌লেই তার সঙ্গে দুঃখ থাক্‌বে, কোন না কোন কারণে যদি সেই পাবার জিনিষ না পাওয়া গেল, তা' হ'লেই তার অভাব মনে হবে, অভাব হ'তেই ত দুঃখের সৃষ্টি। আর যার সে অভাব জ্ঞান নাই, যে সর্ব্বস্ব—এমন কি নিজেকে পর্য্যন্ত সেই শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ ক'রে দিয়েছে, তার মন প্রাণ ত আর তার কাছে তখন নাই; তবে অভাব দাঁড়াবে কোথায়? তবে আর অভাব অনুভব কর্‌বে কে? অভাব যখন তার থাক্‌ল না, শোক দুঃখও তখন তার কাছে আর আস্‌তে পার্‌ল না।

চন্দ্রা। মা! তুমি কে তা' জানি না, কিন্তু তোমার কথা শুনে আর তোমার শান্তিময়ী মূর্ত্তি দেখে তোমাকে কোন দেবী ব'লেই বোধ হচ্ছে। আজ আমি পরমভাগ্যবতী না হ'লে তোমার দেখা পেতেম না; তোমার কথা শুনে আমার তুষানল-দগ্ধ প্রাণে যেন কেমন এক শান্তি অনুভব কর্‌ছি! মাগো কৃপাময়ি! যদি কৃপা ক'রে দেখা দিয়েছিস্, তবে আর আমাকে ফেল্‌তে পার্‌বি না, আমাকে আজ হ'তে সঙ্গে সঙ্গে রাখ্; আমি তোর কাছে কৃষ্ণপ্রেম শিক্ষা কর্‌ব। তোর কথা শুনে কৃষ্ণের প্রতি আমার মনের গতি ফিরে গেছে; আমার আশা হচ্ছে, যেন তোর কাছে থাক্‌লে, তোর শিক্ষা পেলে আমার কৃষ্ণপ্রেমশিক্ষা লাভ হবে।

কৃষ্ণভক্তি। এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস থাকা ভাল কথা, মা! যার নিজের উপর বিশ্বাস আছে, সে কখনই হতাশ হ'য়ে ফিরে যায় না। এও তোমার একটী শুভ লক্ষণ দেখ্‌ছি, মা। আমার বিশ্বাস, তুমি শীঘ্রই কৃষ্ণ-প্রেম লাভ কর্‌তে পার্‌বে ; কারণ, তোমার সরল প্রাণে যে পবিত্র প্রেম এবং ভালবাসার বীজ আগে থেকেই বপন করা আছে, সেই বীজে এখন কেবল ভক্তি-বারি সিঞ্চন কর্‌তে পার্‌লে ঐ বীজ হ'তেই শেষে ফল পর্য্যন্ত লাভ কর্‌তে পার্‌বে।

চন্দ্রা। কামনাই যদি না থাক্‌ল, তবে আর ফল লাভ হ'ক বা না হ'ক, তাতে কি প্রয়োজন, মা ?

কৃষ্ণভক্তি। কর্ম্ম কর্‌লেই তার সঙ্গে ফল থাক্‌বেই ; তুমি কামনা কর বা না কর, তার ফলভোগ তোমাকে কর্‌তে হবেই ; তবে সেই ফল সেই শ্রীকৃষ্ণের পদে সমর্পণ ক'রে যে কর্ম্ম করে সেই হ'ল নিষ্কাম সাধক বা নিষ্কাম কর্ম্মী। নিষ্কাম প্রেম দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সাধনা কর্‌লে, শ্রীকৃষ্ণ আপনা হ'তেই তাকে দেখা দেন। এ সম্বন্ধে অনেক কথা আছে, মা, সে সব ক্রমে তুমি জান্‌তে পার্‌বে। এখন আয়, মা, আমার সঙ্গে আয়— আর তোকে এমন ক'রে কাঁদ্‌তে হবে না।

[উভয়ের প্রস্থান।

অপর দিক্ দিয়া ছুরিকা হস্তে সমরকেতনের প্রবেশ।

সমর। আজ সপ্তদিন,
সমভাবে করিয়া সন্ধান,
এখনও না পাইনু চন্দ্রার উদ্দেশ।
তবে কোথা গেল ? কোন্ পথে গেল ?
একাকিনী গৃহের কামিনী,

পথ নাহি জানে কোন,
তবে চন্দ্রা কোথায় লুকাল ?
হয় ত বা বিজয়ের সনে
পূর্ব্ব হ'তে পরামর্শ করি'
দুইজনে ত্যজেছে নগরী।
তাই যদি হয়,
তবে নিশ্চয়—নিশ্চয়—
এক সঙ্গে দু'জনারে করিব নিপাত ;
উৎপাতের হবে শান্তি—
ঘুচে যাবে মর্ম্মপীড়া মোর।
নতুবা যে, বিজয়ের সাথে
র'বে চন্দ্রা কণ্ঠ-আলিঙ্গনে,
সে দৃশ্য না পারিব সহিতে।
বঞ্চিয়ে আমারে, গাঁথি প্রেমহার
বিজয়ের কণ্ঠে চন্দ্রা করিবে অর্পণ,
সে কখন দিব না হইতে।
সমস্ত সংসার আমি করি অন্বেষণ,
করিব বাহির সেই চন্দ্রা বিজয়েরে।
ওঃ! কামিনীর প্রত্যাখ্যান!
কামিনীর উপেক্ষা-বচন!
কামিনীর তিরস্কার-বাণ!
তীক্ষ্ণশেল সম বাজে পুরুষ-হৃদয়ে।
শত বৃশ্চিকের দংশন-যাতনা,
নাহি হয় এত মর্ম্মান্তিক!

উঃ! কি যন্ত্রণা! কি যে জ্বালা!
কি যে ঘৃণা—কি যে অপমান!
একমাত্র ভুক্তভোগী বিনা,
না বুঝিবে অন্য কোন জন।
নিদারুণ পণ—নাশিবে চন্দ্রার প্রাণ,
পরিত্রাণ নাহি পাবে কভু।
ওঃ! কি আশ্চর্য্য!
আমারি নিশ্চিত প্রাপ্য চন্দ্রাবতী নারী,
সে আমারে করি পরিহার,
অঙ্কলক্ষ্মী হইবে অন্যের!
রক্তবিন্দু থাকিতে শরীরে,
এ কেমনে সহিব নীরবে?
প্রাণ যাক্, তবু না কখন
চন্দ্রা-নাশে হইব বিরত।
যাই—যাই—চন্দ্রার সন্ধানে।
[অগ্রসর ও নেপথ্যে মোহিনীকে দেখিয়া]
কে ওই রমণী—ভীষণা মূরতি!
সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা করে,
রক্তনেত্রে আসে এইদিকে?

ছুরিকা হস্তে উন্মাদিনী মোহিনীর প্রবেশ।

মোহিনী। [প্রবেশ পথ হইতে]
কে রে তুই ফিরিস্ বিপিনে?
বল্ মোরে, কোথা আছে লুকায়ে বিজয়।
আমি তার শোণিত-পিপাসু—

ফিরি তার শোণিতের আশে।
এই যে সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র শোভে করে মোর,
এই অস্ত্র তার বক্ষে করাব প্রবেশ।
বল্, কোথা রয়েছে বিজয়।

সমর। তুমিও বিজয়-নাশে হ'য়েছ উদ্যত?
আমিও তাহারে খুঁজি করিতে হনন,
বিজয়ের দুই শত্রু হইল মিলিত;
ভাল হ'ল, দুইজনে মিলি'
দুই ছুরি তার বুকে দিব বিঁধাইয়া;
দুই ধারে রক্তধারা ছুটিবে কেমন!
দুইজনে দুই ধারা করিব রে পান।

মোহিনী। কে রে আবার তুই এলি অংশীদার হ'য়ে?
আমিই একাকী তারে করিব বিনাশ।
আমিই একাকী তার উত্তপ্ত রুধির
প্রাণ ভ'রে পান ক'রে পিপাসা মিটাব।
তবে তুই কেন?
বিজয়েব দুই শত্রু দিব না থাকিতে—
এই তোরে করি বিনিপাত।

[সমরসিংহের বক্ষে ছুরিকাঘাত]

সমর। উঃ!—উঃ!—রাক্ষসি! আমাকে হত্যা করলি?

[পতন ও মৃত্যু]

মোহিনী। [বিকট হাস্য করিতে করিতে] হত্যা! হত্যা! এই সূত্রপাত করলেম। এখন থেকে যাকে পাব, তাকে হত্যা করব—কাউকে ছাড়্‌ব না। বড় আনন্দ! হত্যাকাণ্ডে এত মজা, এতক্ষণ তা' জান্‌তে

পাইনি! পরের বুকে ছুরি বসিয়ে সেই রক্ত দেখ্‌তে—সে রক্ত চোখে মুখে হাতে সর্ব্বাঙ্গে মাখ্‌তে এত আনন্দ, তা' এতদিন বুঝ্‌তে পারিনি! আজ তার আস্বাদ পেলেম, হাঃ—হাঃ—হাঃ—কি আনন্দ! রক্তের উৎস—চারিদিকে ঢেউ খেলে যাচ্ছে! এইবার একবার বিজয়টাকে পেলে হ'ত, তা' হ'লে পূর্ণানন্দ লাভ কর্‌তে পার্‌তেম। বিজয়! আয় একবার, মোহিনী আজ কি মূর্ত্তিতে এসেছে, একবার এসে দেখে যা। একদিন যে মূর্ত্তি দেখেছিলি, আজ সে মূর্ত্তি নয়, এ মূর্ত্তি দেখ্‌লে তোর প্রাণ আগে থেকেই উড়ে যাবে! হাঃ—হাঃ—হাঃ— [বিকট হাস্য] এ হাস্যধ্বনি শুন্‌লে তোর বুকের রক্ত শুকিয়ে যাবে। আয়—আয়—এই নির্জ্জন কাননে তোর সঙ্গে বিকট প্রেম কর্‌তে মোহিনী তোকে ডাক্‌ছে! মোহিনীর এই বিকট প্রেম-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি তোর মস্তক! তাই তোকে ডাক্‌ছি—এসে আমার যজ্ঞে তোর মস্তক পূর্ণাহুতি দিয়ে যা! তা' হ'লেই আমার মহাযজ্ঞ পূর্ণ হয়—তা' হ'লেই আমার প্রতিহিংসা-অনল নির্ব্বাপিত হয়। হাঃ—হাঃ—হাঃ—[হাস্য]

[বেগে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কোশল-রণক্ষেত্র।

[কোশল সৈন্যগণ ও কলিঙ্গ সৈন্যগণের পরস্পর যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ ও ক্ষণকাল যুদ্ধের পর প্রস্থান]

মন্ত্রীর বেগে প্রবেশ।

মন্ত্রী। এখন কি করি? কি উপায় করি? রাজপুরী অরক্ষিত, সেনাপতি বিতাড়িত, মহারাজ বিকৃত মস্তিষ্ক, এই ছিদ্র জান্‌তে পেরে কলিঙ্গ-পতি সহসা এসে রাজপুরী আক্রমণ করেছে। বিশৃঙ্খল সৈন্য সমাবেশ ক'রে যতক্ষণ পেরেছি, বিপক্ষের গতি রোধ কর্‌তে চেষ্টা করেছি; কিন্তু মন্ত্রী আমি—আমার কি সাধ্য যে, এই প্রবল বিপক্ষ পক্ষের গতি-রোধ করি! কর্ণধারবিহীন তরণীর ন্যায় রাজ-সৈন্যমণ্ডলী সেনাপতি-শূন্য হ'য়ে কতক্ষণ স্থিরভাবে যুদ্ধ কর্‌তে পারে! সব সৈন্য প্রাণভয়ে পলায়ন করেছে। পুরী এখন সম্পূর্ণ অরক্ষিত, মহারাজ একাকী অন্তঃপুরে বাস কর্‌ছেন, এ সব সংবাদ তিনি কিছুই জানেন না; এখন তাঁকে রক্ষা কর্‌বার উপায় কি? বিপক্ষদল এখনি অন্তঃপুরে প্রবেশ কর্‌বে, তা' হ'লেই সর্ব্বনাশ! হায়! আজ যদি বিজয়সিংহ উপস্থিত থাক্‌ত, তা' হ'লে কি এই সর্ব্বনাশ হ'তে পারে? হা ভগবন্ অনন্তদেব! তোমারি হাতে-গড়া সোণার রাজ্য আজ ছারেখারে গেল, একবার চেয়ে দেখ।

[নেপথ্যে কলিঙ্গ সৈন্যগণ]

জয় কলিঙ্গ-পতির জয়! জয় কলিঙ্গ-পতির জয়!

মন্ত্রী। ঐ—ঐ—বিপক্ষদলের জয়ধ্বনি, এখনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করবে। যাই—দেখি, মহারাজকে রক্ষা করতে পারি কি না।

[বেগে প্রস্থান।

সৈন্যদল সহ বেগে চন্দ্রকেতু ও শীলধ্বজের প্রবেশ।

চন্দ্রকেতু। সেনাপতি! আর কেন, এইবার অন্তঃপুর আক্রমণ কর, আর পলায়িত রাজাকে বন্দী কর।

শীলধ্বজ। কি আশ্চর্য্য! একজন রাজা হ'য়ে, সে কি না প্রাণভয়ে অন্তঃপুরবাসিনী রমণীর ন্যায় অন্তঃপুরে লুক্কায়িত থাক্‌ল! এই রাজার আবার এত নাম, এত দর্প, এত অহঙ্কার ছিল!

চন্দ্রকেতু। কেবল দূর হ'তে নাম শুনেই আমরা এতদিন নিবস্ত ছিলেম, নতুবা অনেক পূর্ব্বেই এ রাজ্য জয় করা যেত। যাক্‌, সেনাপতি! এখন উপস্থিত কার্য্য সম্পাদন কর, অন্তঃপুরে প্রবেশ কর।

শীলধ্বজ। আসুন তবে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজ-অন্তঃপুর।

উন্মাদগ্রস্ত চিত্রাঙ্গদ রাজার প্রবেশ।

চিত্রাঙ্গদ। [সভয়ে] বড় ভয়! বড় ভয়! কোনদিকে যেন ভাল ক'রে চাইতে পারিনে, সবদিকেই বিভীষিকাময়ী মোহিনীর রাক্ষসী-মূর্ত্তি দেখ্‌তে পাই। যেন এক স্বর্গ-মর্ত্ত হা ক'রে আমায় গ্রাস কর্‌তে আসে; তাই ভয়ে আতঙ্কে কোনদিকে চক্ষু মেলে তাকাইনে। দিবারাত্র চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত করেই থাকি। কেউ আমার কাছে আর আসে না; আমি যে একা থাকতে পারি না, তা' কেউ বুঝ্‌তে পারে না। কা'র কোনও সাড়া-শব্দও পাই না! যেন নিস্তব্ধ পুরী, এ পুরীতে যেন কোনও মানুষের সঞ্চার নাই! তবে কি সেই রাক্ষসী মোহিনী পুরবাসিগণকে মেরে মেরে তার বিশাল উদর পূর্ণ করেছে? তাই হবে! তা' না হ'লে সব যাবে কোথা? নিশ্চয় রাক্ষসী সব খেয়ে ফেলেছে; তবে আমাকে এতদিন রেখেছে কেন? শেষের জন্য? সব যখন ফুরিয়ে যাবে, সব যখন নিঃশেষ হ'য়ে যাবে, তখন রাক্ষসী আমাকে গ্রাস কর্‌বে! ও কে! শীর্ণদেহা-ছিন্নবস্ত্রা-অশ্রুধারা-বিগলিতনয়না অন্ধ পুত্র কোলে ক'রে দাঁড়িয়ে? কে তুমি কাঙ্গালিনি—ভিক্ষাপাত্রহস্তা, আলুলায়িত কেশা, ধূলিধূসরিতক্ষীণাঙ্গী, কে তুমি—ভিখারিণি? কি ভিক্ষা চাও, তুমি? এখানে ত ভিক্ষা মিল্‌বে না, ভিখারিণি; এ রাজ্যে ত ভিক্ষা বিলায় না, ভিক্ষা একবারে নিষেধ হ'য়ে গেছে। তুমি ত এ রাজ্যের অবস্থা জান, কাঙ্গালিনি; তুমি ত অনেকবার ভিক্ষা চেয়েছিলে। দুটী অন্নের জন্য, একটু

দাঁড়াবার স্থানের জন্য অনেক পায়ে ধ'রে কেঁদেছিলে; কিন্তু কৈ ? তা'ত তখন পাও নাই। তবে কেন আবার এ রাজ্যে এসেছ ? এ রাক্ষসীর রাজ্য, দয়া, মায়া, স্নেহ, প্রেম কিছুই ত নাই; তবে যাও ভিখারিণি, যেখানে ইচ্ছা সেই বনেই চ'লে যাও। বনে বৃক্ষ আছে, বৃক্ষে ফল আছে, তাই দিয়ে মাতাপুত্রে উদর পূর্ণ করগে। এখানে আর এক মুহূর্ত্তও থেকো না; রাক্ষসী দেখ্‌তে পেলে এখনি তোমাদের মেরে ফেল্‌বে। কাঙ্গালিনি! ছেলে নিয়ে বনে যাও, এ মহাশ্মশানে আর অপেক্ষা করো না, এ স্থান বড় ভয়ঙ্কর স্থান। এখানে প্রেতের তাণ্ডব-লীলা, পিশাচের অট্টহাস্য, এখানে আস্‌তে নাই—চ'লে যাও। চারদিকে নীরব, নিস্তব্ধ প্রকৃতি. মহানিদ্রায় অচেতন হ'য়ে র'য়েছে, বায়ু পর্য্যন্ত স্তব্ধ, তার মধ্যে ও আবার কি ? ও যে ভীষণ দৃশ্য। ভয়—ভয়—মহাভয়। ভয়ে হৃৎপিণ্ডের গতি স্থগিত হ'য়ে গেল যে!

কার এ মূরতি হেরি!
শুভ্রকেশ শীর্ণকায় যজ্ঞসূত্র গলে,
বংশযষ্টি করতলে, অথর্ব্ব শরীর,
স্থির নেত্র অপলক নিষ্প্রভ মলিন,
বাক্যহীন ভাষাহীন দাঁড়িয়ে সম্মুখে!
আরও বিস্ময় তাহে—
পদদ্বয় শূন্যে লম্বমান,
দিগম্বর ভয়ঙ্করাকৃতি,
কঞ্চুকীর প্রেত-আত্মা ওই!
নিরাহারে কারাগারে,
ভীষণ আঁধারে,
ব্রহ্মহত্যা করেছি সাধন;

তাই সেই প্রেতমূর্ত্তি মোরে,
বিভীষিকা করে প্রদর্শন!
উঃ—হুঃ—হুঃ—পারি না দেখিতে!
বিষম আতঙ্কে প্রাণ হতেছে কম্পিত!
পালাই—পালাই—[পলাইতে উদ্যোগ]

শশব্যস্তে মন্ত্রীর প্রবেশ।

মন্ত্রী। মহারাজ! মহারাজ! কোথা যান্?

চিত্রাঙ্গদ। কে মহারাজ? কাকে ডাক্‌ছ? কে তুমি?

মন্ত্রী। আমি মন্ত্রী, আপনাকেই ডাক্‌ছি।

চিত্রাঙ্গদ। যাও—যাও—পালাও—পালাও—ওখানে ওই প্রেতাত্মার আবির্ভাব! এখানে কোনও মহারাজ নাই। দেখ্‌ছ না, এটা প্রেতপুরী!

মন্ত্রী। মহারাজ! প্রকৃতিস্থ হ'ন, মহাসর্ব্বনাশ উপস্থিত!

চিত্রাঙ্গদ। তুমি ভুল বক্‌ছ—ভুল বক্‌ছ; শ্মশানে আবার মহা-সর্ব্বনাশ কি হবে? তুমি একটা দৃশ্য দেখ, বেশ ক'রে চেয়ে দেখ, কেমন আশ্চর্য্য দৃশ্য—চর্ম্মচক্ষে কখন যা' দেখ নাই! ঐ দেখ, কেমন সুন্দরী এক রমণীমূর্ত্তি! সর্ব্বাঙ্গে সৌন্দর্য্যরাশি যেন স্থান পাচ্ছে না। ঐ দেখ, নয়নে কেমন ঢল্‌ঢল্ প্রেম ভাব! অধরে কেমন মৃদুমন্দ হাসিরেখা! নিবিড় কাদম্বিনী সদৃশ কুন্তলরাশি মৃত্তিকা চুম্বন কর্‌ছে। রূপলাবণ্যে চারদিক্ ঝল্‌মল্ করছে; আবার শোন, রমণীর কণ্ঠ-রব কেমন বংশী-ধ্বনি করছে; ঐ দেখ কত প্রেম, কত ভালবাসা নিয়ে রমণী আমার কাছে আসছে! কেমন, দেখ্‌ছ না?

মন্ত্রী। [স্বগত] হায়! এখন কি করি, মহারাজ যে একেবারে বাহ্য-জ্ঞানরহিত, এতক্ষণ হয় ত শত্রুসৈন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করলে। [প্রকাশ্যে] মহারাজ!

চিত্রাঙ্গদ। আগে দেখ—আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখ, তার পর তোমার মহারাজকে ডেকো-এখন। ঐ দেখ, সেই অপূর্ব্বসুন্দরী দেখ্‌তে দেখ্‌তে কি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ ক'রে ফেল্‌লে! চেয়ে দেখ, সেই কটাক্ষে এখন আগুন জল্‌ছে! সেই হাসিতে মাধুর্য্যের পরিবর্ত্তে কি ভীষণ ভাব প্রকাশ পাচ্ছে! ললাটের কুঞ্চিত রেখাবলী বিষম কুটিলতায় পূর্ণ হ'য়েছে! কণ্ঠস্বরে কি কঠোরতা মাখান! সে বংশীধ্বনি আর নাই—আছে ঐ শোন ভীম হুঙ্কার! সে কুসুম দাম নাই—আছে সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র; রমণী এখন প্রতিহিংসা-পরায়ণা রাক্ষসী—দেখ্‌লে আতঙ্কে শরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে ওঠে!

মন্ত্রী। [স্বগত] না, কোন উপায় দেখ্‌তে পাচ্ছি না; হা ভগবন্! তোমার মনে শেষে কি এই ছিল!

চিত্রাঙ্গদ। তার পর আবার ঐ দেখ, সেই রমণীর পরিণামটা গিয়ে কোথায় দাঁড়িয়েছে! সে সৌন্দর্য্য গিয়েছে—সে ভীষণ ভঙ্গি গিয়েছে, এখন আর এক নূতন মূর্ত্তি; এ মূর্ত্তি দেখ্‌লে আর সে পূর্ব্বের সৌন্দর্য্যের কথা কিছুমাত্র মনে আস্‌বে না। ঐ দেখ, ঘোর শ্মশানের ধূলিশয্যায় সেই রমণী এখন শায়িত! কোথায় সে ঢল্‌ঢল্ সৌন্দর্য্যরাশি! কোথায় সেই মুনিমনোহরণকারী কটাক্ষ! কোথায় মৃদুমন্দ হাসিরেখা! কোথায় সে ধরাতলস্পর্শী কেশকলাপ! কিছু নাই, আছে ঐ দেখ—বীভৎসময়ী মূর্ত্তি, গলিত অঙ্গ-মাংস এখন শৃগাল কুকুরের ভোজ্য; সে সুন্দর মুখের সুবর্ণ বর্ণ এখন ঘোর কালিমায় আচ্ছন্ন, স্থানে স্থানে গলিত দেহ হ'তে কীটদল বহির্গত হ'চ্ছে, দুর্গন্ধে নিকটে যায় কার সাধ্য! ঘৃণায় এখন নিষ্ঠীবন ত্যাগ কর্‌তে হয়। দেখ্‌লে—রমণীর সৌন্দর্য্যের পরিণাম চিত্র! এইরূপই রমণীর সৌন্দর্য্য! এইরূপই রমণীর পরিণাম দশা! এ দৃশ্য দেখ্‌লে রূপ দেখি, আর রমণীকে সুন্দরী ব'লে ভাবুতে পারা যায় কি না।

মন্ত্রী। হায়! মানুষ যদি রমণীর এই শ্মশান-চিত্রটী সর্ব্বক্ষণ মনের মধ্যে অঙ্কিত ক'রে রাখ্‌তে পার্‌ত, তা' হ'লে রমণীর সৌন্দর্য্যে কখন' উন্মত্ত হ'য়ে, সংসারের সর্ব্বনাশ সাধন কর্‌তে পার্‌ত না।

চিত্রাঙ্গদ। তবে এখন বল দেখি, আমি মোহিনীর রূপে এখন ভুলি কিরূপ? তার রূপেরও ত এই পরিণাম হবে, তবে কেন তার জন্য পাগল হব?

মন্ত্রী। [স্বগত] হায়! এ জ্ঞান যে এতদিন পরে মহারাজের এসেছে, এটাও একটা শুভ লক্ষণ। হা সর্ব্বনাশিনী রমণি! তোর জন্যই আজ এই স্বর্গ-রাজ্য ঘোর নরকে নিমগ্ন হয়েছে! তোর পাপস্পর্শে এমন পুণ্যভূমি মলিন হ'য়ে গেছে!

চিত্রাঙ্গদ। তা' হ'লে এখন কি করা যায়? চারিদিকে যখন সব বিভীষিকা ক্রমে আমাকে ভয় প্রদর্শন কর্‌ছে, তখন কি উপায় করা যায়? কেন, আমাকে সকলে অমন ভয় দেখাতে আস্‌ছে? আমি কি করেছি—কার ক্ষতি করেছি? তবে কেন আমার সঙ্গে আজ সকলেই শত্রু ব্যবহার কর্‌ছে? আমি যে রাজা, কোশল-রাজ্যের অধীশ্বর যে আমি; তবে আমাকে লোকে ভয় কর্‌ছে না কেন! সমস্ত কোথায় গেল? সেনাপতি বিজয়সিংহকেই বা দেখ্‌তে পাচ্ছি না কেন? মন্ত্রীরও ত কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না! এরা সব তবে গেল কোথায়? আমাকে কি কেউ গ্রাহ্য করে না নাকি!

মন্ত্রী। মহারাজ! এই যে মন্ত্রী আপনার পার্শ্বেই দাঁড়িয়ে আছে।

চিত্রাঙ্গদ। বেশ, ভাল কথা! কিন্তু বিজয়কে রেখে এলে কোথায়? তাকে একবার ডাক ত; এখনি যে যুদ্ধ-যাত্রা কর্‌তে হবে!

মন্ত্রী। মহারাজ! বিজয়কে যে আপনিই পরিত্যাগ করেছেন।

চিত্রাঙ্গদ। সে কি! তা' কি কখন হ'তে পাবে! বিজয় যে আমার সেনাপতি, তাকে আমি তাড়িয়ে দিয়েছি, এ কথা তোমাকে কে বল্‌লে, মন্ত্রি? যাক্ সে কথা, এখন আব একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব। একবার বড়রাণী করুণাকে ডাক দেখি, করুণা আমার অনন্তব্রতের কি উদ্যোগ কর্‌ছে, জান্‌তে চাই।

মন্ত্রী। মহারাজ, সেই গৃহলক্ষ্মীকে আগেই যে আপনি বর্জ্জন করেছেন।

চিত্রাঙ্গদ। আমি কেন? ভুলে যাচ্ছ, মন্ত্রি! সে রামচন্দ্র সীতাকে বর্জ্জন করেছিলেন—সে ত্রেতাযুগের কথা। তুমি আজ সবই ভুল ক'রে ফেল্‌ছ, তোমার দ্বারা আর কিছু হবে না। ডাক'—ডাক'—একবার বৃদ্ধ কঞ্চুকীদেবকে; তিনি হয় ত এতক্ষণ অনন্তের সঙ্গে ব'সে ব'সে খেলা কর্‌ছেন। অনন্তও আজকাল বড় দুষ্ট হ'য়ে উঠেছে, সে-ও আব এখন এসে আমার কোলে বসে না! সবই যেন কেমন এক রকম ভাব ধারণ করেছে—পৃথিবীই যেন কেমন-কেমন বদ্‌লে গেছে! সূর্য্যের তেজ মলিন—ঘোর কৃষ্ণবর্ণ; বায়ু দুর্গন্ধ—বিষাক্ত; কুসুম সৌরভ-হীন, সলিল স্বাদহীন পঙ্কিল; মানুষ কঙ্কালসার মৃতবৎ, কেন এ সব বিপর্য্যয় ঘট্‌ছে? অনন্তের রাজ্যে এমন বিশৃঙ্খল ভাব কেন? অনন্ত-দেবের পূজা বুঝি এখন আর কেউ করে না! যাক্ সে কথা—এখন আর একটা কথা বিশেষ ভাবৃছিলেম, দূর হ'ক্ ভুলে গেলাম।

মন্ত্রী। [স্বগত] বহুকালের পর অনন্তের নাম মহারাজের মুখে আজ শুন্‌তে পেলেম। হা অনন্তদেব! আজ তোমারই ভক্ত দেখ কি দুর্দ্দশা ভোগ কর্‌ছে!

[নেপথ্যে বহুকণ্ঠে—জয় কলিঙ্গ-পতির জয়]

চিত্রাঙ্গদ। আঃ—কি জ্বালাতন! কেন, ওরা এমন উৎকট চীৎকার কর্‌ছে?

মন্ত্রী। মহারাজ! বিপক্ষসৈন্য পুরী প্রবেশ করেছে, এখনি এখানে আস্‌বে; আপনি সাবধান হ'ন, অস্ত্র ধারণ করুন।

চিত্রাঙ্গদ। কেন? কিসের জন্য আমি অস্ত্র ধারণ কর্‌ব? প্রাণ বাঁচাতে? ছিঃ! ছিঃ! প্রাণ যে ক্ষণস্থায়ী, অসার, তুচ্ছ; তার জন্য অস্ত্র ধ'রে রক্তপাত কর্‌ব কেন? আসুক, কোথায় তাঁরা আসুক, আমার প্রাণটা বের ক'রে তাদের হাতে তুলে দেবো এখন।

[নেপথ্যে বহুকণ্ঠে—জয় কলিঙ্গ-পতির জয়]

চিত্রাঙ্গদ। ঐ আবার মেঘ গর্জ্জে উঠ্‌ল, অকালে কি একটা মহা-প্রলয় ঘটাবে নাকি!

মন্ত্রী। মহারাজ শত্রুদল নিকটবর্ত্তী। ঐ যে সব দলে দলে এসে উপস্থিত হচ্ছে, মহারাজ, আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হন।

সৈন্যদল সহ চন্দ্রকেতু ও শীলধ্বজের প্রবেশ।

চন্দ্রকেতু। মহারাজ চিত্রাঙ্গদ! এখন আত্ম-সমর্পণ কর্‌বে, না যুদ্ধ ক'রে জীবলীলা শেষ কর্‌বে?

চিত্রাঙ্গদ। কে মহারাজ? মহারাজ এখানে কেউ নাই, যা' দেখ্‌ছ, এ সমস্তই প্রেতাত্মা।

শীলধ্বজ। এখন প্রলাপের সময় নয়, এখনি মহারাজকে বন্দী হ'তে হবে।

মন্ত্রী। এখনও মন্ত্রী বর্ত্তমান্; মন্ত্রীর জীবন থাক্‌তে মহারাজের কেশ স্পর্শ কর্‌তেও দেবো না। এই আমি যুদ্ধে প্রস্তুত—যুদ্ধ কর।

শীলধ্বজ। বৃথা প্রাণ দেবে, মন্ত্রি! এস, তোমার সমর-পিপাসার শান্তি করি।

[মন্ত্রীর সহিত শীলধ্বজের যুদ্ধ, মন্ত্রীর অসি ভগ্ন]

মন্ত্রী। গেল—গেল—অস্ত্র গেল—
বুঝিলাম, রক্ষা নাহি আর!
মৃত্যু হ'ক্—কিছু দুঃখ নাই,
কিন্তু, এই দুঃখ রহিল কেবল,
প্রাণ দিয়ে মহারাজে
না পারিনু করিতে রক্ষণ!
মহারাজ—মহারাজ—
উপায় না দেখি আর।

শীলধ্বজ। এইবার মৃত্যুমুখে হও অগ্রসর।

মন্ত্রী। [শীলধ্বজের উদ্যত অসি ধরিয়া] নিরস্ত্র আমি।

[তদবস্থায় শীলধ্বজ ও মন্ত্রীর প্রস্থান।

চন্দ্রকেতু। মহারাজ! এইবার বন্দী তুমি মোর।

চিত্রাঙ্গদ। বাঁধ—মার—কাট—
কিছুতেই নাহি ক্ষতি মোর।
কই, মন্ত্রি! কোথা চ'লে গেলে?

চন্দ্রকেতু। এতক্ষণ শমন-ভবনে।

চিত্রাঙ্গদ। এ পুরীতে ত শমনের অধিকার ছিল না, তবে কে এখানে শমনের প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত ক'রে দিলে? এ যে অনন্তদেবের রক্ষিত-পুরী, সাধ্য কি যে এখানে শমন প্রবেশ করে!

চন্দ্রকেতু। ইচ্ছা হয় ত তোমাকেও সেখানে প্রেরণ করতে পারি।

চিত্রাঙ্গদ। বটে! বটে! তুমিই সেই শমন-কিঙ্কর? এত সাহস যে, আমার অনন্তদেবের পুরীতে প্রবেশ করিস্? আয়, তোর মস্তক ছেদন করি। [অস্ত্র উত্তোলন]।

চন্দ্রকেতু। এস, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। সৈন্যগণ! একসঙ্গে সকলে অস্ত্রচালনা কর।

[চন্দ্রকেতু ও চিত্রাঙ্গদের যুদ্ধ এবং সৈন্যগণ কর্তৃক মণ্ডলাকারে বেষ্টন এবং চিত্রাঙ্গদকে অস্ত্রাঘাত করন]

চিত্রাঙ্গদ। [যুদ্ধ করিতে করিতে]

না—না—যুদ্ধে কাজ নাই,
বৃথা প্রাণীক্ষয়ে কি হইবে লাভ ?
অনন্তের রাজ্যে
শত্রু বলি কেহ নাহি মোর।
তবে কেন করি যুদ্ধ ?
দূর হ' রে অস্ত্র তুই।

[দূরে অস্ত্র নিক্ষেপ]

চন্দ্রকেতু। এইবার বন্দী করি তোমা।

[চিত্রাঙ্গদের হস্তদ্বয় শৃঙ্খলাবদ্ধ করন]

চিত্রাঙ্গদ। বেশ করেছ, এখন নিয়ে চল, অনন্তদেবের বিচারালয়ে নিয়ে চল, সেখানে সমস্ত কথা প্রকাশ কর্‌ব। সেই মোহিনীকে লাভ ক'রে অবধি, যত মহাপাপ করেছি, সে সমস্তই সেই অনন্তদেবের পাদপদ্মে নিবেদন কর্‌ব। চল—চল—নিয়ে চল, যতক্ষণ না সেখানে গিয়ে অনন্ত-দেবের চরণে প্রাণের অব্যক্ত যন্ত্রণা প্রকাশ কর্‌তে পার্‌ছি, ততক্ষণ স্থির হ'তে পার্‌ছিনে।

চন্দ্রকেতু। সৈন্যগণ, জয়ধ্বনি কর।

সৈন্যগণ। জয় কলিঙ্গ-পতির জয়!

চিত্রাঙ্গদ। আর বল, জয় অনন্তদেবের জয়! জয় অনন্তদেবের জয়!

সহসা শীলধ্বজ সহ যুধ্যমান্ ছদ্মবেশী বিজয়সিংহের প্রবেশ।

চন্দ্রকেতু। কেবা ওই ভীম পরাক্রমে,
সেনাপতি সহ মোর করিতেছে রণ?

বিজয়। [যুদ্ধ করিতে করিতে]
অরক্ষিত পুরী পেয়ে শৃগালের দল,
যাহা ইচ্ছা করিছ সাধন।
এইবার দেখা যাবে কত বাহুবল,
এক এক করি' প্রাণ দিয়ে যেতে হবে।

[শীলধ্বজের পলায়ন।

বিজয়। মহারাজ চন্দ্রকেতু!
তস্করতা করিয়ে আশ্রয়,
অন্তঃপুরে করেছ প্রবেশ;
বেঁধেছ কোশল-রাজে অন্যায় সমরে।
এই দেখ, সম্মুখে তোমার
স্বহস্তে মোচন করি' বন্ধন-শৃঙ্খল,
মুক্ত করি মহারাজে। [চিত্রাঙ্গদের বন্ধন মোচন]

চিত্রাঙ্গদ। কার মুখ এ? যেন কোথায় দেখেছি! না! না! এ মুখ কোথায় দেখ্‌ব? ও সে স্বর্গ হ'তে অনন্ত-প্রেরিত বিষ্ণুদূত!

চন্দ্রকেতু। কে তুমি? কোন্ সাহসে চিত্রাঙ্গদের বন্ধন মোচন কর্‌লে? তুমি জান না যে, এখনি এই দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল ভোগ কর্‌তে হবে? সৈন্যগণ! প্রাণপণে যুদ্ধ কর।

বিজয়। এস, আমিও তাই চাই।

[সসৈন্য চন্দ্রকেতু সহ বিজয়ের যুদ্ধ ও সকলকে তাড়াইয়া লইয়া বিজয়ের প্রস্থান।

জনৈক দূতের প্রবেশ।

দূত। মহারাজ! শত্রুসৈন্য চক্ষের নিমেষে নিঃশেষ হ'য়েছে; চন্দ্রকেতু রাজা সেনাপতির সঙ্গে প্রাণ ল'য়ে পলায়ন করেছে। আর চিন্তার কারণ নাই। দুঃখের মধ্যে মন্ত্রী মহাশয় শত্রুহস্তে প্রাণ দিয়েছেন।

চিত্রাঙ্গদ। কি বলিস্, দূত! সে বিষ্ণুদূত কোথায় গেল—যে বিষ্ণুদূত শত্রুগণকে পরাস্ত করেছে?

দূত। মহারাজ! তিনি যে কে, তা' কেউ চিন্‌তে পারিনি। সহসা কোথা থেকে এসে সব শত্রুনাশ ক'রে আবার সহসা কোথায় অন্তর্হিত হ'য়ে গেছেন। আসি, মহারাজ!

[প্রস্থান।

চিত্রাঙ্গদ। মন্ত্রীও চ'লে গেল, থাক্‌লেম—কেবল আমি, অনন্তদেব আমাকে কৃপা কর্‌লেন না, তাই আমাকে পিছু প'ড়ে থাক্‌তে হ'ল। কতদিন এই ভাবে প'ড়ে থাক্‌তে হবে, তাও ত জানি না; এ ভাবে আর কতদিন কাটাতে হবে, তাও ত বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। এই যে একটা ঘোর বিপ্লব হ'য়ে গেল, এর সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ আছে নাকি? নিশ্চয়ই আছে, না থাক্‌লে এমন হ'য়ে যাবে কেন? পাপের আগুনে কি এমন ভাবে কখন পু'ড়ে যেতে পারে? সে আগুন তবে কে জ্বেলে দিলে? আমি—আমিই স্বহস্তে সেই আগুন জ্বেলে দিয়েছি। যাই এখন, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত কোথায় দেখিগে।

[বেগে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

বনপথ।

সন্ন্যাসী বেশে বিজয়সিংহের প্রবেশ।

বিজয়। এই ত সংসারের গতি!
দেখিলাম—বুঝিলাম সব।
এখানে আসিলে
দেবতা পিশাচ সাজে, রমণী—রাক্ষসী,
ব্রাহ্মণ চণ্ডাল হয়, ভৃত্য—প্রভুদ্রোহী;
হেন পাপ নাহি হেরি,
নাহি যাহা সংসার মাঝারে।
নরক নামক স্থান,
নাহি আর অন্যত্র কোথায়,
সংসারই নরকধাম, নাহিক প্রভেদ।
নরকে পুণ্যের জ্যোতিঃ রহে কি কখন?
তাই এত পাপ-চিত্র হেরি এ সংসারে।
নারীমুখে বিষ দিয়ে
বিধি গড়েছে সংসার,
তাই এত হলাহল করে উদ্গীরণ।
করি' পান সেই হলাহল
দিবানিশি জ্বলে নর বিষম জ্বালায়।

তবু সেই বিষপান করিছে মানব।
এমনি আশ্চর্য্য খেলা,
খেলে বিধি নিরন্তর সংসার মাঝারে ;
মাতা পিতা, ভ্রাতা ভগ্নী,
পত্নী পুত্র ল'য়ে,
বাঁধি' ঘর খেলে নর সংসারের খেলা।
কিন্তু নাহি বুঝে কভু,
এ খেলায় কিবা সুখ,
কিবা শান্তি পায়!
মাতৃস্নেহ, পিতৃস্নেহ সব বিষে-ভরা,
ভ্রাতা ভগ্নী খুলে দেয়
বিষের ভাণ্ডার,
পত্নী-প্রেম হ'তে ঝলকে ঝলকে
আরও বিষম বিষ হয় উদ্গীরিত !
পুত্র-প্রাণ বিষের আগার !
এই ত সংসার-সুখ,
তার তরে কেন তবে এত আকিঞ্চন ?
নিরঞ্জন !
একবার ব'লে দাও মোরে,
কেন এত বিষ দিয়ে গড়িলে সংসার ?
কর ছারখার এ পাপসংসার,
সৃষ্টিলীলার কর অবসান,
তবে ত কল্যাণময় বলিব তোমারে—
তবে ত মঙ্গলময় জানিব তোমারে !

ছদ্মবেশে অনন্তের প্রবেশ।

অনন্ত।—

গান।

আছে—আছে গো ঐ বিষের মাঝে, সুধাসিন্ধুর শীতল সমীরণ।
যে জন জানে না, যে জন চেনে না, তারাই দেখ্‌তে পায় না ভবে শান্তি-নিকেতন॥
মাতৃস্তন্যে সুধাভরা, পিতৃস্নেহেও তেমনি ধারা,
পত্নী-প্রেমেও ক্ষরে কেমন সুধার শতধারা,
তা' নইলে কি থাক্‌ত, এমন ধারা হ'যে সচেতন।
তা' হ'লে কি শ্যামল তরু থাক্‌ত সেজে ফলে ফুলে,
তা' হ'লে কি রবি শশী উঠ্‌ত হেসে প্রাচীর মূলে,
তা' হ'লে কি শুন্‌তে পেতে, পাখীর মুখের মধুর কূজন॥
জল ফেলে দুধ বার ক'রে নেয় ক্ষীর হ'তে রে হংস যেমন,
সংসার থেকে বিষ ফেলে দে, সুধা বেছে নেনা তেমন,
তোরা নিজেই মরিস্ নিজের দোষে, (তবু) দুষিস্ মিছে বিধির সৃজন॥

[প্রস্থান।

বিজয়। কে ঐ বালক এসে আমার ঘোর সমস্যা ভঞ্জন ক'রে দিয়ে তড়িতের ন্যায় অদৃশ্য হ'য়ে গেল? দেখি, কে ঐ বালক—কোথায় গেল।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

মহারণ্য।

উচিতরামের প্রবেশ।

উচিত। আবার আস্‌তে হ'ল, যে কথাগুলো তখন ব'লে গিয়েছিলুম, তার ফল্‌টা কেমন ফলেছে, তাই একবার দেখ্‌তে এলুম। এই মানুষগুলো প্রথমটা যেন একেবারে অন্ধ হ'য়ে থাকে; চোখে আঙ্গুল দিয়ে তখন পরিণামটা দেখিয়ে দাও, কিছুতেই তখন দেখ্‌বে না—চক্ষু বুজেই থাক্‌বে। একটু যদি তখন সম্‌ঝে চলে, কিংবা এই উচিতের কথাগুলো কাণ পেতে শোনে, তা' হ'লে আর শেষকালটা এমন হাহাকার ক'রে বেড়াতে হয় না। তখন কেমন যে একগুয়ে ভাব ধরে, তা' কিছুতেই ছাড়ানো যায় না; আগুনটা সাম্‌নে জ্বলছে দেখেও সেই আগুনটার মধ্যেই আগে হাত দিতে যাবে, শত চীৎকার ক'রেও তখন থামান যায় না। যদি বল্‌লুম, ও পথটাতে যাস্‌নে, ও পথটা দেখ্‌তে সোজা বটে, কিন্তু ওর আগাগোড়া কাঁটা-বনে ভরা, তা' কি কেউ শোনে। প্রাণান্ত পণ—তবু সেই পথেই যাওয়া চাই। শেষে যখন কাঁটা ফুটে ফুটে পা' দু'খানা চলৎ-শক্তিহীন হ'য়ে পড়ে, তখন থেমে পড়ে, তখন কাঁটাবন দেখ্‌তে পায়। সাপটা গর্জ্জে ছোবল্ মার্‌তে এসেছে, তবুও সেই সাপের মুখের কাছে গিয়ে দাঁড়াবে; তার পর যখন বিষে জরজর হ'য়ে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ কর্‌তে থাকে, তখন বিষের কেমন জ্বালা বুঝ্‌তে পারে! এমনি মানুষের দশা—এমনি মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনা! এই মানুষই নাকি আবার বিধাতার সৃষ্টির মধ্যে বুদ্ধি-বিবেচনায় সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীব!

বল্‌তে পারি না, এ কেমন ধারা শ্রেষ্ঠ জীব! আমি ত বলি, পশুতে আর মানুষে কোনও পার্থক্য নাই; তবে পশুরা চতুষ্পদ, আর মানুষ-গুলো দ্বিপদ; আহার নিদ্রা ভয় প্রভৃতি পশু আর মানুষের মধ্যে তুল্য ভাবেই দেখা যায়। বরং পশুদের মধ্যে একটা সংস্কার আছে, তারা সকলেই সেই সংস্কারের বাধ্য হ'য়ে চলে, কিন্তু মানুষের মধ্যে তাও নাই। প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতি পৃথক্ ধাতুতে নির্ম্মাণ, কোন বিষয়ে একজনের সঙ্গে অপরের মিল দেখ্‌তে পাইনে। পশুদের যে যে খাদ্য নির্দ্দিষ্ট আছে, সকলেই তারা সেটা বিচার ক'রে চলে; কিন্তু মানুষের মধ্যে দেখ, তার কোন বিধি-নিষেধ নাই; যার যাতে রুচি, সে তাই খাদ্য ব'লে গ্রহণ কর্‌ছে। কেউ নিরামিষ ভোজী, আমিষের নাম শুন্‌লে নাসিকায় বস্ত্র প্রদান করেন; আবার কেউ বা মৎস্য মাংস ভিন্ন আহারই কর্‌তে পারেন না। কেউ কামিনী-কাঞ্চনের নাম শুন্‌লে নাসিকা কুঞ্চন ক'রে পলায়ন করেন, কেউ বা আবার সেই কামিনী-কাঞ্চনকেই সংসারের সার মনে ক'রে দিবারাত্র তার মধ্যে ডুবে থাকেন। এইরূপই ত মানুষের মধ্যে শৃঙ্খলা! হায়! এরাই আবার বুদ্ধিমান্! যাক্— এখন দেখি, চিত্রাঙ্গদ রাজার শেষ ফলটা কি দাঁড়াল। ঐ যে শ্রীমান্ এসে হাজির। একপার্শ্বে দাঁড়িয়ে শ্রীমানের শেষ অভিনয়টা দেখি। [একপার্শ্বে অবস্থান]

উদ্ভ্রান্তভাবে চিত্রাঙ্গদ রাজার প্রবেশ।

চিত্রাঙ্গদ। কে আছ, বিশ্ব-সংসারে পাপীর দণ্ডদাতা! এস—একবার এই মহাপাপী চিত্রাঙ্গদের কাছে এস; আমি মহাপাপী, আমার পাপের সীমা নাই; আমি ব্রহ্মহত্যা করেছি, নিজের পতিব্রতা পত্নীকে বিসর্জ্জন দিয়েছি, আমি নিজ পুত্রকে পথের কাঙ্গাল করেছি, আমি কামের বশীভূত হ'য়ে পিশাচী রমণীকে অঙ্কে স্থান দিয়েছি, আমি নিজের হাতে

আগুন জ্বেলে কোশল-রাজ্যকে ভস্মসাৎ করেছি—আর কি চাও! এমন পাপী আর কোথায়ও কেউ দেখ্‌তে পাবে না। এস—এস—কে দণ্ড-দাতা আছ—এস, মহাপাপীর দণ্ড বিধান কর, পাপের শাসন ক'রে জগৎকে শিক্ষা দান কর। আর সহ্য করতে পার্‌ছি না—পাপের অনল দাউ দাউ ক'রে আমার সর্ব্বাঙ্গে জ্ব'লে উঠেছে! অথচ মৃত্যু হচ্ছে না—পুড়ে পুড়ে জ্ব'লে জ্ব'লে অঙ্গার হ'য়ে যাচ্ছি, তবুও মৃত্যু আমাকে দেখা দিচ্ছে না! অনুতাপের লৌহ-শলাকা দিবানিশি আমার অন্তস্তলে বিদ্ধ হচ্ছে; তবু প্রাণ যাচ্ছে না। এ হ'তে কি আর কোনও যন্ত্রণা অধিক আছে? এক স্থানে স্থির হ'য়ে দাঁড়াবার সাধ্য নাই; যেখানে যাই, সেইখানেই যে পদতলে কণ্টক বিদ্ধ হচ্ছে; পৃথিবী যেন আমার ভার বহন করতে না পেরে আমাকে ফেলে দিতে চাচ্ছে। এরই নাম বুঝি জীবন্তে নরক-যন্ত্রণা। হায়! হায়! আগে বুঝি নাই—আগে সাবধান হই নাই—কারো উপদেশ গ্রাহ্য করি নাই; তখন মত্ত হ'য়ে কেবল সেই রাক্ষসী মোহিনীর মোহন-মন্ত্রে অন্ধ হয়েছিলেম, এখন সেই প্রতিফল ভোগ কর্‌ছি; এখন পরিত্রাহি পরিত্রাহি রবে চীৎকার কর্‌ছি, কেউ আমাকে এই ভীষণ যন্ত্রণা হ'তে রক্ষা কর্‌ছে না। নারায়ণ! অনন্ত! তোমায় ভুলে গিয়েই আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে। তুমিও আমায় ত্যাগ কলেছ? কিন্তু নরক-বারণ! আজ আবার বিষম নরক-যন্ত্রণায় অস্থির হ'য়ে তোমাকে ডাক্‌ছি, আমাকে এই মহানরক হ'তে উদ্ধার কর, তুমি ভিন্ন এ যন্ত্রণা শান্তি করতে পারে, এমন কেউ নাই।

গলিতকুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তা অন্ধ মোহিনীর প্রবেশ।

মোহিনী। [দুই হাতে হাতড়াইতে হাতড়াইতে] কেউ কাছে থাক্‌ত স'রে যাও, আমার গা দিয়ে দুর্গন্ধ বেরিয়েছে, গলিত কুষ্ঠ হ'তে কীট-রাশি বীড়্ বীড়্ ক'রে বেরুচ্ছে, কোনটা বা আবার মুখের মধ্যেই

প্রবেশ কর্‌ছে, অম্‌নি না দেখ্‌তে পেয়ে তাঁরে গিলে থাচ্ছি! মহারোগে চক্ষু দু'টী অন্ধ হয়েছে—কিছুই দেখ্‌বার সাধ্য নাই; উঃ-হু-হু-হুঁ! কি যে যন্ত্রণা ভোগ কর্‌ছি—তা' আমি বই আর কেউ জান্‌তে পাচ্ছে না! উঃ হু-হু-হু—এই স্থানটায় কে যেন তীর দিয়ে খোঁচা মার্‌ছে; অমন ক'রে না মেরে, একেবারে আমাকে মেরে ফেল্‌তে কেউ পারিস্‌নে? এমন বান্ধব কি আমার কেউ নেই রে? উঃ-হু-হু-হু! আর চল্‌তে পারিনে; কত কাল পেটে অন্ন-জল পড়েনি, তা' কেমন ক'রেই বা চলি?

উচিত। [মোহিনীকে দেখিয়া]

তাই ত বলি, কোথায় গেল—সাড়া শব্দ নাই।
টপ্‌ ক'রে যে উবে যাবে সে কথা ত নাই॥
জ্বল্‌তে হবে—পুড়্‌তে হবে—সইতে হবে ঢের।
শুধু এক জন্মে ত এত পাপের মিট্‌বে না'ক জের॥
আবার তেমনি ক'রে নারী সেজে আস্‌তে হবে ফের।
জন্মে জন্মে এমনি ক'রে মিট্‌বে কর্ম্মের ফের॥

চিত্রাঙ্গদ। কে তুমি, বীভৎসরূপিণী রমণি? তোমার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-চিহ্নে পূর্ণ, সেই সব ক্ষতস্থান হ'তে আবার অজস্রধারে ক্লেদ নির্গত হচ্ছে, কোন্‌ পাপে তোমার এমন দুর্দ্দশা হয়েছে, রমণি?

মোহিনী। কোন্‌ পাপে? বড় দুঃখে হাসালে তুমি! কোন্‌ পাপে? কয়টা পাপের নাম তুমি জান, বল ত? আমার গায়ে যতগুলি কীট দেখ্‌তে পাচ্ছ, ঠিক ততগুলি পাপ আমি করেছি। উঃ-হু-হু-হু বড় খোঁচা মারে গো—বড় খোঁচা মারে!

চিত্রাঙ্গদ। তোমা হ'তেও বোধ হয়, আমি মহাপাপী হ'ব; তা' হ'লে কি তোমার মত আমাকেও ঐরূপ ব্যাধিগ্রস্ত হ'য়ে থাক্‌তে হবে? ওঃ-হো-হো—সে কি ভীষণ যন্ত্রণা হবে!

মোহিনী। তুমি দেখ্‌ছি একজন মহাপাগল, নতুবা আমার পাপের সঙ্গে তোমার পাপের তুলনা কর্‌তে আস্‌বে কেন? আমার মত পাপী হ'লে কি এতক্ষণ এই মহারোগের হাত থেকে বাঁচ্‌তে পার্‌তে? কথনই না। আমার দেখ্‌ছ—চক্ষু নাই, তোমার এখনও আছে। আমার চক্ষু গেছে—কোন্ পাপে, তা' শুন্‌বে? একটী সোণার চাঁদের ঢল্‌ঢলে চোখ দুটী আমি নিজের হাতে বিষের কাঁটা বিঁধিয়ে দিয়ে অন্ধ ক'রে দিয়েছিলেম, সেই পাপে আমিও আজ অন্ধ! আর পেটে অন্ন নাই কেন জান? সেই অন্ধ ছেলেকে আর তার মাকে অন্ন বন্ধ ক'রে দিয়ে তাদের মেরে ফেল্‌ব ব'লে মনে করেছিলেম; সেই পাপে আমার অন্ন বন্ধ হয়েছে! আর এ কুষ্ঠ ব্যাধি কেন জান? একদিন আমি বড় সুন্দরী ছিলেম; সেই সৌন্দর্য্য দেখিয়ে একজন নিরীহ রাজাকে মাতিয়ে তুলেছিলেম, সে আমার রূপে, আমার কপট প্রেমে ম'জে, আমার উপদেশে তার পত্নী পুত্রকে রাজ্য থেকে দূর ক'রে তাড়িয়ে দেয়; আমার কথায় একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে হত্যা কর্‌তে আদেশ প্রদান করে, এমনি ক'রে আমার মন সেই রাজা দিনরাত যোগাত; কিন্তু আমি তারে কিছুমাত্র ভালবাসা দিইনি, সে তা' বুঝ্‌ত না। তার পর তার একজন সেনাপতিকে বড় সুন্দর দেখে তাকে উপপতি কর্‌তে কত চেষ্টা করি, কিন্তু সে পরম ধার্ম্মিক, সে আমার কথা শুন্‌লে না। সেই রাগে রাজার কাছে তার নামে মিথ্যে ক'রে ব'লে তাকে কেটে ফেল্‌বার হুকুম দিতে রাজাকে বলি, রাজা তাতেই স্বীকার করে; কিন্তু দৈবচক্রে সেনাপতি রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যায়, আমি প্রতিহিংসা-সাধনের জন্য ছুরি হাতে তার সন্ধানে বহুদিন পর্য্যন্ত ছুটেছি, কিন্তু দেখা পাইনি। রাজাকেও একদিন ছুরি মার্‌তে গিয়েছিলেম। সেই সব পাপের ফলেই আমার আজ কুষ্ঠব্যাধি। যে রূপের গর্ব্বে মাটীতে পা দিতেম না, আজ চেয়ে

দেখ, সেই রূপ আমার কি হ'য়ে গেছে! শুন্‌লে—আমার পাপের কথা?

চিত্রাঙ্গদ। চিনেছি তোমায়, তুমি সেই মোহিনী; তোমার আজ এই দশা!

মোহিনী। হাঁ, আমার আজ এই দশা! কথা শুনে তোমাকেও চিন্‌তে পারলেম, তুমি সেই রাজা; এখনও কি, রাজা, তোমার সেই মোহিনীকে পেতে সাধ আছে? এই দেখ, সেই মোহিনীর আজ কেমন রূপ খুলেছে!

উচিত। দেখ্‌তে ভাল, শুন্‌তে ভাল, শেষের দৃশ্যগুলি।
দেখ্‌লে শুন্‌লে এ সব দৃশ্য খোলে চোখের ঠুলি॥
সেই মোহিনী এমন হবে ভেবেছিল কে?
এখন দেখ দেখি, পাপের ফল্‌টা কেমন ফলেছে!
এ দেখেও কার চোখ ফোটে না, সেই দুঃখে ত মরি।
তবুও করে রূপের বড়াই এই সমস্ত নারী॥

চিত্রাঙ্গদ। মোহিনীর বীভৎস মূর্ত্তি দেখ্‌লে ভয়ে অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে!

মোহিনী। আমার দিকে চেয়ে কি অবাক্ হয়েছ, রাজা? এইরূপই রূপের পরিণাম—পাপের পরিণাম, এটা তখন বুঝ্‌তে পারিনি। তখন মনে করেছিলেম, মোহিনীর দিন বুঝি এমনি ভাবে হাস্‌তে হাস্‌তেই যাবে। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, তা'ত গেল না; এখন দেখ্‌ছি, পাপের ফল একটা আছেই, তার হাতে অব্যাহতি পাবার সাধ্য নাই। এই যে আমাকে এই ভাবে দেখ্‌ছ, এতেই কেবল শেষ হবে না; আরও ভোগ ভুগ্‌তে হবে, মরণ শীঘ্র হবে না—মরণের এখনও ঢের বাকী। যখন আমাকে দেখ্‌লে পশু পক্ষী পর্য্যন্ত ঘৃণায় স'রে যাবে, তখন আমার মৃত্যু হবে।

উচিত। ঠিক কথাই বলেছ, তোমার পাপের শাস্তি হ'তে এখনও অনেক বিলম্ব। এই কথাটা যদি তখন একবার মনে কর্‌তে, তখন একবার ভাব্‌তে তা' হ'লে আর আজ এমন দশায় পড়্‌তে হ'ত না।

চিত্রাঙ্গদ। মোহিনী বল্‌ছে, তার পাপের ফল ভোগ কর্‌া এখনও শেষ হয় নাই ; এ হ'তেও কি আরও শেষ ফল আছে নাকি ? তা' হ'লে ত আমার অনেক বাকী। উঃ—ভাব্‌তেও যে পারি না।

মোহিনী। যাও রাজা, অনুতাপের আগুন বুকে ক'রে এখন প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রস্তুত হওগে। তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে, আমার তাও নাই ! তোমার ত কোন দোষ ছিল না, তোমাকে ত আমিই নষ্ট করেছি ; তোমার সরল প্রাণে আমিই পাপের গরলধারা ঢেলে দিয়েছি। তোমার সোণার রাজ্য আমিই শ্মশান ক'রে দিয়েছি, আমার আর এ পাপের কোন প্রায়শ্চিত্তই নাই। ও হো—হো ! মনে পড়ে, সেইদিনের কথা, যেদিন বিজয়সিংহ আমাকে মাতৃসম্বোধন করেছিল, আর আমি তখনও তাকে প্রেম-সম্ভাষণ করেছিলেম। হো—হো—হো—জ্ব'লে যায় রে—জ্ব'লে যায় ! আর এখানে দাঁড়াতে পার্‌ছিনে, এখানে যেন আরও যন্ত্রণা ! হায় রে হায় ! ভগবানের রাজ্যে কি এমন একটু স্থান নাই, যেখানে গিয়ে মহা পাপিগণ একটু জুড়াতে পারে ! যদি কেউ জানিস্, তা' হ'লে ওবে—একবার আমাকে সেই স্থানটা দেখিয়ে দে রে—দেখিয়ে দে, আমি সেখানে এক মুহূর্ত্ত কাল গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। ওঃ হো—হো—হো—বড় জ্ব'লে যায় রে—বড় জ্ব'লে যায় ! সংসার ! আমায় দেখে তুই জ্ঞানলাভ কর্—আমার মত আর যেন কেউ এরূপ মহাপাপে ডুবিস্‌নে। ওঃ ! হো—হো—হো—বড় জ্ব'লে যায় রে—বড় জ্ব'লে যায় !

[প্রস্থান।]

উচিত। এই যে সবাই এতক্ষণ দেখ্‌লে, কিছু কি জ্ঞান লাভ কর্‌তে পার্‌লে? এখন থেকে উচিতের কথাগুলো একটু একটু শুনিস্। আমি তোদের বন্ধু লোক, আমার কথা শুন্‌লে শেষ ফলটা ভালই দাঁড়াবে। যাই—এখন আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি। [প্রস্থান।

চিত্রাঙ্গদ। মোহিনীর অবস্থা দেখে বুঝ্‌লেম, আমারও আর উদ্ধার নাই। এখন কি উপায় কর্‌লে এই যন্ত্রণার হাত হ'তে রক্ষা পেতে পারি? ভগবানকে ডাকি। না—তাও ডাক্‌বার আর আমার অধিকার নাই। এখন যদি একবার করুণার দেখা পেতেম, তা' হ'লে সে আমাকে হয় ত এ বিপদ্ হ'তে রক্ষা কর্‌তে পার্‌ত; সে সতী পতিব্রতা, তার ডাক্ অনন্তদেব না শুনে পার্‌তেন না; করুণা কোথায়? সে কি এতদিন জীবিতা আছে? সুধীরচন্দ্র কি এতদিন বেঁচে আছে? বিশ্বাস হয় না। হা করুণা! হা পতিব্রতা সতি! আজ এসে দেখে যাও, তোমার মহাপাপী পতি জীবন্তে কি ভীষণ নরক-যন্ত্রণা ভোগ কর্‌ছে! হা করুণা! যদি বেঁচে থাক ত, একবার দেখা দাও।

বিবেকের আবির্ভাব।

বিবেক।— গান।

ডাক রে ডাক রে তারে প্রাণভ'রে, জুড়াবে জুড়াবে এ ঘোর-যাতনা॥
সে যে দয়াময়, নহে নিরদয়, দেবে পদাশ্রয়, কিসের ভাবনা॥
তারই পদে কর আত্ম-সমর্পণ, তারই তত্ত্ব চিন্তা কর সর্ব্বক্ষণ,
দেখিবে তখন হবে শুভক্ষণ, পাপের লক্ষণ র'বে না র'বে না।
দয়া কর, হরি, দয়া কর মোরে, কেঁদে কেঁদে তারে বল উচ্চৈঃস্বরে,
দুখহারী হরি, দুঃখ ল'বে হরি', ডাক' 'হরি' 'হরি' পূরিবে বাসনা॥

[অন্তর্দ্ধান।

চিত্রাঙ্গদ। হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল! [প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

তপোবন।

বনবালাগণের প্রবেশ।

বনবালাগণ।— গান।

মোরা বনবালা, গাঁথি বনমালা, পরাব বনমালীর গলায়।
ভরি' ফুল-ডালি, বনফুল তুলি, দিব গো আমি সেই রাঙ্গা পায়॥
তুলসী-চন্দনে-চর্চ্চিত চরণে রুনু ঝুনু নূপুর বাজে,
পরা পীতধড়া, শিরে মোহন-চূড়া, ভালেতে অলকা রাজে,
মোহন মুরলী করে বনমালী অপরূপ-সাজে সাজে ;—
কল কল তানে, আকুল পরাণে, ধীরে ধীরে যমুনা বহিয়ে যায়।
একবার গাও রে বনের পাখী কৃষ্ণগুণ গান,
প্রেমে মাতোয়ারা, হ'য়ে আপন-হারা ধর রে মধুর তান,
নাচ শিখী শাখে, পরম পুলকে ভাসিয়ে যাইবে প্রাণ ;
প্রেমময় হরি, প্রেমের ভিখারী প্রেম-মূলে সেজে নিজে বিকায়॥

[প্রস্থান।

ফুলের সাজি হস্তে চন্দ্রাবতীর প্রবেশ।

চন্দ্রা। কৃষ্ণ! প্রেমময় কৃষ্ণ! পদ্মপলাশলোচন কৃষ্ণ! তোমার নামে যে এত মধু, আগে ত তা' জানি নাই, কৃষ্ণ! তোমার মধুর নাম নিলে যে প্রাণে এত আনন্দ আসে, তা'ত এতদিন জান্‌তে দাও নাই, কৃষ্ণ! তোমার নামে যখন এত মধু, এত সুধা, এত আনন্দ-লহরী, না জানি তোমার দর্শনে আরও কত মধু, আরও কত সুধা, আরও কত আনন্দলহরী! কৃষ্ণ—প্রাণকৃষ্ণ! দেখা কি পাব না? তোমার নাম-সুধা পান করেছি, তোমার রূপ-সুধা কি পান করতে পাব না? প্রেমময়!

তোমার প্রেম লাভ কর্‌তে পার্‌লে তার আর কোন কষ্টই থাকে না। তুমিই গতি, তুমিই মতি, তুমিই প্রাণপতি, তুমিই হৃদয়বল্লভ প্রাণেশ্বর! তুমিই মানস-সরোবরের প্রফুল্ল-শতদল, তুমিই প্রেম-পদ্মিনীর বিকাশকারী দিনমণি, তুমিই জীবন-নিশিথিনীর পূর্ণ-শশধর। তোমার কৌমুদী-সুধা পান কর্‌তে পার্‌লে আর ত কোন পিপাসাই থাকে না। কৃষ্ণ প্রাণময়! একবার প্রেমরূপে প্রাণের সঙ্গে এসে মিলিত হও। আমি তোমার প্রেম-স্পর্শে একবারে গ'লে যাই।

ছদ্ম মুনি-বালকবেশে অনন্তের প্রবেশ।

অনন্ত। কে গো তুমি এখানে দাঁড়িয়ে 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' ব'লে ডাক্‌ছ? কেন, কৃষ্ণ বুঝি তোমার কেউ আপনার লোক হবে? নইলে তাকে অত ভালবেসে ডাক্‌বে কেন? কেন, আমাকে একটু ভালবাস না গা! আমি ভালবাসা খুঁজে বেড়াই; যেখানে ভালবাসার কথা শুন্‌তে পাই, সেইখানে গিয়ে উপস্থিত হই। তাই তোমার এখানে ছুটে এসেছি, তুমি আমাকে একটু ভালবাস না গা।

চন্দ্রা। [স্বগত] আহা, কেমন সুন্দর ছেলেটী! দেখ্‌লে চোখ জুড়িয়ে যায়—যথার্থই যেন ভালবাস্‌তে ইচ্ছা করে।

অনন্ত। একটুকু কথাও বল্‌লে না! আমাকে বুঝি তোমার ভাল-বাস্‌তে ইচ্ছা করে না? আমি বুঝি দেখ্‌তে খুব কাল, তাই আমার উপরে তোমার মন আস্‌ছে না? তোমার কৃষ্ণ বুঝি খুব সুন্দর, তাই তার উপর বুঝি তোমার খুব মায়া?

চন্দ্রা। বালক! তোমাকে দেখ্‌লে ত তোমাকে খুব ভালবাস্‌তে সাধ করে। তোমাকে দেখ্‌তেও বেশ সুন্দর, তোমার কথাগুলিও বেশ মিষ্টি!

অনন্ত। তা' আর হবে না! আমায় যে গয়লারা ভালবেসে খুব সর-নবনী খেতে দেয়, তাই ত আমার স্বর এত মিষ্টি আছে। আমাকে তুমি ভালবেসে কি খেতে দেবে?

চন্দ্রা। আমার কি আছে যে, তাই তোমারে দেবো? আমার যে কিছুই নাই, আমি যে ভিখারিণী, বালক।

অনন্ত। তবে তোমার ভালবাসার কৃষ্ণকে কি খেতে দিয়ে থাক?

চন্দ্রা। কৃষ্ণ ত কাছে আসে না, দেখা দেয় না, তাই তাকে খেতেও দিতে হয় না।

অনন্ত। কেন কৃষ্ণ তোমার কাছে আসে না, দেখা দেয় না?

চন্দ্রা। তিনি যে দেবতা। ডাক্‌লেই কি অমনি দেখা পাওয়া যায়?

অনন্ত। সে তবে কেমন ধারা দেবতা? যাকে ডাক্‌লেও দেখা পাওয়া যায় না, সে কি রকম আপনার লোক? তবে তাকে তুমি অত ক'রে ডাক' কেন?

চন্দ্রা। যদি কোন দিন দেখা পাই।

অনন্ত। তা' আমাকে তুমি ভালবেসে ডেকো, আমি এসে এসে তোমায় দেখা দিয়ে যাব। কেন, তাতে বুঝি তোমার সুখ হবে না!

চন্দ্রা। আহা, কি সরল প্রাণ! কৃষ্ণ যে কে, তাও এখনো জানে না!

অনন্ত। কৈ, আমার কথার উত্তর দিলে না যে? আমায় যদি তুমি খুব ভালবাস, তা' হ'লে আমি তোমাকে এসে এসে দেখা দেবো; আর আমি কেমন খাসা বাঁশী বাজাতে পারি, সেই বাঁশী বাজিয়ে তোমায় শুনিয়ে যাব। তোমার কৃষ্ণ কি আমার মতন বাঁশী বাজাতে পারে? তা' আর হ'তে হয় না!

চন্দ্রা। তিনি যে বংশীবদন, বংশী বাজান্ ব'লেই ত ঐ নাম হয়েছে।

অনন্ত। তা' হ'ক্, আমার মত সে কিছুতেই বাজাতে পারে না। আমি আবার খাসা খাসা গানও গাইতে পারি; এই দেখ, তোমাকে কেমন একটা গান ক'রে শুনাই। শুন্‌লে তুমি আমাকে ভাল না বেসে থাক্‌তে পার্‌বে না।

অনন্ত।—

গান।

ওগো, আমি বড় ভালবাসার কাঙ্গাল গো, ভালবাসার কাঙ্গাল।
আমায় কাঙ্গাল ব'লে ভালবাসনা, ওগো তোরা যে বড় দয়াল॥
আমায় একটু কোলে নে গো, আমায় একটু কোলে নে,
আদর ক'রে গায়ে একটু হাত বুলিয়ে দে,
আমি আদর নইলে যে থাকৃতে নারি, আমি যে আদুরে গোপাল।
আমার এমনি বাঁশীর তান, ওগো এমনি বাঁশীর তান,
সে বাঁশী শুনলে উদাস হ'য়ে যায় গো সবার প্রাণ,
বেড়াই আনন্দে আনন্দ ক'রে, নাম যে আমার আনন্দ-দুলাল॥

[প্রস্থান।

চন্দ্রা। [চক্ষু মুদিয়া] আহা, কি শুন্‌লেম রে—কি শুন্‌লেম! এ গান শুনে যে পাগল হ'য়ে গেলেম রে—পাগল হ'য়ে গেলেম! কৈ কৃষ্ণ, কোথা গেলে? পাগল ক'রে কোথায় চ'লে গেলে? দেখা দিয়ে কোথায় লুকালে? [ধ্যাননিমগ্ন]

গীতকণ্ঠে বনবালাগণের প্রবেশ।

বনবালাগণ।—

গান।

দেখা দিয়ে ঐ লুকাল বনের বনমালী।
নাচ্‌তে নাচ্‌তে পালিয়ে গেল বাজিয়ে মুরলী॥
কই কৃষ্ণ প্রাণসখা, কোথা গেলে দিয়ে দেখা,
একবার তেমনি ক'রে নাচ দেখি রে দিয়ে করতালি॥

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

বন-প্রদেশ—বধ্যভূমি।

সুধীরকে বন্ধন করিয়া পাপানুচরের প্রবেশ।

সুধীর।—

গান।

কোথা মা, কোথা মা, কাঙ্গালিনী মা আমার!
জন্মের মত তোমায় ফেলে কাঙ্গাল ছেলে চল্‌ল তোমার॥
মাগো মোরে হ'য়ে হারা, হ'বি যে তুই জ্ঞানহারা,
তোর কেঁদে কেঁদে নয়ন-তারা ঝর্‌বে ধারা শতধারা।
ছিলি মাগো রাজরাণী, হ'লি শেষে ভিখারিণী,
আবার হারা হ'য়ে নয়নমণি, কর্‌বি মাগো হাহাকার॥
(মা আমার—মা আমার—মা আমার—মা আমার!)

অনুচর। মরণ-কান্না খুব কেঁদেছিস্! এখন চল্, দেখ্‌বি—একটী কোপেই ঘাড় মাথাটা কেমন দু' ভাগ ক'রে দেবো।

সুধীর। আমাকে কেটে তোমাদের কি লাভ হবে, বল ত।

অনুচর। কিছু লাভ না থাক্‌লে কি আর এত কষ্ট ক'রে তোকে কাট্‌তে এনেছি; তুই যে একজন আমাদের প্রধান শত্রু।

সুধীর। আমি তোমাদের শত্রু! কেমন ক'রে তোমাদের শত্রুতা করব? আমি নিজে অন্ধ, আমার মাও কাঙ্গালিনী বনবাসিনী, আমরা কিসে তোমার শত্রু হলেম?

অনুচর। ঐ ত কথা! আমাদের রাজা হচ্ছেন—যুগপতি দ্বাপর; তার অধিকার কালে তোর পিতা অনন্তব্রত ক'রে পৃথিবীকে সত্যযুগে

পরিণত ক'রে রেখেছিল ; তাই যুগপতি দ্বাপর তার যুগ-ধর্ম্ম নষ্ট হয় দেখে ক্রুদ্ধ হ'য়ে পৃথিবী হ'তে অনন্তব্রত যা'তে উঠে যায়, তার চেষ্টা কর্ছেন। তোর পিতাকে সে ব্রত হ'তে নিবৃত্ত কবান হয়েছে ; এখন বাকী আছে তোর মা, তাই তোকে বধ ক'রে ফেল্‌লে সেই শোকে তোর মাও সেই ব্রত ভঙ্গ ক'রে ফেল্‌বে। সেইজন্য তোকে আজ বলিদান কর্‌ব। আমি হচ্ছি—মহাবীর পাপের অনুচর, আমিই তোকে চুরি ক'রে এনেছি, স্বয়ং পাপ এসে তোর মস্তক ছেদন কর্‌বেন, বুঝ্‌লি ত ?

সুধীর। তুমি পাপের অনুচর ? আমাকে বধ কর্‌তে দ্বাপরদেব তোমাদের পাঠিয়েছেন ? হায়। দেবতাও আমাদের উপর নির্দ্দয় ! ভাগ্য যখন মন্দ হয়, তখন সকলেই বিমুখ হ'ন।

খড়্গহস্তে দস্যুবেশে পাপের প্রবেশ।

পাপ। এই যে ছোঁড়াটাকে নিয়ে এসেছিস্, আমিও খাঁড়া নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। এইবার শেষ ক'রে ফেল্‌ব।

সুধীর। কে তুমি খাঁড়া নিয়ে এসেছ, বল্‌ছ ? তুমিই তা' হ'লে আমাকে বধ কর্‌বে ?

পাপ। হাঁ, আমিই তোকে নিকেশ্ কর্‌ব।

সুধীর। দেখ, আমি হাতযোড় ক'রে বল্‌ছি, আমাকে তোমরা মেরো না। দেখ, আমরা বড় দুঃখী, আমাদের দুঃখ দেখে পশু পক্ষী পর্য্যন্ত কাঁদে, আর তোমরা একটু দয়া কর্‌বে না ! আমি ম'লে আমার দুঃখিনী মাও আমার শোকে মারা যাবে। ও গো ! আমার মায়ের এক আমি বই যে আর কেউ নাই !

পাপ। তাই ত আমরা চাই। তোরা দুটো মর্‌লেই আমাদের শত্রু নিপাত হয়। তোদের দুটোর জন্যই ত আমরা সংসারে ভাল ক'রে দাঁড়াতে পার্‌ছিনে।

সুধীর। তবে যখন আমাকে তোমরা নিশ্চয় মারবেই, তখন একটু অপেক্ষা কর, আমি একবার প্রাণ ভ'রে সেই হরিকে ডেকে নিই।

পাপ। কিন্তু মনে মনে ডাক্‌বি। চেঁচিয়ে ডাকতে পার্‌বিনে।

সুধীর।—[করযোড়ে]

গান।

অন্তকালে একবার দেখা দাও অনন্ত।
তোমার নাম ক'রে, আজ দেখ এসে ঘটিল প্রাণ অন্ত॥
যে নামে মরণ হবে, সেই নামে তার প্রাণ হরে,
আজ প্রাণ গেল হে পাপের করে, এসে কর হে মরণান্ত।
কোথা রইলে বিপদবারী, তার' হে বিপদ বারি,
তরিতে বিপদে তরী—তোমার ঐ শ্রীপদ প্রান্ত॥

সহসা বালকবেশী অনন্তের প্রবেশ।

অনন্ত।—

গান।

আমি এসেছি—এসেছি—আর তুই কাঁদিস্‌নে।
তোরে বাঁচাতে এসেছি ভাই রে, বাঁচাব তায় ভাবিস্‌ নে॥

[পাপের প্রতি]

আহা এ মুখ হেরিলে, পাষাণ যায় গ'লে, কেমনে এরে বধিবে,
এ যে ননীর পুতুলী, কুসুমের কলি, গলিয়ে ঝরিয়ে পড়িবে,
(ওরে দয়া কি হয় না তোদের) (এমন ঢলঢল মুখখানি দেখে)
হারে রে পাষাণ, কঠিন পরাণ, দয়ামায়ার ধার কি কভু ধারিস্‌ নে॥

সুধীর। কে? কে? ঠিক অনন্ত দাদার মত স্বর; অনন্ত দাদা, অনন্ত দাদা এসেছ? তোমার সুধীর মরণ দেখ্‌তে কি এলে, দাদা? এতদিন তবে কোথায় ছিলে, অনন্ত দাদা?

অনন্ত। কেন ভাই, এতদিন তোমাদেরি খুঁজে বেড়িয়েছি; এতদিন কোথায়ও তোমাদের খোঁজ পাইনি। আমার রাণী-মা কি বেঁচে আছেন?

সুধীর। এতক্ষণ আছেন কি না, তা' ত বল্‌তে পারছি না। আমাকে এই দস্যুরা যখন চোখ মুখ বেঁধে চুরি ক'রে আনে, তখন মা ভিক্ষায় গিয়েছিলেন। তার পর কুটীরে এসে আমাকে দেখ্‌তে না পেয়ে যে, মা আমার কি ভাবে আছেন, তা' ত বুঝ্‌তেই পারছ, অনন্ত দাদা! তা' এখন এক কাজ কর, অনন্ত দাদা; যখন এসে দেখা দিয়েছ, তখন তোমাকে সেটি করতেই হবে। আমাকে ত এরা কেটে ফেল্‌বে, এদের হাতে আমার আর কিছুতেই রক্ষা নাই; আমরা অনন্তদেবের নাম করি ব'লে এরা আমাকে কাট্‌তে এনেছে। সেই অনন্তদেবকেও কেঁদে কেঁদে অনেক ডেকেছি, কিন্তু কিছুতেই তাঁর দয়া হ'ল না; তাই, দাদা! এই মরণ সময়ে তোমার হাত দু'খানি ধ'রে আমি ব'লে যাচ্ছি, আমার এই অন্তিম-প্রার্থনাটী পালন কর, দাদা, কথাটি রেখো।

গান।

আমার কাঙ্গালিনী মা যদি থাকে গো বাঁচিয়া, তবে তার কাছে একবার যেও।
আমার মরণ শুনিলে পড়িবে ঢলিয়ে, তখন মায়ের কাছে তুমি থাকিও।
(মায়ে বুঝাইও) (নানা প্রবোধ দিয়ে) (তুমি বুঝালে মা বুঝ্‌বে ভাল)
যদি অনাহারে মা প্রাণ পরিহরে, তা' হ'লে এই ক'রো,
একবার মা, মা, ব'লে, নিজ হাতে ক'রে তার মুখে খাবার দিও।
(তবে খাবে মা) (তোমার মুখে মা বোল্‌ শুন্‌লে) (মা যে তোমায় বড় ভালবাসে)
যদি সাগরের জলে ঝাঁপ দিতে যায়, তখন হাত ধ'রে মাকে রাখিও।
(দেখো ভুল না) (আমার কথা যেন) (আমার অন্তিম কালের শেষকথা এই)
আর কি জানাব ব্যথা, মরমের কথা মরমে রহিল গাঁথা,
তোমায় আমায় এই শেষ দেখা—আর ত হবে না, দাদা;
(গাঁথা র'ইল গো) (দাদা গো) (আমার মনে মনে) (সব মনের ব্যথা মনের কথা)
এখন প্রাণান্ত হ'লে, হরি হরি ব'লে, আমায় গঙ্গার জলে ভাসিও।
(ভেসে চ'লে যাব) (সেই গঙ্গার জলে ভেসে ভেসে)
(সেই অন্তের অন্তরঙ্গ অনন্তের কোলে ভেসে যাব)

পাপ। ওরে ছোঁড়া! এখন তোর ঐ ন্যাকা কান্না রেখে দে। আর দেরী করতে পারিনে। [খড়্গ উত্তোলন]

অনন্ত। [করযোড়ে] ও গো—ও গো—তুমি মেরো না! আমি তোমায় মিনতি ক'রে বল্‌ছি, আমার সুধুকে তুমি মের না; আমার সুধুকে রেখে, না হয় আমাকে তুমি মেরে ফেল।

পাপ। এ হতভাগা ছোঁড়া আবার কোত্থেকে এসে জুট্‌ল রে! ওরে ছোঁড়া, তুই এখান থেকে স'রে যা, নইলে তোকেও সাবাড় করব।

অনন্ত। তাই কর গো, তাই কর। আমার সুধুকে কিছু ব'লো না, সুধুকে তোমরা ছেড়ে দাও।

পাপ। এই দেখ্‌, তোর সুধুকে কেমন ছেড়ে দিচ্ছি!

[খড়্গাঘাত করিতে উদ্যত]

অনন্ত। [সুধীরকে পশ্চাদ্দিক্ হইতে জড়াইয়া ধরিয়া] এই আমি সুধুকে জড়িয়ে ধর্‌লেম, আমাকে বধ না ক'রে সুধুকে বধ করতে পারবে না।

পাপ। থাক্—তবে ঐ ভাবে, এক সঙ্গে দু'টাকেই শেষ করি।

[সুধীরকে বারংবার খড়্গাঘাত]

সুধীর। হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

পাপ। এ কি রে! এত জোরে কোপ্ মার্‌ছি, তবুও কাট্‌ছে না কেন রে? এ নতুন ছোঁড়াটা কি কিছু মন্ত্র-তন্ত্র ঝাড়্‌ল নাকি রে? না গলাটা লোহার পাত দিয়ে জড়িয়ে রেখেছে নাকি! আচ্ছা, এইবার—[সজোরে আঘাত করন]

তরবারী হস্তে বেগে বিজয়সিংহের প্রবেশ।

বিজয়। কে রে! সাবধান!

পাপ। এ আবার কে এল রে, বাবা!

বিজয়। [পাপের খড়্গ ধরিয়া] এখনি খড়্গ পরিত্যাগ ক'র, নতুবা এখনি এই তরবারী দ্বারা তোর মস্তক ছেদন কর্‌ব।

অনুচর। বাবা! গতিক দেখ্‌ছি ভাল নয়—এইবার পিট্টান মারি।

[প্রস্থান।

পাপ। আয় তবে, আগে তোর আস্ফালনটা শেষ করি।

[উভয়ের যুদ্ধ ও পাপের পলায়ন, অনন্তের অন্তর্দ্ধান।

বিজয়। আর ভয় নাই, সুধীর! দস্যু পলায়ন করেছে। এস, তোমার হাতের বাঁধন খুলে দিই। [বন্ধনমোচন]

সুধীর। কে তুমি! বিজয় কাকা! আমাকে রক্ষা কর্‌লে? অনন্ত দাদাকে কিছু ব'লেনি ত?

বিজয়। কৈ! অনন্তকে ত আমি এসে এখানে দেখ্‌তে পাইনি।

সুধীর। এই যে এতক্ষণ আমায় জড়িয়ে ধ'রে দাঁড়িয়ে ছিল, এর মধ্যে তবে কোথা গেল! বিজয় কাকা! তুমি কেমন আছ? বাবা কেমন আছেন, বিজয় কাকা?

বিজয়। এস এখন, কুমার, আমার কোলে এস। আগে মহারাণীর কাছে তোমায় নিয়ে যাই, শেষে সব বল্‌ব।

সুধীর। চল যাই, বিজয় কাকা, মা এতক্ষণ আছেন কিনা দেখিগে।

[বিজয়ের কোলে উঠিয়া প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

দ্বাপর-ভবন।

উদ্‌ভ্রান্ত দ্বাপরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ত্রিশূল করে বিষ্ণুদূতের প্রবেশ।

দ্বাপর। রক্ষা কর—রক্ষা কর—ঐ ভীষণ ত্রিশূল সম্বরণ কর, নতুবা এখনি প্রাণ যাবে!

বিষ্ণুদূত। আরে আরে, মতিচ্ছন্ন দ্বাপর! আজ তোর আর কিছুতেই রক্ষা নাই; আজ এই বিষ্ণুদূতের করে তোর জীবন বিসর্জ্জন দিতে হবে। [আক্রমণ]

দ্বাপর। [চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ] কোথা যাই! কোথা যাই! কোথায় পলাই?

বিষ্ণুদূত। কোথায় গিয়েও তোর পরিত্রাণ নাই। তুই বিষ্ণুভক্ত-গণকে নির্য্যাতন করেছিস্, তুই অনন্ত-সেবক রাজা চিত্রাঙ্গদকে পাপাচারী ক'রে রাজ্যভ্রষ্ট করেছিস্, তুই হরিভক্ত বালক সুধীরকে হত্যা কর্‌বার জন্য চেষ্টা করেছিস্, তুই কোশল-রাজ্যকে পাপের রাজ্য ক'রে ছেড়েছিস্, এতদিন তোর সব অত্যাচার আমরা নীরবে সহ্য করেছি, কিন্তু আর পার্‌লেম না—আর হরিভক্তের দুঃখ দেখে থাক্‌তে পার্‌লেম না, তাই আজ এই বিষ্ণুকিঙ্কর সংহারক শূলহস্তে তোকে বধ কর্‌বে ব'লে ছুটে এসেছে। বিষ্ণুদ্বেষী পাষণ্ড দ্বাপর! এইবার কৃত কর্ম্মের প্রতিফল ভোগ কর। [ত্রিশূলাঘাত করিতে উদ্যত]

দ্বাপর। মধুসূদন! রক্ষা কর, মধুসূদন! রক্ষা কর, আমি মোহবশে তোমার ভক্তগণকে কষ্ট দিয়েছি, তোমার পদে শত শত অপরাধ করেছি; দয়াময়! এখন আমাকে দয়া ক'রে রক্ষা কর, নতুবা তোমার কিঙ্কর করে প্রাণ যায়।

উচিতের প্রবেশ।

উচিত। বাবা! মজাটা এখন একবার দেখে নাও; ঠিক হ'য়েছে! নিজের ওজনটা, বাবা! বুঝে চল্‌তে জান্‌নে না! তুচ্ছ পতঙ্গ হ'য়ে জ্বলন্ত বহ্নির সম্মুখে ধৃষ্টতা প্রকাশ কর্‌তে গিয়েছিলে! ক্ষুদ্র ভেক হ'য়ে সাপের লেজ ধ'রে টানাটানি করতে গিয়েছিলে! যেমন কর্ম্ম, এখন তার দশাটা ভুগে নাও। সেই দুর্ব্বুদ্ধি যে দিন এসে তোমার ঘাড়ে চেপে বসেছিল, সেইদিনের আস্ফালনটার কথা একবার স্মরণ কর ত, বাছাধন! তখন দেখি লম্ফের চোটে ব্রহ্মাণ্ড ফাটিয়ে তুল্‌ছিলে; সেদিন ত এই উচিত এসে সাবধান ক'রে গিয়েছিল; তখন দেখি, এই উচিতের প্রাণটা নিতে পার্‌লেও বাঁচ। এখন? বলি, এখন?

দ্বাপর। এইবার শিক্ষালাভ হ'য়েছে, এইবার অন্ধের জ্ঞানচক্ষুঃ ফুটেছে, আর কখন কুপথে পদার্পণ কর্‌ব না।

উচিত। বাবা, এইবার দেখ্‌ছ কেমন মজা!

পুড়িয়ে লোহা দিলে ছু' ঘা বাঁকা হয় সোজা॥
কায়দা পেলে এ সংসারে সবাই হয় গরম।
আবার কায়দায় পড়্‌লে, যাদুমণি, সবাই এম্‌নি নরম॥
যেমন, বিষের দাঁত ভেঙ্গে দিলে সর্প কেঁচো হ'ন্।
কোথায় যায় সেই ফোঁস্‌ফোঁসানি, মাটীর তলে র'ন্॥
এম্‌নি বাবা, রকমখানা দেখ্‌তে সবার পাই।
আগাগোড়া ভেবে কাজটা কারুর করা নাই॥

বিষ্ণুদূত। যে মুখে তুই অনন্তব্রত ভঙ্গ কর্‌বার ষড়যন্ত্র করেছিস্, আজ তোর সেই মুখ মহা নিরয়ে নিমগ্ন কর্‌ব।

দ্বাপর। করযোড়ে প্রার্থনা কর্‌ছি, তুমি আমাকে নরকে ডুবিও না। তুমি এইবার আমাকে একবার রক্ষা কর।

বিষ্ণুদূত। আবার পাপমুখে বাক্য উচ্চারণ? নারকি! এইবার তোকে সংহার কর্‌ব। [শূল উত্তোলন করিয়া তাড়না]

দ্বাপর। [সভয়ে] পরিত্রাহি! পরিত্রাহি! নারায়ণ! নারায়ণ!

[বেগে পলায়ন ও তৎপশ্চাৎ বিষ্ণু কিঙ্করের প্রস্থান।

উচিত। যাই, পিছু পিছু গিয়ে শেষফলটা দেখি।

[নিষ্ক্রান্ত।

নবম দৃশ্য।

বন-কুটীর প্রাঙ্গণ।

শোকাকুলা করুণার হস্ত ধরিয়া দুলালীর প্রবেশ।

করুণা। দুলালী রে, কৈ মা, আমার সুধীরকে ত খুঁজে এনে দিলিনে। আজ যে আমার অনন্তচতুর্দ্দশীর ব্রত, সুধীর কাছে না থাক্‌লে ত আমার ব্রত-পূজা হবে না, মা! সে যে আমার কত নাচ্‌বে গাইবে, মা! নিয়ে আয়—নিয়ে আয়—দুলালী রে, সুধুকে আমার একবার খুঁজে নিয়ে আয়! বাবা আমার, আজ চারদিন কুটীরে নাই, তুই তাকে একবার খুঁজ্‌তেও গেলিনে; এই বুঝি সুধুকে তোর ভালবাসা?

দুলালী। হামি যে আজ চারদিন, চার রাত্তির সারা বোন্‌-জোঙ্গল সুধুয়াকে হামার খুঁজিয়েছি, রে মায়ী; কোথাও ত সুধুয়া হামার মিল্‌ল না, মায়ী। হামার সুধুয়ারে তবে কে চুরি করিয়ে লইয়ে গেল রে, মায়ী? ওরে হামার সুধুয়া ভাই রে! ওরে হামার সুধুয়া ভাই রে!

করুণা। ঐ যে তোর ডাকের সাড়া দিচ্ছে, যা—যা—দুলালি, শীঘ্র গিয়ে আমার সুধীরকে তুই হাত ধ'রে নিয়ে আয়। সে যে আমার চোখে দেখ্‌তে পায় না; তারে কি অমন একলাটী এই গভীর বনের মাঝে ছেড়ে দিতে হয় রে, মা? তোর কিছুমাত্র ভয় নেই। যদি বাবা আমার বাঘ ভালুকের মুখে পড়ে, তা' হ'লে বল ত, কি উপায় হবে? তখন তুই কি করবি, মা?

দুলালী। বাঘের মুখে ভালুকের মুখে পড়্‌লে দুলালী কাঁড়বাশ নিয়ে তাহাদের সাথে লড়াই কবিয়ে হামার সুধুয়া ভাইকে বাঁচিয়ে নিয়ে আস্‌ত। সে সুধুয়া ত হামার বাঘ ভালুকের মুখে পড়ে নাই, মায়ী; তাহারে হামার কোন্ দস্যিতে চুরি করিয়ে লিয়েছে, মায়ী!

করুণা। দেখ্‌ছিস্, দুলালি, সুধু আমার রাঙ্গাচেলীর জোড় প'রে নাচ্‌তে নাচ্‌তে অনন্তপূজা দেখ্‌তে এসেছে! আর ঐ দেখ্, বাবার আমার অন্ধ চক্ষু ভাল হ'য়ে গেছে! অনন্তদেব আমার সুধীরের চক্ষুতে পদ্মহস্ত বুলিয়ে দিয়েছেন, তাই চক্ষু সেরে গেছে!

দুলালী। কোথায়, মায়ী? সুধুয়া ভাই ত হামার আসে নাই, তু ও কি বল্‌ছিস্, রে মায়ী? তু পাগল হইয়েছিস্।

করুণা। সবাই মিলে যে আমায় পাগল ক'রে দিয়েছে, মা! আমি যে সকলের শত্রু, তাই আমারে সকলে এমনি ক'রে এসে পাগল ক'রে দেয়। আমার সুধীর এলে তাকে ব'লে দেবো, আর সকলকে তাড়িয়ে দেবে। [চমকিয়া] অঁ্যা! ও কে কথা কয় রে, দুলালি! মহারাজ বুঝি? তুই একখানা রাজসিংহাসন নিয়ে আয় ত, মহারাজকে যে বস্‌তে দিতে হবে! রাজসিংহাসন না হ'লে ত মহারাজ এ ভাঙ্গা কুঁড়ের মাটীর উপর বস্‌তে পার্‌বেন না। আজ অনন্ত-চতুর্দ্দশী কিনা, তাই সেই ব্রত পালন কর্‌তে মহারাজ এখানে এসেছেন। আমি স'রে যাই, তোরা এখানে ব'সে থাক্। আমি এখানে থাক্‌লে মহারাজ ত এখানে দাঁড়াবেন না—এ পাপীর ছায়া দেখ্‌লে যে তাঁর অমঙ্গল হবে! দেখ্‌ছিস্‌নে, আমার চোখ দুটো কিরূপ সর্ব্বনেশে? যে দিকে চাইব, সেইদিকেই আগুন লাগ্‌বে! সুধীরের দিকে চেয়েছি—আর যাদুর অমনি চক্ষু অন্ধ হ'য়ে গেছে; রাজ্যের দিকে চেয়েছি, অমনি সোণার রাজ্য শ্মশান হ'য়ে গেছে! এমন সর্ব্বনেশে চক্ষু আমার! দে ত দুলালি! আমার চক্ষু দুটো লোহার

শলা বিঁধিয়ে দিয়ে অন্ধ ক'রে দে ত? আমার বাবা অন্ধ হয়েছে, আর আমি পোড়াকপালী চোখ নিয়ে বেঁচে থাক্‌ব? আজই এই সর্ব্বনেশে কাল্ চোখ দুটো নষ্ট ক'রে ফেল্‌ব।

[কাঁটা দিয়া চক্ষু বিদ্ধ করিতে উদ্যত]

দুলালী। [হাত ধরিয়া] কি করিস্, মায়ী, এ তু কি করিস্?

করুণা। সুধু আমার কিছু চোখে দেখ্‌তে পায় না, আর আমি বুঝি সব দেখ্‌ব? তা' কখনই হবে না। তুই আমার হাত ছেড়ে দে—আমার চক্ষু দুটো উপ্‌ড়ে ফেলি। [নিজ চক্ষুর্দ্বয় বিদ্ধ করিয়া] এইবার ঠিক হয়েছে। এইবার আমার পাপের শাস্তি হয়েছে! হাঃ—হাঃ—হাঃ—[হাস্য]

দুলালী। মায়ী হামার অন্ধ হইয়ে গেল রে—অন্ধ হইয়ে গেল! আ—হা—হা—সুধুয়া ভাই রে! একবার আসিয়ে দেখিয়ে যা, তুহার তবে মায়ী হামার, পাগল হইয়ে নিজের আঁখ নিজের হাতে তুলিয়ে ফেলিয়েছে রে!

করুণা। [ক্রোধভরে] চুপ কর্, আমার সুধীরকে তোরা কেউ ডাক্‌তে পার্‌বিনে। আমি আমার হারানিধিকে কতক্ষণ পরে কুড়িয়ে পেয়ে অঞ্চলের মধ্যে যত্ন ক'রে রেখে দিয়েছি, আর তোরা কেবল ডেকে বাবাকে আমার নিয়ে পালিয়ে যেতে চাস্! সুধু তোদের কে? সুধু যে আমার ছেলে, আমি দশ মাস গর্ভে ধরেছি, আমি লালন-পালন করেছি; তোরা কে? তোরা কেন দল বেঁধে আমার সুধীরকে কেড়ে নিতে এসেছিস্? না, তা' কিছুতেই দিতে দেবো না, আমি বাবাকে বুকের মধ্যে চেপে রেখেছি, কিছুতেই ছাড়িয়ে নিতে পার্‌বিনে। তবু যে সব এই দিকে এগুচ্ছিস্? ও কি! ও কি বার কর্‌ছিস্? ছুরি! কেন, ছুরিতে কি হবে? ও কি, ছুরি উঁচু কর্‌লি যে! [চীৎকারপূর্ব্বক

ওগো! ওগো! সর্ব্বনাশ ক'র্লে—ক'র্লে, আমার সুধীরের বুকে ছুরি বসিয়ে দিলে! হায়! হায়! হায়!

দুলালী। কৈ, কেউ ত ছুরি নিয়ে আসে নাই, মায়ী! কেন তবে অমন ক্‌বিয়ে উঠ্‌লি?

করুণা। ওরে দেখ্ রে দেখ্—সকলে, আমার সুধীর ছট্‌ফট্ ক'র্ছে। বারবার আমার বুক থেকে তীরের মত রক্তধারা ছুটে বেরুচ্ছে। আ—হা—হা—রে! ওরে আমার সুধীর রে, কোথায় গেলি, বাবা। তোর কাঙ্গালিনী মাকে ফেলে কোথায় গেলি, যাদু! ওরে, একবার আয়, একবার তোর দুঃখিনী মায়ের কোলে এসে চাঁদমুখে 'মা' 'মা' ব'লে ডেকে যা।

দুলালী। [করুণার চক্ষু মুছাইয়া] আর কাঁদিস্ না রে, কাঁদিস্ না, সুধুয়া তুহার এখনি চলিয়ে আসিবে, এখনি আসিয়ে তুহারে মা বলিয়ে ডাক্‌বে, তুঁ আর কান্না করিস্ না, মায়ী!

করুণা। কৈ দুলালি, বাছা আমার এখন ত ফিরে এলো না। এখন ত সুধীর এসে আমায় 'মা' ব'লে গলা জড়িয়ে ধর্‌লে না। তবে কি হ'ল রে—কি হ'ল! সুধীর আমার কোথায় গেল? ওরে রে নিষ্ঠুর আমার অন্ধের যষ্টিগাছিরে অন্ধের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে গেলি রে? ওরে, কে আমার এই ভাঙ্গা বুকে কুড়ুল মেরে আমার বুকের মাণিক জীবনধন সুধীরচন্দ্রকে চুরি ক'রে নিয়ে গেলি রে। ওরে, আর যে আমার 'মা' ব'লে ডাক্‌বার কেউ নাই রে! হায়! হায়! হায়! কোথায় যাই? কোন্ পথে যাই? কোন্ পথে গেলে আমার বাছার মুখ্‌খানা একবার দেখ্‌তে পাই? ওগো! ওগো! তরুলতা, বন-বিহঙ্গ! তোমরা একবার এই অভাগিনীর প্রতি কৃপা ক'রে ব'লে দাও গো—ব'লে দাও, আমার সুধীরচন্দ্র কোন্ পথে গেল? হে

চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, আকাশ! তোমরা একবারটী ব'লে দাও গো, আমার সুধীরচাঁদ কোন্ পথে গেল? ঐ যে—ঐ যে, বাবা আমার, অভিমান ক'রে একলাটী পালিয়ে যাচ্ছে; যাই—পিছু পিছু ছুটে যাই—

[বেগে গমনোদ্যত]

দুলালী। [করুণাকে ধরিয়া] ছুটিয়ে কোথায় চল্লি, মাঈ! এখানে বসিয়ে থাক্, এখনি সুধুয়া তুহার আস্বে।

করুণা। হাঁ, ভুলে যাচ্ছিলেম, বাবা যে আমার অনন্তকে আন্তে গিয়েছে, আজ যে অনন্ত-চতুর্দ্দশী। বাবা আমার, অনন্তকে নিয়ে এখনি এখানে আস্বে, তোরা সব হুলুধ্বনি দে, আজ অনন্ত-চতুর্দ্দশীর ব্রত। চারিদিকে ঐ সংকীর্ত্তন হচ্ছে, মধুর মৃদঙ্গ বাজ্ছে, শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসর বেজে উঠ্ছে। দুলালী আয় মা! আমরা অনন্তদেবের পূজা করি। তাঁর পূজা কর্লেই সুধীরকে আমি ফিরে পাব, অনন্তপূজা ক'রেই যে সুধীরকে আমার কোলে পেয়েছি। নিয়ে আয়, মা! ফুল চন্দন তুলসী দূর্ব্বা, এই সব নিয়ে আয় ত মা, আমি অনন্তপূজা করি।

দুলালী। সব আনিয়ে দিব, মাঈ! এখন তু একটু চুপ্ করিয়ে থাক্ দেখি। তু চুপ্ না করিলে সুধুয়া ভাই আসিবে না।

করুণা। তবে সবাই চুপ্ কর, কেউ যেন একটী কথাও কয় না, তা' হ'লে সুধু আমার আস্বে না। আমিও তবে চুপ্ ক'রে থাকি। [কিঞ্চিৎ নীরবে স্থিত] ঐ, একটী একটী ক'রে সব তারাগুলিই আকাশে এসে উদয় হ'ল, কিন্তু আমার সুধীরচন্দ্র ত এখন এসে উদয় হ'ল না! আজ কি তবে অমাবস্যা? না, না, তাই ত, না, না, দূর ছাই, আমার মনে কর্‌তে পার্‌ছিনে, কি যেন কি গোলমেলে মত—দূর হ'ক, সব যেন আঁধারের মাঝে ডুবে গেল! ঐ কত ছবি আঁধার ভেদ ক'রে ফুটে উঠল, আবার যেন কোথায় ডুবে গেল! দূর হ', আর কত দেখ্‌তে

পারি নেন দেখে দেখেই ত সব খেয়েছি। কৈ মা দুলালি, তুইও কি আমায় ফেলে পালিয়ে গেলি ?

দুলালী। এই যে, মামী! হামি ত তুহার কাছেই রহিয়েছি, এই হাত দিয়ে দেখ্‌না কেন, মামী!

করুণা। [হাত বাড়াইয়া দেখিয়া] আছিস্ মা, আছিস্, তুই যে মা আমার লক্ষ্মীমেয়ে! মা আমার, এই হাত দু'খানা ধ'রে আমাকে একবার এই আঁধারের মাঝে থেকে টেনে ওঠা দেখি—আমি যে আঁধারের মধ্যে একবারে ডুবে গেলাম, মা! আমায় একটু আলোর কাছে নিয়ে চল ত, মা, আমি সুধুর চাঁদমুখখানা একবার চেয়ে দেখ্‌ব! সুধু আমার অনন্তকে নিয়ে কতকাল পরে ঘরে এসেছে; একটা ভাল ক'রে আলো জ্বেলে দে ত দেখি, মা! এমন জগাট-বাঁধা আঁধারে কি আর থাকা যায়, মা? নিঃশ্বাস যে বন্ধ হ'য়ে যায়, মা! আয়, দুলালি! আয়, তোর কোমল হাত দিয়ে আমার বুক্‌টায় একটু হাত বুলিয়ে দে ত, মা! বুক্‌টা যে আমার বড় জ্ব'লে যাচ্ছে রে, মা! বড় জ্ব'লে যাচ্ছে। সুধীর যে সেই যাবার সময় বুক্‌টার মধ্যে সেই বড় একটা চিতা জ্বেলে দিয়ে গেছে, সে চিতার আগুন আজ দেখ্, মা, দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠেছে। ধর্‌না! আমাকে ধর্, আমি একটু ঘুমাই।

[দুলালীর স্কন্ধে মস্তক রক্ষা]

চিত্রাঙ্গদের প্রবেশ।

চিত্রাঙ্গদ। [প্রবেশ পথ হইতে] করুণা! করুণা! কোথায় তুমি? একবার দেখা দাও। একবার তোমায় শেষ দেখা দেখে জাহ্নবীর জলে ঝাঁপ দিই। [নিকটে আসিয়া] অ্যাঁ! কারা তোমরা? এখানে কি কর্‌ছ তোমরা? আমার করুণা কি এখানে আছে বল্‌তে পার? আজ যে অনন্ত-চতুর্দ্দশী, আমার করুণা যে অনন্তব্রত কর্‌বে ব'লে এসেছে।

করুণা। কে আমায় করুণা ব'লে ডাক্‌ল রে, মা? মহারাজ কি এখানে এসেছেন? এ স্বর যে আমার চেনা স্বর রে, মা! একবার আমার চোখের বাঁধনটা খুলে দে ত দেখি, দেখি চিনতে পারি কি না!

চিত্রাঙ্গদ। [করুণাকে চিনিয়া] এ যে আমার করুণা! করুণা—করুণা—আমিই সেই মহাপাপী হতভাগ্য চিত্রাঙ্গদ রাজা। আজ সেই রাজা এখন পথের কাঙ্গাল হ'য়ে পথে পথে 'করুণা' 'করুণা' ব'লে ডেকে বেড়াচ্ছে; একবার চেয়ে দেখ, আমার কি দুর্দ্দশা ঘটেছে! আমি অনুতাপের চিতা বুকে ক'রে দাব-দগ্ধ কুরঙ্গের মত ছট্‌ফট্‌ ক'রে বেড়াচ্ছি! করুণা! বড় জ্বল্‌ছি—বড় পুড়্‌ছি—তুমি আমাকে ক্ষমা কর; তুমি ক্ষমা না করলে আর আমায় কেউ ক্ষমা করবে না। [রোদন]

করুণা। অঁ্যা—অঁ্যা—তুমি! মহারাজ! মহারাজ! দেখা দিলে! কৈ আমার সুধীরকে কোলে নিয়ে এসনি? আমি যে সুধীরকে হারিয়েছি! কৈ মহারাজ, আমার সুধীর কৈ? [পতন ও মূর্চ্ছা]

চিত্রাঙ্গদ। তা' হ'লে সুধীর আমার নাই! সুধীরও ফাঁকি দিয়েছে! ওঃ—হো—হো—অনন্তদেব! এইরূপেই তুমি পাপীকে শাস্তি দিয়ে থাক! আমি না হয় পাপী, কিন্তু আমার করুণাকে কি দোষে এত যন্ত্রণা প্রদান করছ? করুণা মূর্চ্ছিতা। হায় অভাগিনী! জগতে কেবল কাঁদ্‌তেই এসেছিলে, কেঁদে কেঁদেই জীবনপাত করলে! হা পতিব্রতা সতি! তোমার অদৃষ্টে এত কষ্ট!

দুলালী। কে তুমি আসিয়ে হামার রাণীমায়ীকে মারিয়ে ফেলিলে?

চিত্রাঙ্গদ। যথার্থ বলেছ, বালিকা, আমিই করুণাকে মেরে ফেল্‌লেম; আমার জন্যই করুণা আজ পুত্রহারা পাগলিনী। আমার জন্যই রাজরাণী আজ বনবাসিনী, পথের ভিখারিণী! ধরিত্রি! তুমি এত পাপ

তার বহন করতে পার্‌ছ ত ? বজ্রধর ! তোমার বজ্র এখনও এই মহাপাপী চিত্রাঙ্গদের মস্তকে নিক্ষেপ না ক'রে স্থির হ'য়ে আছে ত ?

তুলালী । ওরে হামার রাণীমায়ী ! তু কোথায় চলিয়ে গেলি ? হামার সুধুয়া ভাইকে কোন চোর আসিয়ে চুরি করিয়ে লিয়ে গেল, আর তুহারে এই রাক্ষস আসিয়ে মারিয়ে ফেল্‌ল ! তু রাক্ষস ! তু সরিয়া যা—নহিলে এই তুলালী তুহারে এখনি তীর চালিয়ে মারিয়ে ফেলিবে ।

চিত্রাঙ্গদ । এমন তীর কি কোথায়ও আছে রে, বালিকা, যাতে এই পাষাণ বুক ফাটিয়ে ফেল্‌তে পারিস্‌ ? থাকে ত এখনি নিয়ে এসে আমার এই বুকে সন্ধান কর্‌, আমি এই বুক পেতে দিচ্ছি ।

তুলালী । সয়তান্‌ ! দস্যু ! তু কেন এখানে আসিয়েছিস্‌ ? দে—দে—হামার রাণীমায়ীকে এখনি বাঁচিয়ে দে । না দিবি ত তুহার পরাণ হামি নিব ; এই দেখ্‌, হামি কাঁড়্‌ বাঁশ হাতে নিয়েছি । বরাঁ ভঁইসের মত তুহারে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়ে কেটে ফেল্‌বো, শেষে কুত্তা লেলিয়ে দিব, তুহার হাড় মাস ছিঁড়িয়ে ছিঁড়িয়ে খাবে, হাঁ, তবে জান্‌বি—হামি তুলালী বটে । [ধনুর্ব্বাণ ধারণ]

সহসা সুধীরকে কোলে লইয়া বিজয়সিংহের প্রবেশ ।

সুধীর । [প্রবেশ পথ হইতে] মা ! মা ! কোথা মা !

তুলালী । ওরে হামার সুধুয়া আসিয়াছে রে, হামার সুধুয়া আসিয়াছে ।

করুণা । [সংজ্ঞালাভ] ওরে কে আমারে 'মা' 'মা' ব'লে ডাক্‌লি রে ? আমার সুধীরচন্দ্র কি ফিরে এলি, বাপ্‌ ? [উত্থান]

সুধীর । [ক্রোড় হইতে নামিয়া] এই যে মা ! আমি তোর সুধীর, আমাকে কোলে কর্‌, মা ।

করুণা। [সুধীরকে ক্রোড়ে লইয়া] বাবা আমার! তোর চাঁদমুখ দেখ্‌বার আর আমার সাধ্য নাই, আমিও অন্ধ হ'য়েছি। তুই কোথায় ছিলি, বাবা? এ আমি কি কর্‌লেম! আমি যে তোর চাঁদমুখ দেখ্‌তে পাচ্ছিনি, বাবা!

সুধীর। আমাকে দস্যুতে চুরি ক'রে বলি দিতে নিয়ে গিয়েছিল; এর মধ্যে বিজয় কাকা গিয়ে আমাকে দস্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন; অনন্ত দাদাও আমার কাছে ছিল, শেষে কোথায় যেন চ'লে গেল, জান্‌তে পার্‌লেম না। এই যে বিজয় কাকা আমাকে কোলে ক'রে ছুটে এখানে নিয়ে এসেছে।

করুণা। বিজয়! বিজয় আমাদের এসেছে! বিজয়, আজ তোমার জন্যই আমার সুধীরকে ফিরে পেলেম।

বিজয়। আমি কে—ক্ষুদ্র কীট, মা? তোমারি পুণ্যবলে আর সেই অনন্তদেবের কৃপাবলেই সুধীর দস্যু-করে রক্ষা পেয়েছে, মা!

চিত্রাঙ্গদ। বিজয়! তোমার সঙ্গে কথা বল্‌বার মুখ আর আমার নাই; তবে তুমি যদি ক্ষমা কর, তা' নইলে আর তোমাকে মুখ দেখাতে পারি, এমন সাধ্যও আমার নাই।

বিজয়। মহারাজ! উপাস্য দেবতা! জীবনে অন্য কোনও ধর্ম্ম জানি নাই, অন্য কোনও দেবার্চ্চনা করি নাই, একমাত্র মহারাজই সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, আর প্রত্যক্ষ দেবতা-জ্ঞানে পূজা ক'রে এসেছি; ভাগ্যদোষে দৈব-নির্ব্বন্ধে হতভাগ্য বিজয় রাজ-কোপানলে পতিত হ'য়ে রাজ্যত্যাগ ক'রে বনে বনে এতকাল ভ্রমণ ক'রে বেড়িয়েছে; আজ আবার কোন্ ভাগ্যবলে, জানি না, সেই উপাস্য দেবতার চরণ দর্শন কর্‌তে পেলেম! এখন যদি কৃপা ক'রে পদতলে স্থান প্রদান করেন, তবেই হতভাগ্য বিজয় আপনাকে সৌভাগ্যবান্ ব'লে মনে কর্‌তে পারে।

চিত্রাঙ্গদ। আর লজ্জা দিও না, বিজয়! পাপীয়সী রাক্ষসী মোহিনীই আমার সর্ব্বনাশ করেছে। তারই কুহকে পতিত হ'য়ে, হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হ'য়ে পড়েছিলেম। সেই মহাপাপীয়সী আমাকে পরিত্যাগ করেছে, এখন আমি যেন প্রকৃত চক্ষু পুনরায় প্রাপ্ত হয়েছি; আমায় বিবেক যেন আমি ফিরে পেয়েছি—যেন একটা ঘোরতর দুঃস্বপ্ন কেটে গেছে!

সুধীর। মা! বাবা কখন এলেন? বাবার কি এতদিনের পর আমাদের মনে পড়েছে? বাবা! বাবা! এতদিন পরে কি আমাদের কথা তোমার মনে পড়েছে?

চিত্রাঙ্গদ। কি উত্তর দেবো, সুধীর! উত্তর দিবার কোন কথা খুঁজে পাচ্ছি না! তবে পিতা আমি—শত অপরাধ করলেও পুত্র তুই, সে সব ভুলে যা বাপ্! আর একবার তোর নরাধম পিতার কোলে আয়, দেখ্‌বি তোর পাপিষ্ঠ পিতার বুকে কিরূপ তুষানল জ্বল্‌ছে। আয় বাপ্! তোকে বক্ষে ক'রে একবার সেই অনল নির্ব্বাণ করি।

সুধীর। এই যে বাবা! আমাকে কোলে কর, ওঃ! তোমার কোলে কত দিন যাইনি, বাবা!

চিত্রাঙ্গদ। [সুধীরকে ক্রোড়ে লইয়া] আ—হা—হা! অর্দ্ধেক আগুন নিভে গেল রে! হতভাগ্য আমি! নতুবা এমন সুখে এতদিন বঞ্চিত থাক্‌ব কেন?

দুলালী। সুধুয়া, তু ঐ রাক্ষসের কোলে কেন গেলি, রে সুধুয়া? ও তুহারে খাইয়ে ফেল্‌বে।

সুধীর। দুলালী দিদি! উনি আমার বাবা, তুই আমার বাবাকে ও কথা বলিস্‌নে।

করুণা। মহারাজ! যাঁর কৃপায়, যাঁর করুণায় আজ আমরা একসঙ্গে মিলিত হয়েছি, আজ সেই অনন্ত-চতুর্দ্দশী ব্রতের দিন উপস্থিত; আসুন

মহারাজ, আজ একসঙ্গে বহুদিন পরে আবার সেই অনন্তব্রত পালন করি।

চিত্রাঙ্গদ। করুণা! এ পাপ-রসনায় তাঁর নাম নিতে পর্য্যন্ত আর সাহস পাই না। আজ তোমার পুণ্যবলে যদি সেই অনন্তদেবের নাম উচ্চারণে অধিকারী হ'তে পারি।

করুণা। মনে পড়ে, মহারাজ, এই অনন্ত-চতুর্দ্দশীর দিনে, লক্ষ লক্ষ দরিদ্র, ঠাকুরের মন্দির-দ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছে, আর ভাণ্ডারের দ্বার তাদের জন্য মহারাজ স্বহস্তে উন্মুক্ত ক'রে ব'সে থাক্‌তেন? দ্বিজগণের আশীর্ব্বাদ বাণীতে পুরী মুখরিত হ'য়ে উঠ্‌ত? সেদিন আজ কোথায় আমাদের!

চিত্রাঙ্গদ। করুণা! সেই অতীতের স্মৃতিগুলি আমার হৃদয়ে নিয়ত জাগরিত হ'য়ে এখন আমাকে বিষদিগ্ধ শল্যের ন্যায় বিদ্ধ কর্‌তে থাকে। আর করুণা, পাপ-রসনায় বল্‌তে হৃদয় ফেটে যায়! হায়! দেবর্ষিকল্প যিনি—আমাদের কল্যাণের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পাত কর্‌তে কখন কুণ্ঠিত হন্ নাই, যাঁর স্নেহতরুর শীতলচ্ছায়ায় ব'সে এই দেহ বর্দ্ধিত করেছি, সেই স্নেহশীল মহাযোগী অশীতিপর বৃদ্ধ কঞ্চুকীদেব, আমারই নিষ্ঠুরতায় হাস্য-মুখে কারগৃহে বদ্ধ হ'য়ে শেষে আমাদের ত্যাগ ক'রে স্বর্গধামে গমন করেছেন! করুণা, সে শোচনীয় স্মৃতি জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় আমাকে দিবানিশি দগ্ধ কর্‌ছে। আর সেই মহামতি সুমন্ত্রণাদাতা মন্ত্রীকেও আমি হারিয়েছি! করুণা, বিপক্ষ করে আমাকে রক্ষা কর্‌বার জন্য মন্ত্রী যুদ্ধ ক'রে শত্রু করে প্রাণত্যাগ করেছেন।

করুণা। মহারাজ! সকলি সেই অনন্তদেবের ইচ্ছা; তা' না হ'লে যে আপনি একদিন যে অনন্তের জন্য উন্মত্ত হয়েছেন, সেই আপনি আবার সেই অনন্তের নাম পর্য্যন্ত মনে করেন নাই। তাঁর এইরূপ ইচ্ছার কারণ,

এক তিনি বই আমরা কি বুঝ্‌ব, মহারাজ? এখন আসুন, নাথ! আমাদের সুখ দুঃখ, সম্পদ্ বিপদ্ সব সেই সর্ব্বময় অনন্তদেবের চরণে সমর্পণ ক'রে ব'সে থাকি; তাঁর যা' ইচ্ছা তাই কর্‌বেন।

কৃষ্ণভক্তি সহ চন্দ্রাবতীর প্রবেশ।

চন্দ্রা। এ কোথায় নিয়ে এলে, মা? এঁরা সব এখানে এসেছেন কেন?

কৃষ্ণভক্তি। এঁরা এখানে আজ অনন্ত-চতুর্দ্দশীর ব্রত কর্‌বেন, তাই তোমাকে এখানে নিয়ে এলেম, তুমি যে কৃষ্ণপ্রেম লাভের জন্য এত পাগল হয়েছ, আজ এইখানেই সেই অনন্তদেব শ্রীকৃষ্ণের মোহন রূপ দেখ্‌তে পাবে, মা। ঐ দেখ মা, মহারাজ চিত্রাঙ্গদ আর ঐ মহারাণী করুণা, আর ঐ দেখ কুমার সুধীরচন্দ্র আর ঐ সেনাপতি বিজয়সিংহ সকলেই এখানে উপস্থিত।

বিজয়। এ কি, চন্দ্রা! তুমি এখানে কেমন ক'রে এলে?

চন্দ্রা। তোমরাও সকলে আজ যাঁর ইচ্ছায় এখানে এসে উপস্থিত হয়েছ, চন্দ্রাও আজ তাঁরই ইচ্ছায় এখানে এসেছে। ভাল আছ, বিজয়?

বিজয়। সংসারের ভাল-মন্দ বোঝা বড় কঠিন কথা, চন্দ্রা! তবে ভগবান্ মঙ্গলময়, তিনি যে ভাবে রেখেছেন, তাই ই ভাল ব'লে মনে কর্‌ছি; সকলি সেই ভগবানের ইচ্ছা। তুমি এতদিন কোথায় ছিলে, চন্দ্রা? তোমার সংসার-ত্যাগের কথা সবই মন্ত্রী মহাশয়ের নিকটে শুনেছিলেম; কিন্তু, কেন চন্দ্রা, সংসার-ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসিনী হ'লে?

চন্দ্রা। আবার কেন এলেম, এ কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছ কেন, বিজয়? তুমি নিজেই ত বল্‌লে, সবই সেই ভগবানের ইচ্ছা।

বিজয়। তাই-ই বটে, চন্দ্রা! এখন একটী কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা কবব, তোমার মনের সেই চাঞ্চল্য, হৃদয়ের সেই আবেগ উচ্ছ্বাস, ভগবানের কৃপায় এখন দূর হয়েছে ত, চন্দ্রা ?

চন্দ্রা। তাও সেই শ্রীকৃষ্ণ জানেন, বিজয়। তবে এই দেবীরূপিণী জননীর চরণ-প্রসাদে পাগল চন্দ্রা এখন স্থির হ'তে পেরেছে; যথার্থ শান্তি কাকে বলে, আর কি করলে সেই শান্তি-সুধা পান ক'রে প্রাণের অশান্তি দূর হয়, তা' এতদিন চন্দ্রা ঐ কৃপাময়ীর কৃপায় জানতে পেরেছে, বিজয়। সংসারের অসার প্রেম লাভের জন্য এতদিন—বিজয়, বৃথা পাগল হয়েছি ; কিন্তু বিজয়, সেই প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে যে এত আনন্দ, এত শান্তি, এত তৃপ্তি, তখন তা' বুঝতে পারিনি ; তাই উন্মত্তের স্থায় ছট্‌ফট্‌ ক'রে বেড়িয়েছি।

বিজয়। তোমার পিতৃদেবের কোন সংবাদ জানতে পেরেছ, চন্দ্রা ?

চন্দ্রা। হাঁ, শুনেছি, পিতৃদেব সংসারের শোকতাপের হাত হ'তে চিরমুক্ত হ'য়ে, সেই প্রেমময় পরমপিতার পাদপদ্মে স্থান পেয়েছেন।

বিজয়। তোমার কথা শুনে, আর তোমার ঐ গম্ভীর মূর্ত্তি দেখে বুঝতে পারলেম, এখন তুমি আর সে চন্দ্রা নাই। এই সংসার হ'তে তুমি এখন উচ্চে গিয়ে দাঁড়িয়েছ, চন্দ্রা। এখন ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তুমি দিন দিন আরও উচ্চ হ'তে উচ্চস্তরে উত্থিত হ'য়ে পরমানন্দ উপভোগ কর।

কৃষ্ণভক্তি। [স্বগত] চন্দ্রাকে সঙ্গে ক'রে আজ এখানে আমার আনবার উদ্দেশ্য কেবল চন্দ্রার হৃদয়ে দৃঢ়তা দেখব ব'লে, আর কৃষ্ণভক্তির পরীক্ষা করব ব'লে। কেবল বিজয়সিংহকে ভালবেসেই চন্দ্রা যৌবনে-যোগিনী সেজে সংসার ছেড়ে এসেছে, সেই বিজয়ের প্রতি চন্দ্রার অকৃত্রিম একনিষ্ঠ প্রেমকেই আমি শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করতে শিক্ষা দিয়েছি; আজ

বুঝ্লেম, সে শিক্ষাদান আমার সার্থক হয়েছে ; কেন না বিজয়সিংহকে দর্শন ক'রে আর তার সঙ্গে আলাপ ক'রেও যখন চন্দ্রার মন বিন্দুমাত্রও বিচলিত হ'ল না, তখন চন্দ্রা প্রকৃতই সেই অহৈতুকী কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণভক্তি, লাভ কর্তে পেরেছে। এই মহাপরীক্ষায় চন্দ্রা যখন উত্তীর্ণ হ'তে পেরেছে, তখন আর পতন হবার আশঙ্কা চন্দ্রার নাই।

করুণা। এখন আসুন, নাথ! আমরা আজ এই বনের মধ্যে বনফুলে সেই বনমালী অন্তের বান্ধব অনন্তদেবের পূজা সমাধা করি।

চিত্রাঙ্গদ। এস, করুণা।

উভয়ে। [পুষ্পাঞ্জলি লইয়া] এস, সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি—শ্রীঅনন্তদেবায় নমঃ। [তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান]

সুধীর। আজ যদি অনন্ত দাদা এখানে আস্ত, তা' হ'লে কি আনন্দই হ'ত, মা! অনন্ত দাদা আমার, এই অনন্তব্রত দেখ্তে কত ভালবাস্ত, মা!

গীতকণ্ঠে বালকবেশী অনন্তের প্রবেশ।

অনন্ত।—

গান।

আমি তোদের সেই অনন্ত আবার এসেছি গো।
অনন্তব্রতের কথা আমি কি ভুল্তে পেরেছি গো॥
আজি অনন্ত-চতুর্দ্দশী,　　তাই ত আমি ছুটে আসি,
তোদের দেখ্ব ব'লে প্রাণ উদাসী, বড় পাগল হ'য়ে উঠেছি গো।
(আমায় কোলে নে মা) (অনেকদিন তোর কোলে যাইনি)
কতদিনে দেখা হ'ল, দেখা হ'য়ে প্রাণ জুড়াল,
'মা' ব'লে মন শীতল হ'ল, সকল কষ্ট আজ ভুলেছি গো॥
(কোথা যাব না, মা) (আমি আজ হ'তে)
(আমি আজ হ'তে আর তোদের ছেড়ে)

সুধীর। মা! মা! অনন্ত দাদা এসেছে! অনন্ত দাদা এসেছে!

করুণা। বাবা অনন্ত! এলে বাবা? কিন্তু অনন্ত! আমার চক্ষু নাই, অন্ধ হয়েছি, তোমার মুখখানি একবার দেখ্‌তে পেলেম না!

অনন্ত। এই যে মা! আমি চক্ষু ভাল করবার ওষুধ শিখে এসেছি, দেখি মা! তোমার চোখ ভাল ক'রে দি। [করুণার চক্ষুতে হস্ত বুলান] সুধু! ভাই! এস, তোমার চোখও ভাল ক'রে দিই! [তথা করণ]

সুধীর। মা! মা! এই যে আমি সবই দেখ্‌তে পাচ্ছি!

করুণা। অনন্ত! আজ তুমিই আমাদের অন্ধত্ব মোচন ক'রে দিলে।

অনন্ত। কৈ, রাজা মশায়! তুমি ত আমার সঙ্গে কোন কথা কইছ না? আমার উপর কি এখনও তোমার রাগ আছে?

চিত্রাঙ্গদ। কোন উত্তর নাই, অনন্ত। অনন্ত, সকলেই এই মহা-পাপীকে মার্জ্জনা করেছে, এখন তুমিও আমাকে মার্জ্জনা কর।

অনন্ত। কেন, রাজা মশায়, অমন কথা বল্‌ছ? অমন কথা শুন্‌লে আমার প্রাণে বড় ব্যথা লাগে। এখন তেম্‌নি ক'রে আমাকে একবার কোলে করনা, মহারাজ!

চিত্রাঙ্গদ। একদিন এই চিত্রাঙ্গদ যাকে কোলে ক'রে সেই দুর্ব্বহ-রাজ্যভার-ক্লিষ্ট হৃদয়ের উত্তাপ দূর কর্‌ত, আজ বহুদিন পরে আয়, অনন্ত, আজ তোকে বুকে ধ'রে এই পাপের প্রবল সন্তাপে সন্তপ্ত হৃদয় শীতল করি! [অনন্তকে ক্রোড়ে গ্রহণ] আহা হা! সব জ্বালা জুড়িয়ে গেল রে! সব অনল আজ নির্ব্বাণ হ'ল রে! সব যন্ত্রণার আজ অবসান হ'ল, রে! করুণা! করুণা! একবার অনন্তকে কোলে ক'রে দেখ, সব আগুন নিভে যাবে।

করুণা। অনন্ত, কাঙ্গালিনী মায়ের কোলে একবার আয়, বাবা। [অনন্তকে ক্রোড়ে গ্রহণ] অনন্তকে যে আর কোল থেকে নামাতে সাধ

হয় না, মহারাজ! অনন্তকে কোলে ক'রে মনে হ'চ্ছে, আর ত এখন আমরা কাঙ্গাল নই, মহারাজ! আজ যে আমরা সাত রাজার ধন এই অমূল্য রতন অনন্তকে কোলে পেয়েছি।

অনন্ত। এখন কিছু খেতে দিবিনে, মা? আগে যখন অনন্তব্রত কর্‌তিস্, তখন আমাকে কত খেতে দিতিস্, কিন্তু আজও ত অনন্তব্রত, অনন্তপূজাও হ'য়ে গেছে, তবু আমাকে কিছু খেতে দিচ্ছিস্ না কেন, মা? আমার যে বড় ক্ষিদে পেয়েছে।

করুণা। তোমার মুখে কি দেবো, বাবা, তাই ভাব্‌ছি।

অনন্ত। কেন অনন্তকে যা' দিয়ে নৈবেদ্য ক'রে দিয়েছিস্।

করুণা। নৈবেদ্য আর কোথায় পাব, অনন্ত? একমাত্র বনফল ভিন্ন অন্য কিছুই নৈবেদ্য নাই।

অনন্ত। দাও, আমি তাই খাব। তুমি আমাকে যা' হাতে ক'রে মুখে তুলে দেবে, তাই আমার মিষ্টি লাগ্‌বে—তাই আমার অমৃত।

করুণা। [বনফল লইয়া] তবে এই খাও, বাবা, দুখিনী মায়ের বনফল এই খাও, অনন্ত। [মুখে বনফল প্রদান]

কৃষ্ণভক্তি। ঐ দেখ, মা চন্দ্রা! তোমার প্রাণকৃষ্ণের মুখে মা যশোদা বাৎসল্য ভরে বনফল তুলে দিচ্ছেন; দেখে নয়ন সার্থক কর।

সুধীর। অনন্ত দাদা! তুমি আমার কাছে একবার এলে না?

অনন্ত। [কাছে গিয়া] এই যে সুধু, এসেছি ভাই! মায়ের দেওয়া ফল, এস দুইজনে মিলে খাই। [উভয়ে বনফল ভক্ষণ]

সুধীর। আজকার ফল যেন আরও মিষ্টি!

দুলালী। হামি যে তুলিয়ে এনিয়েছি, রে সুধুয়া।

অনন্ত। কথা শুনে বোধ হ'চ্ছে, ও মেয়েটা বুনোদের মেয়ে হবে। কেমন গা, তুমি বুনোদের মেয়ে নও?

হুলালী। হাঁ রে, হামি ত বুনোদের বেটীই বটি, তা' নইলে বুনো স্বোয়ামীর সাথে হামার বিয়া হোবে কেন ?

অনন্ত। মেয়েটা ত দেখ্ছি বড়ই মুখরা। কাজ নেই—আমার কথা ক'য়ে !

উচিতবাগের প্রবেশ।

উচিত। [প্রবেশ পথ হইতে] এই যে ঠিক্ সময়েই এসে পৌঁছিছি; যাদের যাদের আস্‌বার কথা সকলেই প্রায় উপস্থিত ! বাকী মাত্র—দ্বাপরচন্দ্র আর বিষ্ণুকিঙ্কর মহাশয়। এখন উচিতের শেষ কাজ হচ্ছে, ঐ কালো ঠাকুরটীর পরিচয় প্রদান করা ; সেটা এইবার সেরে ফেলি। মহারাজ কোশলপতি ! উচিত আবার এসেছে, প্রথমটা বড় জ্বালাতন করেছি, এখন শেষটা একটু ঠাণ্ডা ক'রে যাই। ঐ যে কালো ঠাকুরটীকে দেখ্তে পাচ্ছ, উনি বড় কম ঠাকুরটী নন্ ! উনিই হচ্ছেন—স্বয়ং অনন্তদেব, ছদ্মবেশে অনন্ত নাম গ্রহণ ক'রে এতদিন দেখা দিয়েছেন ; ওরই চক্রে প'ড়ে এতদিন এই সব সুখ-দুঃখের খেলা দেখ্তে পেয়েছ ; ও ঠাকুরটী ঐ রকম খেলা কর্‌তেই চিরদিন ভালবাসেন ; ভক্তকে কাঁদান—ভক্তকে কষ্ট দেওয়া ওটা ওর চিরকেলে স্বভাব ; ওরূপ খেলা খেলে ওর বড় আনন্দ হয় ; আর ও ঠাকুরটী বড় সহজে কারে ধরা-ছোঁওয়া দিতে চান্ না—নানারূপ বিপদ্ আপদের মধ্যে ফেলে ভক্তকে একবারে চুবন্ খাইয়ে ছাড়েন ! আগুনের জ্বালে ফেলে সোণাকে গলিয়ে খাদ্ যা' থাকে, তা' ফেলে দিয়ে একবারে খাঁটাটুকু বা'র ক'রে নিতে চান্ ; তাই তোমরা এত দুঃখ-ক্লেশ ভোগ করেছ। আর ঐ যে মা ঠাকুরুণটীকে দেখ্ছ, যিনি ঐ ভীল-বালিকাবেশে দুলালী নাম ধ'রে ঐ যে ভালমানুষটীর মত দাঁড়িয়ে রয়েছেন, উনি সেই গোলোকেশ্বরী স্বয়ং কমলা। মায়ের আমার স্বভাবটা কিছু চঞ্চল আছে, কোন কাজেই ওঁর তর্ সয় না, তাই একটী নামও মায়ের চঞ্চলা। মায়ের

অনন্ত। কিঙ্কর! শূল সংবরণ কর।

[অনন্ত-মাহাত্ম্য, ৫ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্য—২৪১ পৃষ্ঠা।

F. A. P. Syndicate,—Calcutta.

ইচ্ছা যে, কৃষ্ণভক্তগণ যাতে কোন কষ্ট না পায়, একবারে বিনা-পরীক্ষায় গোলোকে চ'লে যায়, তাই মা আমার, ভক্তের কষ্ট সহ্য কর্‌তে না পেরে আগেই এসে মহারাণী করুণা ও কুমার সুধীরচন্দ্রের কাছে উপস্থিত হয়েছেন; কিন্তু ঠাকুরের কৃপা না হ'লে ত কিছু কর্‌তে পারেন না, তাই চুপ্ ক'রে এতদিন রয়েছেন। এতদিন পরে আজ তোমাদের পরীক্ষা শেষ হয়েছে, এখন তোমরা কৃষ্ণদর্শনের উপযুক্ত পাত্র হয়েছ। এখন নয়নভরে সেই কৃষ্ণরূপ দর্শন কর। আর বদনভরে মুখে হরিবোল বল।

সকলে। হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

অগ্রে ভীতত্রস্ত দ্বাপর ও পশ্চাতে শূলহস্তে
বিষ্ণুকিঙ্করের প্রবেশ।

দ্বাপর। পরিত্রাহি! পরিত্রাহি! বিপত্তে মধুসূদন! বিপত্তে মধুসূদন!

বিষ্ণুদূত। স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল এই ত্রিভুবনে, আজ এই মহাপাপীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হ'য়েছি। নারায়ণ! এখন এই পাপীর কি গতি কর্‌ব, আদেশ করুন।

দ্বাপর। নারায়ণ! আজ মহাপাপী দ্বাপর পদাশ্রয় চায়; পদাশ্রয় না দিলে আজ তোমার কিঙ্করের করে আমার প্রাণ যায়। আমি দুর্ব্বুদ্ধির বশে তোমার বিরুদ্ধে কার্য্য কর্‌তে চেষ্টা করেছি, সেই পাপে দ্বাপর আজ স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতালে কোথায়ও আশ্রয় না পেয়ে তোমার শরণাগত হয়েছে। তুমি না রক্ষা কর্‌লে আর আমার কোন উপায় নাই।

অনন্ত। কিঙ্কর! শূল সংবরণ কর। দ্বাপর শরণাগত হয়েছে, আমি দ্বাপরকে ক্ষমা করেছি।

বিষ্ণুদূত। যে আজ্ঞা প্রভু। [শূল সংবরণ]

দ্বাপর। মহারাজ চিত্রাঙ্গদ! আমারই চক্রে তুমি এত দুর্দ্দশা ভোগ করেছ, তোমাদের ব্রত ভঙ্গ কর্‌বার জন্য আমিই সেই মোহিনী নাম্নী রমণীকে তোমার কাছে প্রেরণ করি, আর আমারই বরে আত্মবিস্মৃতা মোহিনী তোমার সর্ব্বনাশ সাধন কর্‌তে এতদিন চেষ্টা করেছে; কিন্তু স্বয়ং অনন্তদেব যার সহায়, কার সাধ্য তার সর্ব্বনাশ সাধন করে? তাই আমি আজ তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর্‌ছি, আমার সকল অপরাধ তুমি ক্ষমা কর।

চিত্রাঙ্গদ। দেব! চিরদাস চিত্রাঙ্গদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে কেন আর তাকে লজ্জিত কর্‌ছেন! যাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর্‌লে সুফল ফল্‌বে, তিনি যখন ক্ষমা করেছেন, তখন আর চিন্তা কি?

উচিত। কেউ দেখে শেখে, আর কেউ ঠেকে শেখে, দেখে শেখ্‌বার চেয়ে ঠেকে শেখাতেই ফল করে বেশী, তা' তুমিও যখন ঠেকে শিখ্‌লে, তখন, বাপু, এই ঠেকে শেখাটা মনে ক'রে রেখো; ভবিষ্যতে আর যেন এমন কাজে হাত দিয়ো না।

চিত্রাঙ্গদ। করুণা! এমন দিন কি আর কখন হবে, করুণা! আজ আমরা এ সব স্বপ্ন দেখ্‌ছি কি, যথার্থ দেখ্‌ছি, তা' বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। করুণা! কেবল তোমার পুণ্যবলেই আজ এই সৌভাগ্য ঘট্‌ল।

করুণা। মহারাজ! এতদিন অনন্তকে আমরা চিন্‌তে পারি নাই। এতদিন আমরা প্রকৃত অন্ধ ছিলেম, নতুবা এমন ধন কাছে থাক্‌তে চিন্‌তে পারি নাই কেন?

সুধীর। মা! অনন্তদাদা এখন দেবতা হয়েছে, আর তা' হ'লে ওকে অনন্ত দাদা ব'লে ডাক্‌তে পাব্‌ব না, মা?

করুণা। বাবা! এতদিন চিন্‌তে না পেরে স্বয়ং ভগবান্‌কে নিয়ে আমরা খেলা করেছি, না জানি কত সময়ে কত পাপই আমরা করেছি;

এসেছিলাম ! অনন্তদেবের চরণে প্রণাম ক'রে আমরা সেই অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা চাই।

সকলে। "নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় অনন্তায় নমো নমঃ।"

[প্রণাম।

উচিত। আর কয়টী কথা বল্‌তে এখনো উচিতর বাকী আছে; মা মহাসতী মহাপুণ্যবতী করুণা ! তোমার পতিভক্তি আর এই অনন্তসেবা জগতের আদর্শ হ'য়ে থাক্‌বে। আজ হ'তে ঘরে ঘরে সকলেই তোমার আদর্শে অনন্ত-চতুর্দ্দশী ব্রত পালন ক'রে অক্ষয়-স্বর্গ লাভ কর্‌বে। যেদিন তুমি পূর্ণিমাতিথিতে ব্রাহ্মণ অতিথি প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল হয়েছিলে, সেইদিন ঐ অনন্তদেবই ব্রাহ্মণ বালকবেশে তোমার কুটীরে এসে তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করেছিলেন। সেনাপতি বিজয়সিংহ ! তোমার প্রভুভক্তি, আর জিতেন্দ্রিয়তা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা লোকের আদর্শ শিক্ষারূপে সংসারে প্রকাশিত হ'য়ে থাক্‌বে। মহারাজ চিত্রাঙ্গদ ! যেদিন ছিদ্রান্বেষী বিপক্ষ-রাজকরে বন্দী হয়েছিলে, সেইদিন ঐ বিজয়সিংহই ছদ্মবেশে তোমাকে সেই বন্ধন মুক্ত ক'রে দেয়। বিজয়সিংহের অসাধারণ রাজভক্তি, সেই ভক্তিতেই আজ ভক্তের ধন নারায়ণকে দেখ্‌তে পেলে। আর মা চন্দ্রাবতী ! তোমার ঐকান্তিক প্রেম দ্বারাই কৃষ্ণপ্রেম লাভ ক'রে কৃষ্ণ দর্শন করতে পেলে। আর ঐ যিনি তোমাকে কৃষ্ণপ্রেম শিক্ষা দিয়েছেন, তিনি স্বয়ং কৃষ্ণভক্তি। ছদ্মবেশে তোমার সঙ্গে এতদিন বাস করেছেন। বৎস সুধীর কুমার ! সরল সখ্যভাবে ভগবান্‌কে ভালবেসেছিলে ব'লেই; আজ ভগবানের দেখা পেয়েছ। ধ্রুব প্রহ্লাদের মত তোমার নামও সংসারে অক্ষুণ্ণ হ'য়ে থাক্‌বে। আর আমার বক্তব্য কিছুই নাই। এখন মহারাজ ! পত্নীপুত্রাদি সঙ্গে ক'রে স্বরাজ্যে গমন কর। তার পর অনন্ত-

চতুর্দ্দশীর ব্রত উদযাপন ক'রে অক্ষয় লোকে গমন ক'রো। একলের কথাই একরূপ বলা হ'ল। কিন্তু ঠাকুরের কাছে আমার একটা শেষ নিবেদন ক'রে রাখি, এই উচিতকে যেমন সৃষ্টি করেছেন, তেমনি তার কথাগুলো লোকে যাতে মিষ্ট শুনে, তার ব্যবস্থাটা ক'রে দিলে, উচিত আর কিছু চায় না; নতুবা উচিতের কেবল বক্‌বক্ করাই সার হ'য়ে থাক্‌বে। এই অধীনের নিবেদন, আর কিছুই না। আর একবার সেই মধুর ভুবনমোহন যুগলরূপ ধারণ ক'রে ভক্তগণকে চরিতার্থ কর। বল সকলে জয় অনন্তদেবের জয়!

সকলে। জয় অনন্তদেবের জয়!

[অনন্ত ও দুলালীর সহসা কৃষ্ণ ও লক্ষ্মীরূপে যুগল মিলন]

সংকীর্ত্তন করিতে করিতে ঋষিবালকগণের প্রবেশ।

ঋষিবালকগণ।—

সঙ্কীর্ত্তন।

আজ প্রেমানন্দে প্রাণ খুলে হরি হরি বল ভাই রে।
ঐ হরিনাম বিনে ভবে আর ত বন্ধু নাই রে॥
হরিনাম সুধা, পানে যায় রে ক্ষুধা,
(আর ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে না রে) (নামে জনম মরণ হ'রে).
সেই নামসুধা আজ পান করিয়ে, আয় ভবের ক্ষুধা ভুলে যাই রে।
ভবপারাবারের তরী, হরির চরণ তরী,
('হরি বিনামূলে পার করে রে) (সে যে নিদানের কাণ্ডারী হরি)
যেন অন্তিমে ওই অভয়পদে স্থান মোরা সবে পাই রে।

[যবনিকা পতন।]

অনন্ত-মাহাত্ম্যের গীতাবলী।*

১ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্য—বিষ্ণুদূতের উক্তি "প্রাণ ল'য়ে পলায়ন কর, দুরাচার।" পরে নিম্নলিখিত গীত হইবে। [৫ পৃষ্ঠা, ১৮ পংক্তি বা লাইন দেখ।]

১ নং গীত।

ভ্রমান্ধ অপদার্থ কৃতান্ত-কিঙ্কর।
প্রাণ ল'য়ে যা পলাইয়ে,
জানি তুই যত গুণাকর॥
অহোবহঃ অগৌরবে, ভ্রমিস্ রে নরকার্ণবে,
বৃথা হুঙ্কার রবে কি অহঙ্কার করিস্ বিস্তার।
যে বিষ্ণু ত্রিজগৎ-স্বামী, হেন বিষ্ণুদূত আমি,
নিজগুণে তোরে ক্ষমি, দূর হ' রে নির্লজ্জ পামর॥

১ম অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য—দ্বাপরের উক্তি "বিধি বাদী, কি করিতে পারি আমি?" পরে গেয়। [১৫ পৃষ্ঠা, ১৪ পংক্তি।

২ নং গীত।

হায়, নিরবধি বিধি প্রতিকূল।
চিন্তা-সাগর ঘোর, তরঙ্গ খরতর,

---

* শ্রীযুক্ত সত্যধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নাট্য সম্প্রদায় মদ্বিরচিত এই অনন্ত-মাহাত্ম্য নাটকের অভিনয়ার্থ প্রস্তুত হইলে, আমার অনুপস্থিতি নিবন্ধন, প্রসিদ্ধ "রুক্মিণী-হরণ" "বিপন্না বৈদেহী" প্রভৃতি নাটক লেখক সুহৃদ্বর শ্রীভবতারণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই নাটকের জুড়ী ও ছেলেদিগের গীতগুলি রচনা করিয়া দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। ১নং, ২নং ও ১০নং গীত জুড়ীদিগের, বাকী সমুদয় বালকদলের গেয়। গ্রন্থকার।

ভগ্ন তরণী তায়, এ তনু মগ্নপ্রায়,
নিরুপায় নাহি পাই কূল ॥
ব্যর্থ জীবন মম নিষ্ফল অধিকার,
পূর্ণ সত্য প্রতি আসক্তি সবাকার,
দেশকালোচিত যে ধর্ম্ম প্রচলিত,
আজ বুঝি হয় সে নির্ম্মূল ॥

২য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য—চিত্রাঙ্গদের উক্তি "তা' কথনই যে পার্‌ব না, দেব!" পরে গেয়। [৩৪ পৃষ্ঠা, ৭ পংক্তি।

৩ নং গীত।

পাপ মৃগয়ায় মৃগের কোমল কায়ায়,
কঠিন শায়ক করিলে সন্ধান।
যে ব্যথা পায় সরল প্রাণে
যে ব্যথায় আজ ব্যথিত পরাণ ॥
সর্ব্বব্যাপী সেই অনন্ত অব্যয়,
সর্ব্বশক্তিমান্ তিনি সর্ব্বময়,
সর্ব্বভূত দেহে আছেন সর্ব্বময়,
জগন্ময় তাঁর সত্তা বর্ত্তমান্।
অনন্তের অঙ্গে করিয়া প্রহার,
জীবঘাতী ঘোরা পাতকী দুরাচার,
অনন্ত নরকে যন্ত্রণা অপার,
সে দুঃখে নাহি পাব ত্রাণ ॥

২য় অঙ্ক ৫ম দৃশ্য—চিত্রাঙ্গদের উক্তি "দাও বল দুর্ব্বলে, শ্রীনাথ!" পরে গেয়। [৬৩ পৃষ্ঠা, ২০ পংক্তি।

৪ নং গীত।

দাও হৃদে বল দুর্ব্বলেরি বল,
কলুষ প্রবল অসহ্য আমার।
রহস্য অদ্ভুত বিবেক অভিভূত,
দ্রবীভূত প্রাণে প্রণয় সঞ্চার॥
একি এ দুর্ব্বোধ্য কূট-প্রহেলিকা,
কাঞ্চন-প্রতিমা কেবা এ বালিকা,
হৃদয়-মোহিনী ফুল্ল সেফালিকা,
বুঝি বিধাতার তুলিকা, বিচিত্র ব্যাপার।
চঞ্চল অপাঙ্গে কটাক্ষ-বিক্ষেপ,
কি মোহ-আবর্ত্তে করিল নিক্ষেপ,
কেন পাপপথে করি পাদক্ষেপ,
চরমে আক্ষেপ যা'য় হে দুর্নিবার॥

৩য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য—করুণার উক্তি "আমার সুধীরের চক্ষুদান ক'রে দাও।" পরে গেয়। [৭২ পৃষ্ঠা, শেষ পংক্তি।

৫ নং গীত।

করো না অন্ধ হে চিদানন্দ,
আমার এ আনন্দ-প্রতিমায়।
পুত্রের প্রতি অগাধ স্নেহ বিরাজিত প্রতি মায়॥

সংসার-সর্ব্বস্ব আমারি নয়ন-তারা,
হৃদয়-নিধি সুধীর হ'লে নয়ন-হারা,
কলঙ্ক রটিবে নয়ন-বারি-ধারা,
অনন্ত হে তব মহিমায়।
শুনেছি পদ্মপলাসনয়ন,
দিতে পার তুমি অন্ধেরি নয়ন,
তনয় ধন মোর অন্ধেরি নয়ন,
রক্ষ' স্বীয় গুণ-গরিমায় ॥

৩য় অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য—চন্দ্রার উক্তি "সেই পটের পূজা করব।" পরে গেয়। [৯১ পৃষ্ঠা, ২ পংক্তি।

৬ নং গীত।

সর্ব্বজনে বটে সর্ব্বস্থলে ঘটে,
ঘটে কিম্বা পটে দেবতা অর্চ্চিত।
এ প্রেম-সঙ্কটে তাই অকপটে,
আমি চিত্তপটে চিত্র করেছি চিত্রিত॥
অভিষিক্ত করি ভক্তিরূপ চন্দনে,
অনুরাগ-পুষ্পে পূজিব যতনে,
যৌবন-নৈবেদ্য অতি সঙ্গোপনে,
সেই পতিদেব পদে হবে নিবেদিত।
আমার্ ষোড়শ্ বর্ষরূপ ষোড়শোপচারে,
পূজিব তাহারে সতীধর্ম্মাচারে,
করুণার অমৃত প্রবাহ-সঞ্চারে,
জীবন হবে চির বাধিত।

মানস-মন্দিরে অঙ্কিত মূরতি,
তারই প্রতি মম ঐকান্তিক রতি,
আমি করি দিবারাতি বন্দনা আরতি,
আমার বিরতি তাহাতে ঘটে না কিঞ্চিত ॥

৩য় অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য—করুণার উক্তি "সুধীরের এই দুরবস্থা দেখে সহ্য করব ?" পরে গেয়। [১০০ পৃষ্ঠা, ৩ পংক্তি।

৭ নং গীত।

সুকুমার অতি সরল শিশুমতি
সোণার কুমার আমার সুধীর সুন্দর।
অনশন রূপ খর রবিতাপে
শুষ্ক হ'ল নবীনে পল্লব নশ্বর ॥
দুখের বালক আমার, কাতর হ'য়ে ক্ষুধায়,
'আহার কৈ মা' ব'লে বারংবার সুধায়,
কি দিব চাঁদমুখে, প্রাণ চাহে বিদায়, একি দায় হে ;—
বুঝি ধ্বংস হয় তোমার প্রিয় বংশধর।
আমার এ ছার প্রাণ হয় হ'ক সংহার,
রাজপুত্র হ'য়ে সহে অনাহার,
কে শিখালে এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার, পায় না আহার হে ;—
হ'ল কণ্ঠরত্নহার, কাল-বিষধর ॥

৩য় অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য—ধাকণার উক্তি "একবার সুধীরের মুখের দিকে চাও।" পরে গেয়। [১০৩ পৃষ্ঠা, ১৭ পংক্তি।

৮ নং গীত।

কৃপানেত্রে চাও মহারাজ সুধীরের চাঁদবদন পানে।
পুত্রস্নেহ-সিন্ধুবারি উথলিবে পাষাণ-প্রাণে॥
দুঃনয়ন হয়েছে অন্ধ, আহার করেছে বন্ধ,
আবার ঘটাও কি বিবন্ধ, বনযাত্রার আজ্ঞা দানে।
পড়েছ মোহিনী-মায়ায়, ভুলিয়া মোহিনী মায়ায়,
প্রিয়তম পুত্র জায়ায়, পাঠাবে অরণ্যে ;—
কুশাঙ্কুর বিঁধিবে পদে, বিপদ্‌রাশি পদে পদে,
সিংহাদি যত শ্বাপদে সংহারিবে খাদ্য জ্ঞানে॥

৩য় অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য—কঞ্চুকীর উক্তি "কোশল নগরে কি সর্ব্বনাশ ঘটল রে!" পরে গেয়। [১০৯ পৃষ্ঠা, ৬ পংক্তি।

৯ নং গীত।

ঘটিল একি সর্ব্বনাশ।
সর্ব্বসুখ শান্তিনাশ, সর্ব্বজন হৃদে ত্রাস,
হয় বুঝি হে প্রাণবিনাশ॥
কিশোর সুধীর সহ, অধীর শোকানল জ্বালি',
রাজপুত্র রাজমহিষী রাজ্যছাড়ি' গেছে চলি',
মনোব্যথা কাহারে বলি, কুশকাশ চরণে দলি'
যায় এবে চির বনবাস।

৪র্থ অঙ্ক, ২য় দৃশ্য—মন্ত্রীর উক্তি "রাজ্যবাসীকে আহুতি প্রদান করবেন না।" পরে গেয়। [১৪৬ পৃষ্ঠা, ১৪ পংক্তি।

০ নং গীত।

সর্ব্বনাশী অনলরাশি করো না হে প্রজ্বলিত।
রাজ্যবাসী প্রজাবৃন্দ সবারি প্রাণ ব্যাকুলিত॥
এ পুরী চির পুরাতন,
সুখময় শান্তি-নিকেতন,
বিজয়সিংহ ভারত-রতন,
করো না তায় শৃঙ্খলিত॥

৫ম অঙ্ক, ২য় দৃশ্য—মন্ত্রীর উক্তি "রাজা আজ ছারেখারে গেল, একবার চেয়ে দেখ!" পরে গেয়। [১৮৭ পৃষ্ঠা, ১৮ পংক্তি।

১১ নং গীত।

কোথা হে অনন্তকীর্ত্তি অনন্তমূর্ত্তি মুরারী।
অনন্তশয্যা-শায়ক, বরদায়ক, ভয়হারী॥
তুমি দম্ভহারী ব্রহ্মহরি স্তম্ভমাঝে আবির্ভূত,
জ্ঞানাতীত ত্রিগুণাতীত ধ্যান ধারণা-বহির্ভূত,
বিপদ্ পরিত্রাতা, জগৎপাতা জগবান্ধব,
বিশ্বকারু দৃশ্য চারু নিঃস্ব-প্রিয় মাধব;
তরিতে ভবতারণে পদতরণী দেহ দুখবারী॥
(আর ভরসা নাই তোমা বিনে)

৫ম অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য—বিজয়সিংহের উক্তি "তবে ত মঙ্গলময় জানিব তোমারে!" পরে গেয়। [২০১ পৃষ্ঠা, শেষ পংক্তি।

১২ নং গীত।

বিষময় সকল বিষয় বিষে ভরা বিশ্ববাসী।
এ বিশ্বময়, হে বিশ্বময়, কেন এমন বিষরাশি॥
ধ্বংস হ'ক সংসার বিশাল বিষের আগার,
ভাই বন্ধু দারা বিষম বিষ-ভাণ্ডার,
সর্প আর খল, দারুণ বিষের আধার,
বিষয়-বিষ সকল সুখশান্তিনাশী।
কামিনী কাঞ্চনে অসংখ্য বিষ ক্ষরে,
সুরার কুসঙ্গে অজস্র বিষ ঝরে,
পাপতাপের বিষে ব্যাকুলিত করে,
আত্মগ্লানির বিষে নয়নজলে ভাসি।
পরহিংসাকারী বিষের নির্ঝর,
হিংসা বিষে করে জীবন জর্জ্জর,
ভবতারণ কহে, দুঃখে চিত্ত দহে,
বিষকীট মোরা বিষ ভালবাসি॥

৫ম অঙ্ক, ৭ম দৃশ্য—সুধীরের উক্তি "এক আমি বই যে আর কেউ নাই!" পরে গেয়। [২১৬ পৃষ্ঠা, ২১ পংক্তি।

১৩ নং গীত।

কৃতাঞ্জলিপুটে সাধি, বধো না আমারে।
তুমি বধিবে, কেবা প্রবোধিবে, কাঁদিবে যবে মারে॥
(ভবে আমি বিনা কেউ নাই রে)

(আমি একমাত্র নয়নের তারা) (ভবে আমি বিনা)
(আমিই কেবল সংসার-সম্বল)
(ভবে আমি বিনা কেউ তার নাই রে)
প্রাণ-তনয় বিনা, ক্রন্দনে আর সান্ত্বনা কিবা আছে বে।
মিথ্যা কারণে আমায় হত্যা কেন করিবে,
শোকে শোকাতুরা সকাতরা মা যে প্রাণে মরিবে,
হ'য়ে পুত্রহারা দু'নয়নে ধারা,
ধারা আমি বিনা কে মুছাবে।
এই অন্ধ বিনা, মা বান্ধবহীনা,
অন্ধকারি সংসারে ॥

সমাপ্ত।

আশ্রবৃক্ষে আশ্রই ফলে।

সুকবি ৺কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত
তিনখানি বিশ্ববিজয়ী, অতীব হৃদয়গ্রাহী সর্ব্বপ্রধান নাটক।
সেই শত সহস্রের আগ্রহের সামগ্রী!

ত্রিশঙ্কুর স্বর্গলাভ

এই নাটক সত্যম্বর চট্টোপাধ্যায়ের প্রসিদ্ধ নাট্যসমাজে মহাসমারোহে অভিনীত। এমন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর নাটক আর হয় নাই! সেই অদৃষ্ট পুরুষার্থীয়ে দ্বন্দ্ব, সেই বীরকুমার অজিত, কুটিল অঞ্জন, বিশ্বাসঘাতক ধৃষ্টকেতু, রামরূপ, আদর্শ-বীর ধীরসিংহ, স্নেহময়ী সত্যবতী, শক্তিময়ী লীলা, ঈর্ষাময়ী ছোটরাণী অনীতা, ভক্তিভরা অনিল, আনন্দ লহরী প্রভৃতি কবির কল্পনা-কাননের অপূর্ব্ব সৃষ্টি দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন। মূল্য ১॥০ মাত্র।

অংশুমান্

এই নাটক সত্যম্বর চট্টোপাধ্যায়ের প্রসিদ্ধ নাট্যসমাজে মহাসমারোহে অভিনীত। যাঁহারা "ত্রিশঙ্কুর স্বর্গলাভ" পাঠে আনন্দিত, তাঁহারা সেই কেশব বাবুরই অমৃত-নিষ্যন্দিনী লেখনী-নিঃসৃত এই "অংশুমান্" পাঠে যে সেই-রূপই আনন্দিত হইবেন, তাহা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি। ইহাতে সেই আদর্শ বীর সঞ্জয়কেতন, অরিসিংহ, প্রসেনজিৎ, জ্ঞান-পাগল রতনচাঁদ, ভক্তিভরা অংশুমান্ ও বিজয়কেতু, কামনার জ্বলন্ত দাবদাহ অসমঞ্জা, শঠ-শিরোমণি সুধাকর, রহস্য-রসিক শোভনলাল, চির-বিরহিণী মল্লিনা, সতী-সীমন্তিনী রেবতী, প্রতিহিংসার কঠোর-ব্রতধারিণী বিধবা কমলা প্রভৃতি কবির কল্পনা-কাননের অপূর্ব্ব সৃষ্টি দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন। মূল্য ১॥০ মাত্র।

জড়-ভরত

ইহার এই পরিচয়ই যথেষ্ট নহে কি, যে এই একমাত্র নাটকের অভিনয় করিয়া সত্যম্বর চট্টোপাধ্যায় ও শশী অধিকারী উভয়েরই নাট্য-সম্প্রদায় দিগন্তব্যাপী যশঃ ও বিপুল প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হইয়াছে? ইহাতে সেই রহুগণ, জিতাশ্ব, বীরসিংহ, সুব্রত, সন্তপ, পরন্তপ, করুণা, হিরণ্ময়ী, পাগলিনী প্রভৃতি সেই সবই আছে। মূল্য ১৷০ মাত্র।

পাল ব্রাদার্স এণ্ড কোং
৭ নং শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, জোড়াসাঁকো, কলিকাতা।